মহাজন-সখা

বা

ব্যবসা-শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত ও প্রকাশিত।

চন্দননগর

কলিকাতা

১৯নং গোয়াবাগান, "বিষ্ণুপ্রেসে"

শ্রীবিষ্ণুপদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৭

মূল্য ১।।০ টাকা

প্রথম সংস্করণ

ও

ভূমিকা।

ভগবানের কৃপায় ও গুরুজনের আশীর্ব্বাদে, অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অদ্য "মহাজন-সখা" সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইল। আজ দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, যে সকল অভিজ্ঞতা, ব্যবসা-প্রণালী, ব্যবসার নীতি, ব্যবসার কুটতত্ত্ব প্রভৃতি লাভ করিয়াছি, তাহা এই পুস্তকে সরলভাবে যথাসাধ্য লিপি-বদ্ধ করিলাম। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। বাঙ্গালী জাতি বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কেহ ব্যবসার কুটতত্ত্ব বা ঘাঁত ঘোঁত প্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলেন না। এই তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার সময় অনেক স্থানে তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায়, বোধ হয় অনেকের চক্ষুশূল হইবে। তাহা হয় হউক ? ইহাতে সাধারণের বিশেষ অভাব পূরণ হইলে, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই পুস্তকে ভাষার পারিপাট্য নাই, কেননা ইহা চলিত সরল ভাষায় রচিত হইল। ইহাতে মহাজনদিগের ব্যবহৃত অনেক ইংরাজী, বাঙ্গলা ও উর্দ্দু ভাষার অপভ্রংশ কথা (colloquial terms) সন্নিবেশিত হইয়াছে। নূতন বা পুরাতন ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে।

শেষ নিবেদন।—এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে যিনি যাহা উপদেশ দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

বোড় পঞ্চাননতলা
চন্দননগর
সন ১৩১৮ সাল।

বিনীত—
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।
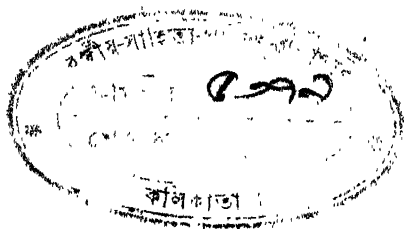
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে চারি হাজার পুস্তক নিঃশেষিত হওয়াতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার অনেক নুতন মহাজনের জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাহিত্যিক পাঠকবর্গের চলিত মহাজনী কথার অর্থবোধে অনেক স্থানে অসুবিধা বিবেচনায় এবার একটী পরিশিষ্ট (glossary) দিলাম। সহৃদয় নুতন ও পুরাতন পাঠকগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন যে, এই পুস্তকে যদি কোন ভুল থাকে বা কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিলে ভাল হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমায় জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং তৃতীয় সংস্করণে তাহা সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব।

চন্দননগর
শ্রাবণ,
১৩২৭।

বিনীত—
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ
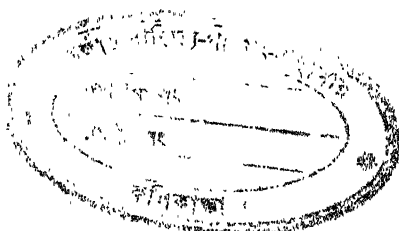
সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ব্যবসা ও বাণিজ্য	১
২। ব্যবসায়ের কএকটী জ্ঞাতব্য বিষয়	২
৩। দোকানদারী ও মালিকের কর্ত্তব্য বিষয়	৬
৪। খরিদ্দারের প্রতি	৯
৫। মহাজনের প্রতি	১০
৬। বাজারে ক্রেডিট্	১০
৭। হুণ্ডী কি ?	১১
৮। দোকানদারের দৈনিক কার্য্য	১৯
৯। দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম	২২
১০। মোকামি গমস্তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম	২৩
১১। ওজন সম্বন্ধের কথা	২৩
১২। সীকার ওজন	২৪
১৩। কুটীর ওজন	২৪
১৪। এভারেজ্ ওজন	২৫
১৫। মহাজনী সুদ কসা	২৬
১৬। মাস মাহিনা	২৯

দ্বিতীয় বিভাগ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ব্যবসার প্রকার ভেদ	৩০
২। মুদীখানা দোকান	৩০
৩। গোলদারী দোকান	৩১
৪। বাঁদি কারবার	৩২
৫। আড়তদারী কারবার	৩২
৬। পাইকারী ও চালানি কাজ	৩৪
৭। রোকড়েড় ও সুদি কাজ	৩৫
৮। চোটার কাজ	৩৬
৯। আউতি সওদার কাজ	৩৭
১০। দালালি কার্য্য	৩৮
১১। শিল্প কর্ম্ম ও কলকারখানা	৩৮
১২। পেটেণ্ট জিনিসের কার্য্য	৩৮
১৩। কৃষিকর্ম্ম	৩৯
১৪। পানের ব্যবসা	৩৯
১৫। লোহার দোকান	৪০
১৬। মনিহারী দোকান	৪১

তৃতীয় বিভাগ

পত্রাবলী

১। চিঠি পত্র লেখার নিয়ম	৪৩
২। পত্র লেখার দোষ	৪৫

বিষয় | পৃষ্ঠা

৩। বায়না পত্র ৪৭

৪। হ্যাণ্ডলোট্ ৪৮

৫। অংশীদার লইয়া কার্য্য ৫১

চতুর্থ বিভাগ

রেলওয়ে বিভাগ

১। রেলের নিয়মাবলী ৫৫

২। কোন মাল কি ক্লাসে যায় ৬৪

৩। স্পেসাল ক্লাস (special class good) ৭২

৪। মাশুলের রেট্ টেবিল ৭৬

পঞ্চম বিভাগ

জিনিসের নাম ও বিবরণ।

১। কাট্‌রা জিনিসের বিবরণ ৯৬

২। ঘৃত, তৈল, গুড়, তামাক প্রভৃতি ১০৬

৩। মসলা জিনিসের বিবরণ ১১৩

৪। বস্ত্র ও পরিচ্ছদের বিবরণ ১১৫

৫। পিতল কাঁসার জিনিসের বিবরণ ১১৮

৬। দেশী সুগন্ধি জিনিষের ঐ ঐ

৭। সর্ব্ব রকম জিনিসের বিবরণ ১২০
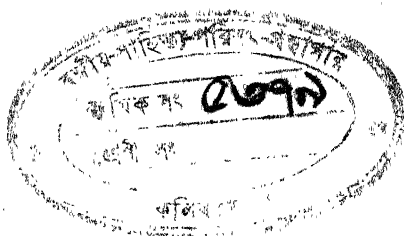
উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত

বাবু শ্যামাচরণ শেঠ পিতৃদেব

মহাশয়ের শ্রীকরকমলে

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

প্রনতঃ

সন্তোষনাথ।
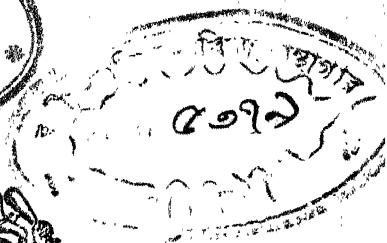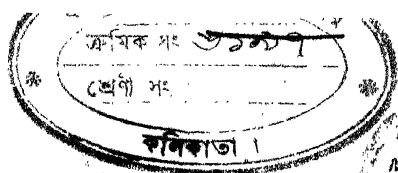
শ্রী শ্রীগণেশায় নমঃ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

মহাজন-সখা।

প্রথম বিভাগ।

ব্যবসা বানিজ্য বা কোন শুভকার্য্যানুষ্ঠানের প্রথমেই, সেই
কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে, ভগবৎ চরনে প্রার্থনা এবং
এবং স্ব ২ বর্ণাশ্রমানুযায়ী শুভ মুহূর্ত্তে দেবার্চ্চন
ও তদনুষ্ঠানে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বাভীষ্ঠ
সিদ্ধি সমধিক সম্ভবপর হইয়া থাকে।
অতএব ব্যবসায়ী মাত্রেই ইহা
অনুষ্ঠেয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।

ব্যবসা ও বাণিজ্য এই দুইটী কথার বিভিন্ন অর্থ আছে, অনেকেই তাহা বোধ হয় জানেন না। অধিকাংশ লোকে ব্যবসা বাণিজ্যকে এক অর্থই মনে করেন। সেই জন্য আমরা ইহার অর্থ বোধ করিয়া দিলাম।

নিজের দেশে, হাটে, বাটীতে বা বাজারে দোকান করাকে ব্যবসা বলে। আর রেলে, নৌকায় অথবা জাহাজে বোঝাই দিয়া দেশ বিদেশে লইয়া খরিদ বিক্রয় করাকে বাণিজ্য বলে। বাণিজ্যের কল্যাণেই দ্রব্যের দর সস্তা হইয়া থাকে। দেশের টাকা যদি দেশে রাখিতে চাও, যদি দেশের উন্নতি সাধন করিতে চাও, যদি দেশের এই দরিদ্র-সমস্যা দূর করিতে চাও তবে ধনী, নির্ধন, ছোট বড় সকলেই ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগ দাও। ব্যবসা ব্যতীত কখন কোন দেশের বা লোকের উন্নতি সম্ভবপর নয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধী গ্রহণ করিয়া চাকরী, চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে অভাব মোচন হইবে না। সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসা কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে সচেষ্ট হও।

ব্যবসায়ের ৫টী প্রধান লক্ষ্য।

১। মিতাচার—অর্থাৎ হিসাব করিয়া ব্যয় সঙ্কোচ। একটী পয়সা আবশ্যক ভিন্ন খরচ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু আবশ্যক হইলে এক টাকা অনায়াসে খরচ করা যাইতে পারে।

২। উপযুক্ত মূলধন না লইয়া কোন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

৩। সততাই ব্যবসায়ের উন্নতির সোপান, অর্থাৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া সৎভাবে ব্যবসা করিলে নিশ্চয়ই উন্নতিই হইবে।

৪। সময়ের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ যখন যে কাজটী করা আবশ্যক, ঠিক সেই সেই-সময়ে যাহাতে তাহা সম্পন্ন হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

৫। স্বহস্তে কার্য্য সম্পাদন ও পরিদর্শন—অর্থাৎ সমস্ত কাজ নিজে হাতে কলমে অভ্যাস ও শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদা ব্যবসার স্থলে নিজে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য পরিচালন করা আবশ্যক।

ব্যবসায়ে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। ব্যবসাদারী করিতে হইলে সাধারণ লোকের চরিত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কেননা, লোকের প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার ভালরূপ জানা না থাকিলে, অনেক সময় আপনাকেই সময় ঠকিতে হইবে।

২। ব্যবসায়ী মাত্রেই সকল খরিদ্দার ছোট বড় সকল প্রকার ক্রেতাকেই

সমানভাবে সম্ভাষণ এবং যত্ন করিবেন। খরিদ্দার আসিলে অগ্রে তাহাকে বসিবার আসন দিয়া খাতির করিবেন, সঙ্গে যদি গোমস্তা, বাজার-সরকার, মোসাহেব, দালাল বা ছোট-ছেলে থাকে, তবে তাহাদেরও বিশেষ যত্ন করিবেন,—কারণ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে ক্রেতা সহজেই বশীভূত হইয়া থাকিবে। অধিকাংশ ক্রেতার কর্ম্মচারীরা দোকানদারের নিকট কিছু কমিশন বা দস্তরী আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা সাধ্যমত পূরণ করিতে চেষ্টা করিবেন; নচেৎ খরিদ্দার ফস্‌কাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৩। ব্যবসায়ে সর্ব্বদা ধর্ম্মভাব রাখিবেন অর্থাৎ মুখে এক এবং কাজে অন্যরূপ—এরূপ করিবেন না; তাহা হইলে খরিদ্দার চটিয়া যাইবে। জিনিস ভাল, অথচ দর সুবিধা, লোকে এই চায়?—কাজেই পড়তা দর করিয়া বাজারের দর অপেক্ষা এক পয়সা দর কম দিবেন; তাহাতে জিনিস বিক্রয় হয় হইবে? না হয় ক্ষতি নাই। ক্রমে খরিদ্দার যখন বুঝিবে, তখন আর দর করিবে না বা অন্য দোকানে যাইবে না।

৪। প্রথম বৎসর কাজ চালান কঠিন। খুব হিসাব করিয়া চলিতে হইবে, এবং সকল কাজ হাতে কলমে করিতে হইবে; তাহার পর আর আপনার কষ্ট হইবে না।

৫। সর্ব্বদাই আনন্দচিত্তে কর্ম্মস্থলে থাকিবেন। কাহারও প্রতি তম্বি করিবেন না বা কোন কর্ম্মচারীর প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিবেন না। কর্ম্মচারী যদি কোন কাজ খারাপ করিয়া থাকে, তাহা মিষ্ট-কথায় বুঝাইয়া দিবেন।

৬। খরিদ্দারের পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখিয়া ধার দিবেন না। কারণ, অনেক বাবু জুয়াচোর আছে, যাহারা এইরূপ চালে দোকান-দারকে ঠকায়। ভাল লোকের পোষাক সাদাসিদা,—এটা যেন বেশ মনে থাকে।

৭। ব্যবসা করিতে হইলে, যেরূপ দোকানের আয় সেইরূপ ভাবে লোকজন রাখা, ঘর ভাড়া প্রভৃতি দোকানের যাবতীয় খরচ, আবশ্যক মতন রাখিতে হয়। বাজে খরচ যত কম হয়, সে দিকে যেন বেশ নজর থাকে; নতুবা কার্য্যে লোকসান হইবার সম্ভাবনা। আমাদের বাঙ্গালীর দোকান, অনেক স্থলে এই

খরচপত্রের জন্ম ঋণী হইয়া পড়ে। তা'ছাড়া বাঙ্গালী মহাশয়েরা দোকানের অবস্থা বুঝিয়া কম খরচে চালাইতে পারেন না,—কাজেই এত অবনতি! একবার মাড়োয়ারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন দেখি? কি ভাবে তাহারা কম খরচ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে উন্নতি করে? দেশ হইতে আসিবার সময় কেবল লোটাই সম্বল। প্রথমে মাথায় মোট করিয়া ফেরি করিতে করিতে দুইচার বৎসরের মধ্যে দশবিশ হাজার জমাইয়া ফেলে।

৮। "যেমন ভেক না হইলে ভিক্ষা মিলে না," সেইরূপ ব্যবসাদারীতে কিছু ভেকের দরকার; অর্থাৎ গদীঘরটী বা দোকানঘরটী বেশ সাজান দরকার; পত্র, চালান, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি ছাপান দরকার। বড় রকম কারবার হইলে ক্যাটলগও করা উচিত।

৯। ব্যবসা করিতে হইলে এমন জিনিসের ব্যবসা করিতে হয়, যে জিনিস গরীব লোক হইতে রাজা পর্য্যন্ত নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে কার্য্যে লোকসান প্রায়ই হয় না। ব্যবসাদারের এইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়।

১০। ব্যবসায়ে খরিদ বিক্রয় খুব গোপনে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কোন্ মোকাম হইতে মাল আসিতেছে এবং কোথায় বিক্রয়ের সুবিধা আছে, কোথা হইতে কিরূপ পড়তা হইতেছে, প্রভৃতি খুব গোপনে কার্য্য করিতে হইবে। অন্য দোকানদার জানিতে পারিলে, তাহাতে আপনাব ক্ষতি হইতে পারে।

১১। ব্যবসা করিতে হইলে সকল লোকের সহিত আলাপ করা উচিত। যাহার যত আলাপ, তাহার কার্য্যের উন্নতি তত বেশী এবং কার্য্যের কথা শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়ে।

১২। ধার দিতে পারিলে গ্রাহক খুব বাড়ে বটে, দরেও দু'পয়সা বেশী বিক্রয় হয়, এবং দৈনিক বিক্রয় বাড়ে, তাহাতে লাভও যথেষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু লোক বিবেচনা করিয়া ধাব দিতে না পারিলে, শেষে টাকা আদায় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

১৩। অসৎ লোকের সহিত ব্যবসা করা উচিত নহে; কারণ প্রথম প্রথম হয় ত বেশ ভাল ব্যবহার করিবে, শেষে এমন ঠেকায় ঠেকাইবে, যে, ঘর হইতে কিছু টাকা লোকসান না দিলে আর পরিত্রাণ নাই।

১৪। নীচ লোকের সহিত কার্য্য করিলে, বা নীচ ব্যবসা করিলে, বা নীচ লোকের সংস্রবে সর্ব্বদা থাকিলে, বা লোককে ঠকাইলে, মন ছোট হইয়া যায় এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। প্রলোভন দেখাইয়া বা ঘুস দিয়া কখন সস্তাদরে মাল খরিদ করিবেন না, বা কর্ম্মচারীদের এরূপ উপদেশ দিবেন না; ইহাতে ইঙ্গিতে চুরি করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। অপরিচিত খরিদ্দারকে পট্টি দিয়া বাজার অপেক্ষা বেশী দরে মাল বিক্রয় করিবে না, তাহাতে ব্যবসার ক্রেডিট্ (credit) নষ্ট হয়।

১৫। নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয় যেমন ভাইপো, ভাগ্না, জামাই, খুড়া প্রভৃতিকে লইয়া কার্য্য করা উচিত নহে। অনেক সময় তাহারা এমন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে যে, বলিতে বা তিরস্কার করিতে লজ্জাবোধ হয়,—তা'ছাড়া তাহারা কার্য্যে যথোচিত যত্ন করে না। আপনিও তাহাদিগকে বেশী কিছু বলিতে পারিবেন না। ইহাপেক্ষা বাহিরের লোক রাখা খুব ভাল।

১৬। অংশীদার লইয়া যদি কার্য্য করিতে হয়, তবে মুখের জবানিতে কার্য্য করা কোন মতেই উচিত নহে,—তা' আত্মীয় হউক, বা কোন বিশিষ্ট বন্ধুই হউক। দস্তরমত সর্ত্ত করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া তবে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

১৭। বাকী টাকা আদায়ের জন্য খরিদ্দারের নিকট সহজে নালিশ করিবেন না। যখন দেখিবেন যে উকিলের চিঠি দিয়াও টাকা দিতেছে না তখন নালিশ করিবেন। ব্যবসদারের সময় নষ্ট করিয়া ও অর্থব্যয় করিয়া মোকর্দ্দমা করা পোষায় না, কিছু ভাং-চুর করিয়া যদি মিটাইতে হয়—সেও ভাল?

১৮। নূতন ব্যবসা করিতে হইলে অগ্রে কোন ব্যবসাদারের দোকানে গোপনে শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন কার্য্য শিখিতে হয়, তাহা না হইলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা (practical knowledge) জন্মে না। দেখিয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা হাতে কলমে করা খুব ভাল। একান্তপক্ষে সুযোগ না হয়, তাহা হইলে নূতন ব্যবসায়ের প্রারম্ভে একটী পুরাতন পাকা কর্ম্মক্ষম লোক রাখা দরকার।

২৯। নূতন দোকান করিতে হইলে, যদি পুরাতন টাট খরিদ করিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক জিনিসের সুবিধা পাওয়া যায়। দোকানের খুচরা

জিনিস কিছু কিনিতে হয় না, পুরাতন খরিদ্দার পাওয়া যায়, নানাপ্রকার জিনিসের ভোজ (Varieties) পাওয়া যায়; তা'ছাড়া দোকান খুলিতে ও জমাইতে বেশী সময় ও পরিশ্রমের দরকার হয় না; তবে নিজের সুবিধা ও পছন্দমত করিয়া পুরাতন টাট খরিদ করা কর্ত্তব্য।

দোকানদারী ও মালিকের কর্ত্তব্য।

১। কি করিয়া দোকানদারী করিতে হয় এবং মালিককে প্রথমে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম। নূতন ব্যবসায়ীরা বিশেষ মনোযোগেব সহিত লক্ষ্য করিয়া কাজ করিবেন।

২। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বাজারের বা হাটের বা পল্লীর ভিতরে কোন্ স্থানে দোকান কবিলে খরিদ্দারের সুবিধা হইতে পারে, তাহা না হইলে বিক্রয় বেশী হইবে না। তাহার পর ঘরটীও গুদামটী পাকা হইলেই খুব ভাল, নচেৎ কাঁচা হইলে ক্ষতি আছে। গুদামের মেজেটী এরূপ ভাবে তৈয়ারী করাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে ইন্দুরে মাল নষ্ট করিতে না পারে। যাঁহারা নূতন মেজে তৈয়ারী করিবেন, তাঁহারা মেজেটী নিম্নলিখিত ভাবে তৈয়ারী করিলে আর ইন্দুরের উৎপাত হইবে না:—প্রথমে মেজের মাটীর উপর বেশ করিয়া তুরমুস্ করিতে হইবে; তাহার পর ১৮ ইঞ্চি বা বা তদধিক বালি বা কয়লার মিহি গুড়াদ্বারা ভরাট করিতে হইবে। ইহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকিবে না এবং ইন্দুর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তৎপরে বালি বা কয়লার উপর চৌরস করিয়া কেবল টালির পাড়ন দিয়া, বিলাতী মাটীর দ্বারা মুখ জোড়াই করিয়া লইতে হইবে; তাহার উপর পিচ গালাইয়া ঢালিয়া দিলে, খুব মজবুত হইবে।

৩। কর্ম্মচারীদিগের স্বাস্থ্যেব উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে তাহারা আপনাব কার্য্যে বেশ মনোযোগ দিতে পারিবে না। স্বভাব-চরিত্রেব প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত; কারণ, কর্ম্মচারী মদ্যপায়ী, কুক্রিয়াসক্ত ও নেশাখোর হইলেই দোকানে চুরি করিতে আরম্ভ করিবে; এরূপ লোককে মহাজনী কার্য্যে কোন প্রকারে রাখা উচিত নহে? যেমন তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা কর্ত্তব্য, তেমনি তাহাদের অভাব

অভিযোগ দেখাও বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ সে যখন আপনার নিকটে কাজ করিতেছে তখন যাহাতে আপনার দু'পয়সা লাভ হইবে—সে বিষয় সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আপনি যদি তাহার অভাব পূরণ না করেন, তবে নিশ্চয়ই সে অসৎ উপায় অবলম্বন করিবে? বাঙ্গালীর কার্য্যে প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ইহাতেই কর্ম্মচারীদিগের চৌর্য্যবৃত্তি বাড়িতে থাকে—শেষে ধনী 'ফেল' হইয়া যায়। যাহার শরীরে যেরূপ পরিশ্রম সহ্য হয়, তাহাকে সেই মত খাটান উচিত, এজন্য পাঁচজন কর্ম্মচারী থাকিলে, কাজ বিভাগ করিয়া দেওয়া ধনীর কর্ত্তব্য। সময়মত ছুটী চাহিলে তাহাও দেওয়া আবশ্যক। বৎসরে লাভালাভ দেখিয়া ৺দুর্গাপূজার সময় ও নূতন খাতার পরে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য,—তাহাতে কর্ম্মচারীরা বিশেষ খুসী থাকে। তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে, কন্যাদায়ে বা অন্য কোন দায়ে অর্থ সাহায্য করা বা বিনাসুদে টাকা ধার দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপভাবে সাহায্য করিলে কর্ম্মচারীরা হঠাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না।

৪। যাহাদের আড়তদারী ও অর্ডার সাপ্লায়ের কার্য্য আছে, মফঃস্বলে খরিদ্দারের সহিত দেনা পাওনা আছে বা অন্যত্রে শাখা-কার্য্যালয় বা মোকামী গদী আছে, তাহাদের একটী ভাল (Canvasser) অর্থাৎ প্রচারক রাখা আবশ্যক। এখানে ক্যান্‌ভাসার শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, কোন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি যিনি বাহিরে খরিদ্দার জোগাড় করিবেন, পুরাতন খরিদ্দারদিগের সহিত বৎসরের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ করিবেন, কোন্ মোকামের কি জিনিস সুবিধা হয়, তাহার সংবাদ রাখিবেন এবং নিজ মোকামের কাজ দেখিবেন। এরূপ একটী লোক রাখিলে কার্য্যের উন্নতি বই অবনতি হইবে না? তবে লোকটী উদ্যমশীল, সচ্চরিত্র এবং শিক্ষিত যুবক হইলেই ভাল হয়।

৫। দোকানের খাতাপত্র সপ্তাহে একবার ভাল করিয়া দেখা উচিত; অর্থাৎ এক সপ্তাহের ভিতর যে সকল লেখা পড়া হইল, তাহা সমস্ত খোতেন হইল কিনা, হাওলাতি আদায় হইল কিনা, কোথায় কোন মাল পড়িয়া রহিল কিনা, কাহারও চালানের দাম কসা প্রভৃতিতে ভুল রহিল কিনা, কাহারও নামে চালান জমা খরচ করা বাকী রহিল কিনা ইত্যাদি ভাল করিয়া দেখিলে সহজে ভুল ধরা

পড়ে; কারণ এক সপ্তাহের মধ্যে কোন ভুলচুক হইলে সহজেই সকলকার মনে পড়ে; এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন হইয়া যায়।

৬। ছয় মাস অন্তর একবার লোকের সহিত দেনা পাওনা মিল করা উচিত; তাহা হইলে উভয়ের খাতা বেশ পরিষ্কার থাকে। বৎসরের শেষে অর্থাৎ নূতনখাতার পূর্ব্বে সকলকার সঙ্গে হিসাব মিল করিয়া ছিট পাই-পয়সা আদান প্রদান করা বিশেষ কর্ত্তব্য। ঐ সময় দোকানের মজুত মালের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে খালি বোরা, টিন, বাক্স প্রভৃতি প্যাকিং জিনিসের একটী হিসাব তৈয়ারী করিতে হইবে। দোকানের ও বাসার তৈজসপত্রের একটী ফর্দ্দ তৈয়ারী করিতে হইবে। উপস্থিত বাজার-দর ধরিয়া মজুত মালের একটী দাম ধরিয়া, একদফা মুনফা বাহির করিতে হইবে। যদি অংশীদার থাকেন, তবে প্রাপ্য অংশ তাঁহার নামে খাতায় জমাখরচ করিতে হইবে। তাহার পর নববর্ষ আরম্ভ হইলেই পুরাতন খাতা আগাগোড়া একবার রুজু দেওয়া চাই; এ বিষয়ে ধনীদিগের যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। আখিরীর সময় দোকানের বেশী দিনের যে কোন পুরাতন মাল, পুরাতন বোরা, ভাঙ্গা-চোরা জিনিস প্রভৃতি একদফা বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। যাহাদের বন্দকী কাজ আছে, তাহাদের এই সময় শূলে পড়া জিনিস বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা করা কর্ত্তব্য; কারণ ঐ টাকায় পুনরায় নূতন কর্জ্জ দেওয়া চলিতে পারে—অনর্থক শূলের জিনিস সিন্দুকে ফেলিয়া রাখিলে লাভ নাই।

৭। ব্যবসা-কার্য্য করিতে হইলে, লোকের প্রতি দয়া ধর্ম্ম রাখিতে হয়। অতএব দেশকালমাত্র বিবেচনা করিয়া দীন-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, আতুর, কোন আশ্রম প্রভৃতিকে কিছু কিছু দান করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ব্যবসাদারের উন্নতি বই অবনতি হয় না; বরং মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে। কাহাকেও বিমুখ করা উচিত নহে?—সাধ্যানুসারে দান করা কর্ত্তব্য।

৮। বাঙ্গালী ধনীদিগের কার্য্য নষ্ট হয় কেন জানেন? একটু ব্যবসায়ে উন্নতি হইলেই আর কার্য্য দেখেন না—কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন এবং নিজে আয়েসী হইয়া পড়েন; আহার, নিদ্রা, তাসখেলা, আফিং সেবন ইত্যাদি লইয়াই দিন কাটান;—এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। মাসে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মোকামে বা কার্য্যস্থলে ধনীদিগের নিজে যাইয়া কার্য্য

পরিদর্শন করা খুব কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কর্ম্মচারীরা খুব সাবধানের সহিত কার্য্য করিবে। এমন অনেক মোকামী কর্ম্মচারী আছেন, যাঁহারা ধনীর তহবিলের টাকা লইয়া সুদে খাটাইয়া থাকেন; সুবিধা করিয়া দেহাত—(পল্লীগ্রাম) হইতে মালপত্র আনিয়া খাতায় জমা খরচ না রাখিয়া নিজেই লাভের অংশ আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন? এই সকল কার্য্য নিজে না দেখিলে কি ব্যবসায়ে উন্নতি হয়? তা'ছাড়া মধ্যে মধ্যে মোকামে থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে এবং নানাস্থানের ব্যবসা সম্বন্ধে সংবাদাদি পাওয়া যায়। ইহাতে আপনার ব্যবসায় দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে।

৯। শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসাকার্য্য করিতে গেলে সহজেই উন্নতি করিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা ঐ চর্চ্চা করিতে করিতে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য, কল-কারখানার কার্য্য ইত্যাদি—চেষ্টা করিলেই করিতে পারেন। সেই সকল কার্য্য, একবার চলিয়া গেলে, মোটা পয়সা রোজকার হয়। দোকানে বা ফারমে দুই একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র অথবা সাপ্তাহিক পত্র লওয়া আবশ্যক, এবং ব্যবসা সম্বন্ধে দুই একখানি ভাল মাসিকপত্রও লওয়া উচিত; তাহার দ্বারা ভারতের ও বিদেশের অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল সংবাদে ব্যবসায় অনেক রকম সাহায্য হইয়া থাকে।

খরিদ্দারের প্রতি।

খরিদ্দারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, পূর্ব্বে তাহার কতকগুলি বিষয় লিখিয়াছি; বাকী বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানাইতেছি:—

১। খরিদ্দারকে শিষ্টাচারে, মিষ্ট-কথায়, জবাব দিবেন। সংক্ষেপে এবং ঠিক কথায় আপনার কারবারের কথা বলিবেন। বেশী কথা বলা ভাল নয়; তাহাতে আপনার সময় ও কার্য্য নষ্ট হইবে।

২। যেরূপ জিনিস দেখাইবেন ও দর করিবেন, ঠিক সেইমত মাল দিবেন,—কদাচ বঞ্চনা করিবেন না; নতুবা পসার খারাপ হইয়া যাইবে। ওজনে কম কাহাকেও দিবেন না; ইহা বড় দোষ। ইহাতে দোকানের বদনাম্ হইয়া যাইবে। বেশী ধার দিবেন না, খরিদ্দার বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ধার দিবেন। সর্ব্বদা তাগাদা রাখিবেন এবং হিসাবের কোন প্রকার গোলমাল

রাখিবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা হাতচিঠা করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। বৎসরের শেষে আখিরীর সময় একদফা পাই-পয়সা মিটাইয়া লইবেন।

মহাজনের প্রতি।

আপনার মহাজন যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সর্ব্বদা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। সওদা যাচ্ঞা করিবেন; বাজারের তেজি মন্দা না দেখিয়া মাল লইবেন। কথা-বার্ত্তা বেশ শিষ্টাচারমত কহিবেন; পত্রাদি বেশ বিনীতভাবে লিখিবেন। বাকী টাকা ঠিক কড়ারমত দিতে খুব চেষ্টা করিবেন। হিসাবের কোনপ্রকার গোলমাল রাখিবেন না, তাহা হইলে মহাজন আপনাকে নিঃসন্দেহে ধারে মাল ছাড়িবে।

বাজারে CREDIT বা বিশ্বাস।

ব্যবসায়ের প্রথম মূলধন -টাকা। যিনি যত টাকা লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, ততই কার্য্যের সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়—মূলধন বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহাতে দিন দিন বর্দ্ধিত হয় সে বিষয়ে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। একবার নষ্ট হইলে, পুনরায় পাওয়া কঠিন।

ব্যবসা করিতে হইলে যাহাতে বাজারে ক্রেডিট্ শীঘ্রই জন্মে, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কেননা, নগদ টাকায় আপনি কত মাল কিনিবেন? যেমন ধার আপনাকে দিতে হইবে,—সেইরূপ ধার আপনাকে না লইলে পুঁজিতে কুলাইবে না।

ক্রেডিট্ কিসে জন্মে?—কারবার করিতে করিতে দশ জনের সহিত আদান প্রদান করিলেই ক্রেডিট্ জন্মে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাজনকে ঠিক বজায় রাখিতে পারিলেই আপনি ধার পাইবেন, তাহা হইলেই বাজারে আপনার ক্রেডিট্ জন্মিবে। আমাদের বাঙ্গালী জাতি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না, কাজেই শীঘ্র উন্নতি করিতে পারে না। মাড়োয়ারী জাতি এই বিশ্বাসের জোরে দূরদেশ হইতে মাল আমদানি করিতেছে। এই দেখুন না হুণ্ডীকাটা কাজ?—কি মজার ব্যবসা! একটু চিরকুট কাগজে এক আনার ষ্ট্যাম্প দিয়া কত হাজার হাজার টাকার কার্য্য চালাইতেছে। কেবল বিশ্বাসের জোর। কলিকাতায়

এমন অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসাদার আছেন—যে তাঁহারা কেবল মিতি হুণ্ডীতে কার্য্য চালাইতেছেন। অনেকে হয়'ত হুণ্ডী কি তাহা বুঝেন না। পাঠকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

হুণ্ডী কি ?

হুণ্ডী একখানি বরাতি চিঠি, যে চিঠিতে টাকার আদান প্রদান চলে।

ইহা একখানি কাগজে /০ আনা ষ্ট্যাম্প সহিযুক্ত করিয়া লিখিয়া দিতে হয়। তা'ছাড়া হুণ্ডীর জন্য গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র কাগজ আছে, কিন্তু সাধারণ লোকে চিঠির কাগজে বা সাদা কাগজে লিখিয়া থাকেন।

হুণ্ডী দুই প্রকার :—দর্শনী ও মিতি।

দর্শনী হুণ্ডী কাহাকে বলে ?—অর্থাৎ হুণ্ডী দেখাইবামাত্র সাকরাই (স্বীকার) করিয়া পরদিনে টাকা ভুক্তান দিতে হয়। সাধারণতঃ লো'ক "হুণ্ডী পৌঁছে একরোজ পরে টাকা দিবে" এই কথা লিখিয়া দেয়।

মিতি হুণ্ডী কাহাকে বলে ?—অর্থাৎ হুণ্ডী লিখিবার কালীন পত্রে খুলিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় যে, এই হুণ্ডীর টাকা ৩১ দিন পরে, বা ৪১ দিন পরে, কেহ ৩ রোজ পরে টাকা দিবে। মিতি হুণ্ডীও দর্শনি হুণ্ডীর ন্যায় হুণ্ডী পৌঁছে সাকরাই (স্বীকার সহি) করাইয়া থাকে। এখন হুণ্ডীটী কি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া লিখিতেছি :—

উদাহরণ।

মনে করুন, আমি লক্ষ্মীসরাই হইতে কলিকাতায় সিউনারায়ণ রামনারায়ণের নিকট ১২০০৲ শত টাকা পাঠাইব, এবং কলিকাতার বিজরাজ মালিরামের নিকট হইতে এখানকার গঙ্গারাম রামধন দাসের ১২০০৲ টাকা আনিবার আবশ্যক হইয়াছে। এখন এই ক্ষেত্রে উভয়ের হুণ্ডীতে আদান প্রদান হইবে। এখন উপরোক্ত গঙ্গারাম রামধন দাস আমার নিকট ১২০০৲ টাকা লইয়া একখানি বরাতি চিঠি বা হুণ্ডী দিলেন, এবং কলিকাতায় তাঁহার ধনী বিজরাজ মালিরামকে একটী সংবাদ ডাকযোগে প্রেরণ করিলেন। এখন আমি ঐ হুণ্ডীখানি খাতায় জমা খরচ করিয়া কলিকাতায় আমার ধনী সিউনারায়ণ রাম-

নারায়ণকে রেজেষ্টারী পত্রমধ্যে হুণ্ডীখানি পাঠাইয়া দিলাম। তিনি ঐ হুণ্ডীখানি পাইয়া তাঁহার জমাদারের দ্বারা বিজরাজ মালিরামের গদীতে সাগরাই করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জমাদার হুণ্ডীখানি দিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর উক্ত বিজরাজ হুণ্ডীখানি সাগরাই করিয়া নিজের জমাদারের দ্বারায় পুনরায় সিউনারায়ণ রামনারায়ণের গদীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পরদিন সিউনারায়ণ রামনারায়ণের জমাদার, পুনরায় বিজরাজ মালিরামের গদী হইতে টাকা লইয়া গেল এবং ঐ হুণ্ডীখানি বিজরাজ মালিরাম তাহার ফাইলে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। পাঠক বোধ হয় ইহার মর্ম্ম বেশ বুঝিয়া থাকিবেন। হুণ্ডী কেবল ভারতে চলে, তাহা নহে? পৃথিবীর সকল স্থানে এইরূপ হুণ্ডীর কাজ চলিতেছে অধিকাংশ হুণ্ডী ব্যাঙ্কের মারফতে পাঠান হইয়া থাকে। নামজাদা বড় বড় ব্যাঙ্কের শাখা (Branch) পৃথিবীর বড় বড় স্থানে আছে। ইহাকে Bank Draft বলে।

মাড়োয়ারীদিগের
দর্শনী হুণ্ডীর আদর্শ।

রাম রাম

শ্রীপত্রি শ্রীযুক্ত বাবু বিজরাজ মালিবাম যোগ লিখি, লক্ষ্মীসরাইসে গঙ্গারাম রামধন দাসকা জয়গোপাল বাঞ্চনা, উপরক হুণ্ডী কেতা এক তোমারা উপব করতা হায়, রূপেয়া ১২০০৲ (অঙ্কে বার শত) রূপেয়া ছবশকা দুনা পুরা দেনা। হিঁয়া রাখা সন্তোষনাথ শেঠকা, মিতি অঘান বদি বারশ সে পৌছে দাম, সাযোগ ঠিকানা লাগায় কর চৌকস্ কর দাম দেনা, রূপেয়া কোম্পানী খান্‌কা খান্ দেনা,—মিতি অঘান বদি বারশ সম্বৎ ১৮৩২।
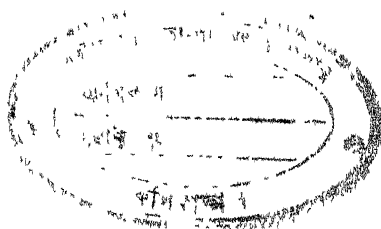
হুণ্ডী সাকারা বিজরাজ মালিরাম
সিউনারায়ণ রামনারায়ণকা
অষাম বদি ১৩ সম্বৎ ১৮৩২

ছুল হুণ্ডীকা রূপেয়া ভোরপায়
সিউনারায়ণ রামনারায়ণ,
বিজরাজ মালিরাম সে।
অঘান বদি ১৪ সম্বৎ ১৮৩২।
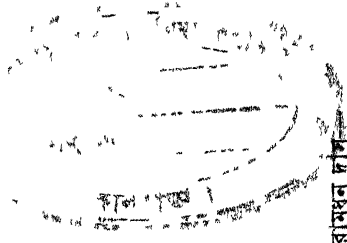
বাঙ্গালা মিতি হুণ্ডীর আদর্শ।

১ নং

৫ হুঃ রাম রামধন দাস
সোং লক্ষ্মীসরাই—
দেনি হুণ্ডী মবলকে এককেতা
১২০০৲ বারশত টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

সেবক শ্রীগঙ্গারাম রামধন দাস।

প্রণামা বহুবনিবেদনঞ্চ বিশেব ঃ-

আপনাদের উপর এখান হইতে দেনী হুণ্ডী এক কেতা ১২০০৲ বার শত টাকা, ছয়শত টাকাব ডবল বারশত টাকা লিখি। এখানে রাখে সন্তোষনাথ শেঠ বাঁদী মুদ্দৎ ২১ রোজ গ্রেশ ৩ রোজ একুনে ২৪ রোজ পীছে ধনীযোগে তথায় হুণ্ডী পৌঁছিলে সাকবাইয়া দিয়া মুদ্দৎ বাদ ডিউ তারিখে টাকা দিয়া হুণ্ডীর পৃষ্ঠে রসিদ লেখাইয়া লইবেন, ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম, ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল, শুক্রবার।

এই হুণ্ডী সিউনারায়ণ বামনারায়ণকে সাগখাই করিলাম।

বিজরাজ মালিরাম

১৩ অগ্রহায়ণ, সম্বৎ ১৮৩২।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু বিজরাজ মালিরাম,

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

পত্র দেনা—৪৫নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

২নং আদর্শ

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ কুণ্ড,—
মহাশয় বরাবরেষু—

সবিনয়পূর্ব্বক নমস্কার নিবেদনমিদং—

মহাশয়, আমাদিগের এখানকার তহবিলে নূতনগঞ্জ নিবাসী মহাজন শ্রীযুক্ত বিনোদবেহারি দে কোং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জমা দিলেন। উক্ত টাকা আপনাদের নামে হুণ্ডি হিসাবে জমা করা হইল। আপনি উক্ত ৫০০৲ পাঁচশত টাকা, আড়াই শত টাকার দ্বিগুণ, কলিকাতা হাটখোলা শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র দে মহাশয়দিগকে আমাদের এই মোকামের নামে খরচ লিখিয়া ভুক্তান দিবেন এবং তাঁহাদের স্বাক্ষর করাইয়া হুণ্ডীখানি ফেরত লইবেন। ইতি—১৫ই আষাঢ়, সন ১৩২৬ সাল।

শ্রীমটবর | এক আনার টিকিট | শেট
মোং | | পাটনা গদি
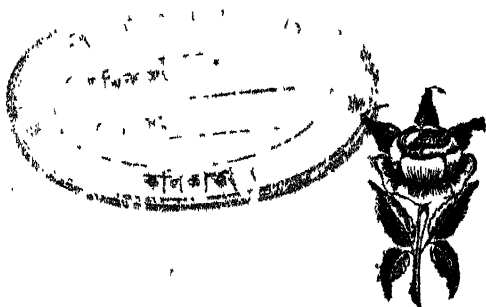
হুণ্ডী সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় ?

১। যত টাকার হুণ্ডীর আদান প্রদান হউক না কেন, দর্শনী হুণ্ডীতে /০ এক আনা দামের টিকিট আঁটিয়া দিলেই কার্য্য চলিবে ; কিন্তু মিতিহুণ্ডীর সময় তাহা হইবে না,—গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লিখিতে হইবে। সাধারণতঃ তাহার নিয়মাবলী আছে ; তবে ৶০ আনা শতকরা প্রায়ই লাগে।

২। দর্শনী হুণ্ডী লইতে হইলে, বাজারের দর অনুসারে /০, ৵০, ।৵০ শতকরা সুদের আদান প্রদান আছে, এবং যতদিনের মুদ্দতে মিতিহুণ্ডীর টাকা দিবে, ততদিনের সুদ অগ্রিম কর্ত্তন করিয়া আদান-প্রদান করা হয় ; বাজারের দর অনুসারে ॥০, ॥৵০, ৸০, ১৲, ১৷০ আনা পর্য্যন্ত বাটা দিতে হয়।

৩। কলিকাতার ধনী, যাঁহারা হুণ্ডীর আদায়ের ভার লইয়া থাকেন, তাঁহারাও শতকরা ৴১০, /০ আনা কমিশন, প্রেরকের নিকট লইয়া থাকেন ; নচেৎ তাঁহাদের এ ভূতের ব্যাগার খাটিয়া লাভ কি ?

৪। কলিকাতায় হুণ্ডী পৌছিলেই মহাজন অগ্রে হুণ্ডীখানি সাগরাই করিয়া রাখেন ; সাগরাই হইলে, আর টাকার কোন ভয় নাই। আর যদি সাগরাই না করেন, তবে কলিকাতার ধনী তৎক্ষণাৎ তারযোগে প্রেরকের নিকটে সংবাদ দিয়া থাকেন। তাহাতে, যে লোক হুণ্ডী লিখিয়াছে, তাহার বদ্‌নাম হয় ও বাজারে বিশ্বাস বা ক্রেডিট একেবারে চলিয়া যায়। অনেক ধনী ইহাতেই খতম্ হইয়া যান। সেই জন্য বাঙ্গালী মহাজনেরা সহজে দর্শনী-হুণ্ডী কাটিতে চান না ; প্রায়ই মিতি হুণ্ডী কাটিয়া থাকেন,—কি জানি-কখন কি হয় ?

৫। **ধনীযোগ ও সাযোগ।** হুণ্ডীর আদর্শে ঐ দুইটী কথার নীচে ড্যাস দেওয়া আছে। উহার বড় নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা লিখিতেছি ;—

ধনীযোগে হুণ্ডী কাটিলে, সেই হুণ্ডী যে কোন ব্যক্তি ঐ ধনীর নিকট দেখাইলেই টাকা দিতে হইবে ; তাহাতে টাকা দেনেওয়ালার কোন দায়িত্ব নাই। ইহাতে প্রায়ই জুয়াচুরি হইয়া থাকে ; কাজেই সকলে ধনীযোগে হুণ্ডী লেখাইতে চায় না।

সাযোগে হুণ্ডী ধনীর হাতে পৌঁছিলে, ধনী টাকা দিবার অগ্রে টাকালেনে-ওয়ালাকে বিশেষ জানিয়া, তবে টাকা প্রদান করিয়া থাকেন, বলিয়া ইহাতে প্রায়ই কোন গোলমাল হয় না।

হুণ্ডীতে কিরূপ কাজ চলে ?

যাঁহাদের বাজারে বেশ ক্রেডিট্ জমিয়াছে, তাঁহারা বিনাপুঁজিতে দশবিশ হাজারের কার্য্য চালাইয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। ইহা মাড়োয়ারীদিগের প্রায়ই বেশী চলিয়া থাকে, বাঙ্গালীদের চলে না। কারণ মাড়োয়ারী জাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও বিশ্বাস-যথেষ্ট আছে।

দোকানদারের দৈনিক কার্য্য।

১। প্রত্যেক দিন তহবিল মিল করা আবশ্যক। এখানে তহবিল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিব। যাঁহাদের বেশী কর্ম্মচারী আছে, তাঁহাদের একজনের হাতে তহবিল থাকা ভাল। পাঁচ হাতে তহবিল থাকিলে, প্রায়ই তহবিল গরমিল হইয়া থাকে; বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দোকানে ইহা প্রায়ই হইয়া থাকে। পাঁচজনের হাতে তহবিল থাকিলে, হিসাবে গরমিল ঘটিলে কাহাকে দায়ী করিবে? কর্ম্মচারীদের ভিতর এমন লোক আছে যে, সময় বুঝিয়া কিছু কিছু আত্মসাৎ করে। এক-হাতে তহবিল থাকিলে কিন্তু সেটি হইবার যো নাই? একথা বাঙ্গালী ধনীরা বুঝিয়াও যে কেন কার্য্য করেন না? বলিতে পারি না।

২। বিক্রি শেষ হইলে, প্রতিদিন কাঁচা হইতে পাকা ও খতিয়ান করা উচিত; নতুবা কার্য্য জমিয়া বেশী হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক দিনের কার্য্য সহজেই [illegible] যায়। খতিয়ান না থাকিলে, লোকের দেনা পাওনা বুঝা যায় না। ইংরাজ জাতির সঙ্গে-সঙ্গে খোতেন হয়; মাড়য়ারী ও হিন্দুস্থানীদের প্রত্যহ

কাঁচা পাকা খোতেন হয়; কেবল এই বাঙ্গালী জাতির হয় না? হয়'ত বা কাহারও ছয়মাস পাকাই হয় নাই? অধিকাংশ স্থলে লোক অভাবে হয় না; এরূপ কৃপণতা করিয়া কার্য্য করিতে নাই, তাহাতে ব্যবসার ক্ষতি হয়। যদি লোক রাখিবার সামর্থ না থাকে, তবে অন্ততঃ পক্ষে ঠিকালোকের বন্দোবস্ত করিলে, কম টাকায় কার্য্য হয়। বাঙ্গালি গোমস্তারা অধিকাংশই লেখা পড়া কম জানেন; কাজেই সেই মান্ধাতা আমল হইতে যেরূপ খাতাপত্র লিখিতে শিখিয়াছেন, সেই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকেন। নূতন অথবা সহজে কার্য্য হয় এরূপ খাতাপত্র হিসাব রাখিবার জন্য চেষ্টাও করেন না? অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসাকার্য্য করিয়া খাতাপত্র অনেকটা ইংরাজি প্রণালীতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জাবেদা খাতা একরকম হইলে, বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু খোতেনটী ঠিকভাবে এমন রাখা দরকার যে, খাতা খুলিলেই দেনা পাওনা বুঝা যায়। আমরা ব্যবসাকার্য্যে অনেকদিন লিপ্ত থাকিয়া, যাহা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এখানে জানাইলাম। নিম্নলিখিতভাবে খোতেনটী রাখিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

আদর্শ

হিসাব শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত—মোঃ বর্দ্ধমান।

জের গত সনের	তারিখ	খরচ	মোট টাকা	জমা	বাকী
১০০৲	১২ বৈশাখ	২৪০৲	৩৪০৲	২০০৲	১৪০৲
১৪০৲	১৮ জ্যৈষ্ঠ	৪০০৲	৫৪০৲	নাই	৫৪০৲
৫৪০৲	১৪ আষাঢ়	নাই	৫৪০৲	৫০০৲	৪০৲
১০০৲		৬৪০৲	৭৪০৲	৭০০৲	৪০৲

খোতেনখানি এইরূপ ভাঁজে কাগজ করিলে বা রুল টানিয়া লইলে কার্য্য চলিতে পারে। ইহাপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই।

৩। তাগাদাপত্রের অর্থাৎ কোন্ খরিদদারের নিকট কত টাকা বাকী, তাহার একখানি খসড়ার মত প্রত্যেক দিন খোতেনের পর তোলা উচিত, নহিলে তাগাদার কি করিয়া বাকী বুঝিবে? আমাদের উপরোক্ত মত খোতেন করিলে "তাগাদার বহি" সহজেই তোলা যাইবে।

৪। প্রত্যহ চিঠিপত্রাদি দেখিয়া, তাহার উত্তর দেওয়া উচিত। যাহার যাহা আবশ্যক, বা যে কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছে, তাহার যথোচিত উত্তর বিনীতভাবে দেওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে পত্রের উত্তর সকলকেই দিলেই, কার্য্যের খুব সুনাম থাকে।

৫। প্রত্যহ বাজারের দর রাখা বিশেষ আবশ্যক, অর্থাৎ কোন্ জিনিস কি দরে বিক্রয় হইল, এ সংবাদ রাখা মহাজনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৬। মফঃস্বলের খরিদদারদিগকে প্রত্যহ লোক বুঝিয়া তাগাদাপত্র ও বাজার দর দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে, তাঁহারা সহজে টাকা পাঠাইবেন না বা আপনাকে অর্ডারও দিবেন না। বাজারের তেজি মন্দা হইলেই সকলকে সংবাদ দেওয়া উচিত, বিবেচনা-মত টেলিগ্রাম করাও দরকার।

৭। প্রত্যেক দিন গুদামটী দেখা কর্ত্তব্য, কারণ গুদামে হয়'ত ইন্দুরে মাল নষ্ট করিতেছে, অথবা রাত্রের জলে মাল ভিজিয়া গিয়াছে;—সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িলে তাহার প্রতিকার হয়, নচেৎ লোকসান হইবে। প্রত্যহ গুদামে যাইলে মজুত মালেরও একটা আঁচ বুঝিতে পারা যায়।

৮। যে সকল জিনিসের আপনার কারবার, তাহার একখানি ফর্দ্দ থাকা বিশেষ আবশ্যক; এবং ঐ ফর্দ্দখানি জাব্দার পিছনে লিখিয়া রাখিলে প্রত্যহ নজর পড়িবে। যাহাদের অনেক রকম মাল আছে, তাহাদের একখানি আলাহিদা খাতা করা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক দিন ঐ খাতাটী খুলিয়া দেখা উচিত যে,—কোন্ জিনিস আপনার অভাব পড়িয়াছে। মাল বেশী দিনের পুরাতন হইলে বা খারাপ হইবার উপক্রম হইলে, তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন, নচেৎ পরে অনেক ক্ষতি হইবে।

৯। চালান ও চিঠি পত্রের ফাইল এরূপভাবে রাখিতে হইবে যে, সহজেই আবশ্যক পত্র বা চালান বাহির করা যায়; এবং প্রত্যহ পত্র ও চালান দেখিয়া, খাতায় জমাখরচ করিয়া সেগুলি ফাইলে রাখিবেন। পরে আপনার সুবিধামত

সপ্তাহে বা মাসান্তে একটী পুলিন্দা করিয়া এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সহজেই খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

দোকানের মালিকের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে দোকানে যাওয়া কর্ত্তব্য।

২। প্রত্যহ নগদান, জাবেদা, পাকা, খতিয়ান, তাগাদা-বহি চিঠি পত্রাদি দেখা ও লেখা এবং কোন্ পত্রের কি জবাব দিতে হইবে তাহার সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। প্রত্যহ বাজারের দর দেখিয়া, খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে গমস্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা উচিত।

৪। খরিদদারের নিকট টাকা আদায়ের তাগাদা এবং মহাজনদিগকে ডিউমত টাকা দেওয়া হইতেছে কিনা, তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

৫। কর্ম্মচারীদিগের অভাব অভিযোগ ও তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা, খরিদদারদিগের অভাব অভিযোগ, দোকানে চুরি হইতেছে কি না, গুদামে মাল পড়িয়া নষ্ট হইতেছে কি না প্রভৃতি বিশেষভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

মোকামী গমস্তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মোকামী গমস্তাদের প্রত্যহ ধনীকে একখানি পত্র লেখা কর্ত্তব্য। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়ের সংবাদ থাকা আবশ্যক ;—

গত রোজের তহবিল-মজুত কত, আর কত টাকা আবশ্যক ; কোন্ মাল কত পরিমাণে ও কি দরে খরিদ [illegible], মাল জন্মিয়াছে কিরূপ, কোন্ কোন্ ধনী কি মাল বেশী পরিমাণে খরিদ করিতেছেন, তাঁহারা ঐ মাল কোথায় চালান দিতেছেন, বা বাঁদি করিয়া রাখিতেছেন কি না, তথায় কোন্ জিনিসের কাটতি

বেশী ; কোথা হইতে আমদানি করিলে দু'পয়সা লাভ হইতে পারে, প্রত্যেক জিনিসের বাজার দর দেওয়া, কোন্ মাল তেজি মন্দা হইবার সম্ভাবনা, কোন্ মাল কিনিয়া চালান দিলে বা বাঁদি রাখিলে ধনীর লাভ হইবার সম্ভাবনা, হঠাৎ জলবৃষ্টিতে কোন মালের ক্ষতি হইবে কি না এবং গত রোজের কোন্ কোন্ মাল কত পরিমাণে আন্দাজ মজুত আছে। শেষ নিজের মতামত লেখা আবশ্যক।

ওজন।

ব্যবসায়ে খরিদ বিক্রয়ে ওজনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। চালান দেখিয়া পড়তা করিলে ঠিক পড়তা হয় না, সেই জন্য মাল গোলাজাত (গুদামে উঠিলে) হইলে অগ্রে মাল ওজন করিয়া দেখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মাল ওজন হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় থাকে এবং যেখান হইতে মাল খরিদ হইতেছে, তাহাদের চাতুরি বা শঠতা ধরা পড়ে ও প্রতিকার হয়। আমরা জানি মোকামী গমস্তারা মাল চালান দিবার সময় কিছু ওজন হাতে রাখিয়া অর্থাৎ /২+/৫ বা চালান বুঝিয়া ২।১ মোন কম চালান দেয়। এমন অনেক মোকাম আছে যেখানে ১/ মোন মাল খরিদ করিলে মন প্রতি /।০+/॥০+/১ সের পর্য্যন্ত চলতা (excess weight.) পাওয়া যায়। আবার ওজন যদি কাঁটায় না হইয়া হাতডাড়িতে হয় তাহা হইলেও মন করা /।০+/॥০ বর্দ্ধন (বেশী) পাওয়া যায়—ইহাকে চলতা বা ধরতা বলে। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে হাতডাড়িতে প্রতিবারে একটী পিছু (excess goods.) দিয়া ওজন করা হয়। গমস্তারা এই চলতা সম্বন্ধে ধনীকে সহজে জানিতে দেয় না, তাহারা সেই বেশী ওজনের মালটুকু চুরি করে।

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় বিভিন্ন নীক্তার ওজন আছে। আবার এক জেলাতে বিভিন্ন হাটে বা বাজারে দুই তিন রকমের ওজন আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত আছেন। ব্যবসায়ীদের জ্ঞাতার্থে আমরা আমাদের লিখিত "মোকামী সংবাদ" নামক পুস্তকে কোথায় কত

সীক্কার ওজন তাহা দিয়াছি। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বাজার ওজন (standard weight) ৮০ সীক্কা। গবর্ণমেণ্টের সরকারী ও বেসরকারী জিনিসের খরিদ্দ বিক্রয় ৮০ ওজনে আদান প্রদান হইয়া থাকে। ভারতে যাহাতে standard weight চলে—তাহার জন্য সরকার বাহাদুর বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সীক্কার ওজন

কাহাকে বলে তাহা একটু খুলিয়া লিখিতেছি। সীক্কা অর্থে টাকা-যত সীক্কা তত টাকা অর্থাৎ ৮০ সীক্কা বা ৮০৲ টাকার ওজনে /১ সের হয়। এইরূপ ৬০৲ সীক্কা, ৮২॥৶, ৮৪৲, ৮৮৲ সীক্কা ইত্যাদি যত হইবে—তত টাকায় /১ সের হইবে। এখন ৮০ সীক্কা হইলেই standard সের হয়। ৮০ সীক্কার উপর যত সীক্কা হইবে, সীক্কা প্রতি /॥ সের বাড়িবে, অর্থাৎ ৮২ সীক্কা হইলে ১/১ সের হইবে। এইরূপ ভাবে যে মোকামের যেরূপ ওজন হয়, সেই ধরিয়া পড়ুতা করিতে হয়। তাহার পর

ইংরাজী ওজন হইতে

কুটীর ওজন ও বাজার মনের ওজন আছে। বিলাতী জিনিসের ওজন সব ইংরাজী ওজন। কি করিয়া ইহা কসিতে হয়, তাহার তালিকা আমাদের "মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী" নামক পুস্তকে দিয়াছি। এখানে একটু আভাস দিলাম। ইংরাজি ওজন ১ হন্দর=বাজার ওজন ১।৪॥০ ছটাক=কুটীর ওজন ১॥০ মোন। ১ পাউণ্ড=।৶১০ ছটাক=/॥০ ছটাক কুটীর। ১ এক টন=২৭।০৸৶=৩০/ মোন কুটীর। তাহার পর আর এক প্রকার ওজন আছে যাহাকে এভারেজ ওজন বলে।—এভারেজ, ওজন সম্বন্ধে খুলিয়া লিখিতেছি।

এভারেজ ওজন।

ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকার ওজনে বস্তাবন্দি হইয়া মাল আসে, কিন্তু যে সকল মাল বিদেশে চালান যায়—তাহাদের সব নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে। বস্তার ওজন দুই প্রকার :—১। হুমকা ২। মীরবাঁধা।

যে মালের বস্তার ওজন ঠিক থাকে না, তাহাকে হুমকা ওজন বলে।—যে মালের বস্তা ঠিক এক হারে ওজন থাকে তাহাকে মীরবাঁধা বলে। হুমকা বস্তা খরিদ করিবার সময় প্রত্যেক বস্তা ওজন করিয়া লইতে হয়—নহিলে মহাজনের কথায় বিশ্বাস করিলে ঠকিতে হয়, তবে কতক সওদা এমন আছে, যাহা সব বস্তা ওজন করিয়া দেয় না। যেমন খিদিরপুর ডকে চিনি ওজন করা। তথায় যে লাটের মাল সওদা করা হইয়াছে সেই লাটের ৩ খানি বোরা ওজন করিয়া এভারেজ করিয়া লইতে হয়। এই এভারেজ ওজনের মাল লইলে খরিদ্দারকে প্রায়ই ঠকিতে হয়, কারণ লাটের মাল ঠিক থাকে না। মহাজনেরা মালে যেমন লাভ করিয়া থাকে এই এভারেজ ওজনেও তাহারা কিছু ওজন বাড়তির লাভ পায়। মহাজনেরা প্রতি চালানে রকম রকম মির ওজনে মাল ভর্ত্তি করায় এবং এখানে এক লাটের উপর নূতন লাট চাপা দেয় কাজেই গোলমাল হইয়া যায়। ওজনের সময় প্রায়ই গুদাম সরকারের সঙ্গে ঝগড়া হয়—শেষে দালালকে লইয়া ঐ এভারেজ ওজনে মিটমাট হয়। আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাহা প্রতিকারের উপায় বুঝিয়াছি—তাহাই জানাইতেছি।

১। যে লাটের মাল ওজন লইতে হইবে সেই লাটের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখ যে উহাতে কিরূপ রঙ্গিন সুতায় ও কিরূপভাবে সেলাইকরা আছে, একগাছি দড়িদিয়া বস্তার মাঁপটী দেখিয়া লও। তাহার পর ইংরাজিতে কত রকম মার্কা আছে দেখ? মহাজনেরা A. B. E. D. 1. 2, 5 প্রভৃতি নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক মার্কা দিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া কম ওজনের বস্তার একটা আঁচ নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে। খুব শক্ত ও বুদ্ধিমান চালাক গমস্তা না হইলে এ সব বুঝিতে পারে না। অথবা ওজন করিবার সময় তথাকার সকলে মিলিয়া বলুন যে আমরা সব

মাল ওজন লইব। মহাজনের লোক অনেক রকম বলিয়া-যেন বোকা বোঝায় না খুব সাবধানের সহিত কার্য্য করিবেন।

মহাজনী সুদকসা।

ব্যবসা করিতে হইলে সুদকসা জানা দরকার। আজকাল বালকেরা ইংরাজি হিসাবে সুদকসা শিখিয়া থাকে; তাহাতে মহাজনী কাজের সুবিধা হয় না—সেই জন্য আমাদের ব্যবসা-কার্য্যে যেরূপ সুদকসা প্রণালী আছে, তাহা এইখানে লিখিলাম। এই সুদকসা প্রণালীকে কাটতি বা গঙ্গাযমুনা সুদকসা বলে।

আদর্শ দেখুন?

হিঃ শ্রীহরিদাস দত্ত,

মোঃ—কলিকাতা।

জমা		খরচ	
১০ই জ্যৈষ্ঠ	৩০০০৲	৩রা জ্যৈষ্ঠ	৫০০০৲
৮ই আষাঢ়	২০০০৲	২৮শে বোজ	৩০০০৲
১৮ই রোজ	৪০০০৲	১৪ই আষাঢ়	৬০০০৲
১৪ই শ্রাবণ	২০০০৲	২৫শে বোজ	৪০০০৲
	১১০০০		১৮০০০

ফলাটের নিয়ম।

জমা		খরচ	
৩রা জ্যৈষ্ঠ খরচ	৫০০০৲	৭ রোজের ফলাট	১১৬৮৸৴০
১০ই রোজ জমা	৩০০০৲		
বাকী	২০০০৲	১০ রোজের ফলাট	৬৬৬৸০
২০শে রোজ খরচ	৩০০০৲		
বাকী	৫০০০৲	১৮ রোজের ফলাট	৩০০০৲
৮ই আষাঢ়—জমা	২০০০৲		
বাকী	৩০০০৲	৬ রোজের ফলাট	৬০০৲
১৪ই আষাঢ় খরচ	৬০০০৲		
বাকী	৯০০০৲	৪ রোজের ফলাট	১২০০৲
১৭ই রোজ জমা	৪০০০৲		
বাকী	৫০০০৲	৭ রোজের ফলাট	১১৬৬৸৴০
২৫শে আষাঢ় খরচ	৪০০০৲		
বাকী	৯০০০৲	১৭ রোজের ফলাট	৫১০০৲
১২ই শ্রাবণ জমা	২০০০৲		
বাকী	৭০০০৲	৬৯ দিনের মোট ফলাট	১২৮৯১৮৴০

এইরূপভাবে জমা খরচ ফাঁস কাগজে সাজাইতে হয়। বামদিকের সাজান বেশ সহজ, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মধ্যে যে রোজের সংখ্যা আছে, তাহা খুলিয়া লিখিতেছি। সাধারণতঃ ৩০ দিনে মাস ধরা হয় (কেহ কেহ দিন গুনতিতে ধরিয়া থাকেন) আমরা সেই হিসাবে কসিয়াছি।

এখন দেখুন ? ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৫০০০৲ হাজার টাকা লইয়াছে এবং ১০ই তারিখে ৩০০০৲ হাজার টাকা জমা দিতেছে,—তাহা হইলে ৩রা নাগাইদ ৯ই রোজ তক ৭ দিন হইল। এখন দেখুন, ৫০০০ হাজার টাকার ৭ দিনে কত সুদের ফলাট হয়। আমাদের মহাজনী লাইনে একটী নিয়ম আছে যে, যত টাকার সুদ কসিতে হইবে—তাহার ডানদিকের একটী অঙ্ক ছাড়িয়া দিলে যত থাকিবে—ঐ টাকাই তিনদিনের সুদ হইবে জানিবেন।

উদাহরণ। মনে করুন, ৩০০৲ টাকার সুদ কসিতে হইবে। আমাদের উপরোক্ত নিয়মানুসারে ডানদিকে একটী অঙ্ক অর্থাৎ ০ শূন্য ছাড়িয়া দিলে ৩০৲ টাকা থাকে, ঐ ৩০৲ টাকাই তিন দিনের সুদ হইল। তবে এটী মোটামুটী নিয়ম। সুদে কাজ তত সূক্ষ্ম করিয়া কেহ ধরে না, সাধারণতঃ এই নিয়মে কসিয়া থাকে। তবে যদি ৩০৪৸৶০ থাকে—তবে ডাইনের একটী অঙ্ক—অর্থাৎ ৪৸৶০ বাদ দিতে হইবে। এইখানেই বুঝুন যে, ঠিক সূক্ষ্ম হইল না অর্থাৎ ৪৸৶০ আনার সুদ কসা হইল না। যদি সূক্ষ্ম করিতে চান, তবে শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে কসুন। ১৲ টাকা মাসে হইলে প্রতিদিনে ৴১০॥= হয়। ৪৸৶০ স্থলে ৫৲ টাকা ধরুন, ৫৲ টাকাতে ৶১৩।—হয়। এখন দেখুন, ৪৸৶০ আনাতে এক দিনের সুদ ৶১৩।— লোকসান হয়।

এখন উপরোক্ত নিয়মে কসিয়া দেখিলাম, ৫০০০৲ হাজার টাকার ৭ দিনের ফলাট সুদ—১১৬৬॥৶০। এইরূপে সমস্তগুলি কসিয়া লইতে সহজে পারিবেন। শেষে যোগ দিয়া দেখা গেল, ২১৯ দিনের ফলাট ১২৮৯৯৸৶০। এখন সুদ যে হারে চুক্তি থাকিবে, সেই হারে কসুন। আচ্ছা ১৲ দরে সুদ ধরিয়া দেখা গেল,—১২৯৲ হয়। এইরূপ নিয়মে করিলে কার্য্য বেশ চালান যায়; তবে সর্ব্বদা যাহাদের সুদকসা ও মাসমাহিনা কসিতে হয়, তাহাদের একটী কসা "টেবিল" রাখাই সুবিধা।

মাস মাহিনা রোজ

১৲	টাকা	মাসে	রোজ	৴১০॥=
৫৲	”	”	”	৵১৩।—
১০৲	”	”	”	।৴৬॥=
১৫৲	”	”	”	॥০
২০৲	”	”	”	॥৵১৩।—
২৫৲	”	”	”	॥৴৬॥=
৩০৲	”	”	”	১৲
৩৫৲	”	”	”	১৵১৩।—
৪০৲	”	”	”	১।৴৬॥=
৪৫৲	”	”	”	১॥০
৫০৲	”	”	”	১॥৵১৩।—
৬০৲	”	”	”	২৲
১০০৲	”	”	”	৩।৴৬॥=
২০০৲	”	”	”	৬॥৵২৩।—
৩০০৲	”	”	”	১০৲
৪০০৲	”	”	”	১৩।৴৬॥=
৫০০৲	”	”	”	১৬॥৵১৩।—
১০০০৲	”	”	”	৩৩।৴৬॥=
১৫০০৲	”	”	”	৫০৲
২০০০৲	”	”	”	৬৬॥৵১৩।—
৩০০০৲	”	”	”	১০০৲

দ্বিতীয় বিভাগ।

ব্যবসার প্রকারভেদ।

জগতে নানাপ্রকার ব্যবসা আছে। যাঁহার যেরূপ রুচি ও যাঁহার যেরূপ পুঁজি, তিনি সেইমত ব্যবসা করিয়া থাকেন। সেই সকল বিষয় খুজিয়া লিখিতে হইলে. এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কুলায় না বলিয়া কতকগুলি ব্যবসায়ের বিষয় এখানে সংক্ষেপে লিখিলাম। যাহার যেরূপ মূলধন, তিনি সেইরূপভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে পারেন।

১। মুদিখানা দোকান।

গরিব লোকের কমপুঁজিতে মুদীখানা দোকান করা ভিন্ন উপায় নাই। অন্ততঃপক্ষে ২০৲ টাকার পুঁজিতে কার্য্য আরম্ভ করা চলে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি হইয়া শেষে তাহাই গোলদারী দোকানে পরিণত হয়। মুদীখানা দোকান করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, তাহা না হইলে দোকানে লোকসান হইবার সম্ভাবনা।

দোকানের জিনিসগুলি বেশ ভাল দেখিয়া খরিদ করা কর্ত্তব্য এবং সেই সকল জিনিষ আনিয়া একবার ভাল করিয়া ঝাড়িয়া রাখা উচিত, দুর্গন্ধ বা ময়লা জিনিষ কদাচ রাখিবে না। রোজ তারিখে যেরূপ বিক্রি, সেই মত মাল রাখা উচিত। গৃহস্থলোকের নিত্য-আবশ্যকীয় জিনিস কিছু কিছু রাখা দরকার। যেমন যেমন বিক্রয় হইবে, সেইমত প্রত্যহ মহাজনকে টাকা দেওয়া চাই; তাহা হইলে মহাজন সন্তুষ্ট থাকিবে। দোকানের খরচপত্র খুব সংক্ষেপ

হওয়া চাই; দোকানের আয় অপেক্ষা খরচ বেশী হইলে লোকসান পড়িবে। ধার না দিলে কার্য্য চলে না, তবে ধারের একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থাকা আবশ্যক; অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে ১৲ কিম্বা ২৲ টাকার বেশী ধার দেওয়া উচিত নহে? তাহাতে যদি টাকা অনাদায় হয়, তাহা হইলে লোকসান সহ্য করিতে পারিবে। আজকাল অনেক দোকানদার সামান্য পুঁজিতে কাজ করিয়া, শেষে ফেল হইয়া যায়; তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—দেনা বেশী পড়িয়া গেলে আদায় হয় না।

২। গোলদারী দোকান।

মুদিখানা দোকানের উন্নতি হইলেই শেষে গোলদারী দোকানে পরিণত হয়। অথবা যাহার মোটা পুঁজি আছে, তিনি একেবারে গোলদারী দোকান করিয়া থাকেন। ন্যূনকল্পে ২০০০৲ টাকা লইয়া গোলদারী দোকান করা চলে। গোলদারী দোকানে ⁄১৷, ⁄২৷, ⁄৫ সের বোরাবন্দি বিক্রির ভাগই বেশী। পল্লিগ্রামের মুদী দোকানদারের গোলদারী দোকান হইতে মাল লইয়া থাকে; কাজেই পাঁচজন পাইকার মুদী দোকানদার হাতে রাখিতে হয়। তবে ঐ সকল দোকানদারের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবহার বিশেষরূপে জানা আবশ্যক এবং বেশ হিসাবমত ধার দেওয়া উচিত; নহিলে ভয়ানক ঠকিতে হয়। অনেক দোকানদার আছে, যাহারা একস্থানে কিছু টাকার মাল লইয়া পুনরায় অন্যস্থানে লইতে থাকে; অধিকাংশস্থলে সেই সকল দোকানদার টাকা মারিয়া দেয়। গোলদারী দোকানে পুঁজি, বেশী থাকিলে অন্য মোকাম হইতে মাল আনাইলে কম পড়তা হয়; তা ছাড়া দোকানের বিক্রী জিনিস নওয়ালির সময় বেশী পরিমাণে কিনিয়া রাখিতে পারিলে, সময়ে লাভ হয়।

৩। বাঁদি কারবার।

ইহা প্রায়ই ধনী লোকে করিয়া থাকেন। ইহাতে বেশী টাকা মূলধনের দরকার। সহরের একটি স্থানে সদর গদী করিয়া, পাঁচটি মোকাম খুলিতে হয়। সেই সকল মোকামে নওয়ালির সময় মাল খরিদ করিয়া তথায় বাঁদি অর্থাৎ ধরিয়া রাখিতে হয়, এবং বাজার তেজী হইলে, সদর মোকামে বা যেখানে লাভ বেশী হয়, সেই সকল স্থানে ঐ মাল বিক্রি করিতে হয়। বাঁদীমালের কারবার করিতে হইলে, ধনীকে প্রত্যহ বাজারের দর ভাও রাখিতে হয় এবং কোন্ জিনিস সেই সনে কিরূপ জন্মিয়াছে, জিনিস কিরূপ হইয়াছে, দাগী হইয়াছে কি না, ভিন্ন ভিন্ন মোকামের শস্যের বা জিনিসের অবস্থা প্রভৃতির সংবাদ লইয়া, সেই সময়ে বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে যে, কোন্ মাল বাঁদি রাখা কর্ত্তব্য। মোকামি কাজ কি করিয়া করিতে হয় এবং মোকামের গমস্তাদের কি কর্ত্তব্য, এই পুস্তকের প্রথমে তাহা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

৪। আড়তদারী কারবার।

আড়তদারী কারবার কম মূলধনে চলে না। অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজার টাকার মূলধন থাকা আবশ্যক। যে বাজারে বেশ মালের আমদানি ও রপ্তানি আছে, সেই বাজারে আড়তদারী কার্য্য বেশ চলে। আড়তদারী দুই প্রকার—

১। ব্যাপারীআন আমদানি মাল।

২। ব্যাপারীআন রপ্তানি মাল।

১। ব্যাপারীআন আমদানি কাজ কাহাকে বলে?

মহাজনের গোলাতে পল্লীগ্রাম হইতে বা অন্য মোকাম হইতে যে সকল মাল আমদানি হয়, ঐ সকল মাল মহাজনকে খরিদ্দার জোগার করিয়া

বিক্রয় করিয়া দিতে হয়; তাহার জন্য মহাজন আড়তদারী পাইয়া থাকেন। স্থানবিশেষে ৴১০ মণ, ৴০ মণ, ৵০ মণ, ।০ মণ, ॥০ মণ আছে এবং ॥০, ৸০, ১৲, ১।০, ১॥০—টাকার শতকরা আড়তদারীও আছে। ঐ সকল ব্যাপারীর মাল বিক্রয় হইলেই আড়তদারকে টাকা দিতে হইবে। বিক্রয়লব্ধ টাকার জন্য আড়তদার সম্পূর্ণ দায়ী। অনেকস্থলে ব্যাপারী মাল আনিলেই গোলাদারকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে হয়; এবং অনেকস্থলে ব্যাপারীকে দাদনও দিতে হয়,—তাহার জন্য আড়তদার সুদ লইয়া থাকেন। দাদনের কার্য্য করিতে হইলে অনেক স্থানে টাকা অনাদায় হইয়া উঠে, এইটী মহাজনকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দাদন করিতে হয়।

২। ব্যাপারীআন রপ্তানি কাজ কাহাকে বলে?

ইহা অর্ডার সাপ্লাইএর মত কার্য্য। মহাজনকে এই সকল ব্যাপারী অগ্রে ঠিক করিয়া রাখিতে হয়, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে বাজারের দর দিতে হয়। ব্যাপারী আপনার পড়্তা বুঝিয়া মহাজনকে মালের অর্ডার দিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা বা হুণ্ডী পাঠাইয়া থাকে (যাহাদের সঙ্গে কারবার চলিয়া আসিতেছে বা যাহাদের উপর আড়তদারের টাকার বিশ্বাস আছে, সেই সকল ব্যাপারীকে বিনা টাকায় মাল পাঠাইয়া থাকে।)

আড়তদার তাহাদের মাল খরিদ করিয়া রেলে, ষ্টীমারে বা নৌকাযোগে সেই মাল চালান দিয়া রসিদ ও চালান পাঠাইয়া থাকেন। এখন আড়তদার ঐ মাল, নিজের গোলা হইতে, আমদানি ব্যাপারীদিগের নিকট খরিদ করিতে পারেন বা বাজার হইতে খরিদ করিতে পারেন। যে মাল চালান দেওয়া হইল, তাহার জন্য আড়তদার আড়ত লইয়া থাকেন এবং ঐ মালের প্যাকিং খরচ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারীকে দিতে হয়।

আড়তদারী কার্য্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

১। উভয় প্রকার ব্যাপারীদিগকে সর্ব্বদা বাজারের তেজিমন্দা সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন্ মাল আমদানি করিলে শীঘ্র বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। অর্ডারি মাল যাহাতে ভাল হয়, এবং সুন্দররূপে প্যাক হয় এবং যাহাতে পত্রপাঠ সেই দিনে মাল চালান যায়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহা

হইলে খরিদ্দার সন্তুষ্ট থাকিবে। খরিদ্দারকে এরূপ যত্ন ও ব্যবহার দেখাইবে, যাহাতে তাহারা আড়ৎদারের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

৩। কোন বিষয় খরিদ্দার জানিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দেওয়া উচিত। প্রত্যহ সমস্ত পত্রের উত্তর দেওয়া ব্যবসাদারেব একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেহ কোন অনুযোগ বা মালের কোন অভিযোগ করিলে সাধ্যমত তাহাকে বুঝাইয়া উত্তর দেওয়া উচিত; একান্ত পক্ষে যদি তাহারা সন্তোষ না হয়, তবে খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করাও কর্ত্তব্য।

৪। গোলাতে ব্যাপারী আসিলে তাহাকে বিশেষ সমাদব কবিয়া রাখিতে হয়। ব্যাপারীর মাল যাহাতে কোন প্রকারে তছরুপাত না হয়, সে বিষয়ে বিশেস দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৫। একটী ক্যান্‌ভাসার বাখা আবশ্যক, এবং মধ্যে মধ্যে ব্যাপাবী ও খরিদ্দারের নিকট গিয়া তাহাদের দোকানের উপব লক্ষ্য রাখা উচিত এবং যাহাতে তাহাদের মাল ভালরূপ আমদানি ও রপ্তানি হয়, সে বিষয়ে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। একজন তাগাদাদার সর্ব্বদা বাহিবে থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে খরিদ্দারের নিকট শীঘ্র টাকা আদায় হয় না বা ভালরূপ অর্ডার পাওয়া যায় না। একটী লোক রাখিলে উভয় কার্য্য চলিতে পাবে।

৫। পাইকারি ও চালানি কাজ।

এই কাজে দোকান-পাটের দরকার করে না। তবে কার্য্যে বেশ চৌকস হওয়া দরকার, নহিলে লোকসান দিতে হয়। এক হাট হইতে অন্য হাটে মাল চালান দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিতে হয় বা তথাকার পরিচিত দোকানদারদিগকে বিলি করিয়া দিতে হয়। মনে করুন, আপনি সেওড়াফুলি বাজারে দেখিলেন যে, এই সময় লঙ্কা বিক্রী বেশ হইতে পারে। আপনি সন্ধান করিয়া পশ্চিমে খাগাড়িয়াতে চলিয়া গেলেন বা তথাকার আড়তদারের দ্বারা ৫০/ মণ লঙ্কা

আনাইলেন। এখন মাল ষ্টেশনে পৌঁছিলেই আপনি নমুনা লইয়া বাজারে দোকানদারদের বাজারদরে বিক্রয় করিলেন, অথবা কাহারও আড়তে তুলিয়া দিয়া বিক্রয় করিলেন। ওজন হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার কত লাভ হইল। অনেক ব্যক্তি এইরূপ ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তবে এ মাল আড়তে তুলিয়া বেচাই সুবিধা; কারণ আপনার টাকার কোন দায়িত্ব থাকে না। মাল ওজন হইলেই আপনি আপনার টাকা বুঝিয়া পাইবেন।

৬। রোকড়ের কাজ বা সুদি কারবার।

এ কাজ মন্দ নহে। যাহাদের টাকা আছে অথচ কোন মাল পত্রের ব্যবসা করিতে যাঁহারা সাহস করেন না, তাঁহারাই প্রায় সুদি কারবার করেন। সুদি কারবার বাটীতে বসিয়া চলে। খুচরা ২৲, ৫৲, ১০৲ ধার দিলে টাকায় ৫, ১০ পয়সা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। পিতল কাঁসার দ্রব্য বা কাপড় বন্ধক রাখিয়াও ঐরূপ সুদ পোষায়। আবার সোণার জিনিস বা জায়গাজমী বন্ধক রাখিয়া শতকরা ৷৵০, ৸০, ১৲, ১।০, ১৷০ আনা পর্য্যন্ত সুদ পোষায়। সোণার জিনিস বা রূপার জিনিস বন্ধক রাখিতে হইলে, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়; কারণ আজকাল কেমিকেল স্বর্ণের এমন সব সুন্দর জিনিস উঠিয়াছে যে, স্যাকরারাও সহজে আসল কি নকল চিনিতে পারে না। জমী বন্ধক রাখিতে হইলে, পাট্টাখানি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়; নহিলে সময়ে সময়ে অনেক ফ্যাসাদে পড়িতে হয়। বাস্তুভিটা কখনও বন্ধক রাখা উচিত নহে, কারণ ভবিষ্যতে টাকা না আদায় হইলে, সহজে কিছু করিতে পারা যায় না।

জিনিস বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে হইলে, জিনিসের আসল দাম অপেক্ষা কিছু মার্জ্জিন বা কসুর রাখিতে হয়; নহিলে শূলে পড়িয়া গেলে মহাজনের ক্ষতি হয়।

পিতল কাঁসার জিনিসে যত টাকা দাম হইবে, তাহার দরুণ—

ফি টাকায় ।৴০ আনা দিতে পারা যায়।

রূপার জিনিসে ...	॥০ ...	...	...	
সোণার জিনিসে ...	॥৴০ ...	...	...	
কাপড় প্রভৃতিতে ...	।০ ...	...	...	
জমী জায়গা „ ...	॥৴০ ...	...	...	

বন্ধকের মিয়াদ অনুসারে এবং লোক বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত হার অপেক্ষা কম বেশীও দেওয়া চলে। সুদ যাহাতে মাসে মাসে আদায় হয়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে তাগাদা করা উচিত; নহিলে, সুদ বেশী দিন জমিয়া গেলে, আসল টাকাও আটকাইয়া যায়। জিনিস শূলে পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া টাকা করা উচিত, অনেকে তাহা করেন না; এটা ব্যবসায়ের পক্ষে একটী বিশেষ দোষ।

চোটার কাজ।

চোটার কাজ বেশ লাভজনক বটে, কিন্তু তাহাতে টাকার রিস্ক্ বা দায়িত্ব বেশী—শুধু হাতে কর্জ্জ দিতে হয়। এই কাজে সামান্য মূলধন লইয়া অনেকে ধনী হইয়াছেন। যেখানে কল-কারখানা আছে এবং যেখানে কুলিমজুর খাটে, সেই স্থানে চোটার কাজ বেশ চলে। ৩ দিন ৪ দিনের কড়ারে টাকায় ৴০, ।০, ॥০ আনা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। "লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু"!—বেশী সুদের লোভে লোকে টাকা ধার দেয়; সময়ে সময়ে আসল টাকাও মারা যায়। বেশ চালাক চতুর লোক না হইলে এ কাজ করিতে পারে না; নিরীহ লোকের এ কাজ পোষাইবে না।

৭। আউতি সওদার কাজ।

আউতি সওদার কাজ মাড়োয়ারীরা বেশী করিয়া থাকে; বাঙ্গালীরা এ কার্য্যে সহসা সাহস করে না। বাজারে যাহাদেব ক্রেডিট আছে, তাহারাই ঐ কার্য্য করিতে পারে। আউতি সওদাতে যেমন মোটা লাভ হয়, সময়ে সময়ে তেমনি মোটা লোকসানও দিতে হয়॥ ইহাতে পুঁজিপাটার বড় দরকার হয় না। এখন আউতি সওদা কি—তাহা বুঝাইয়া লিখিতেছি।

মনে করুন, এই জানুয়ারী মাসে কোন মহাজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল যে, আগামী ১৫ই এপ্রেলের পর ও ৩০শে এপ্রেলের মধ্যে ১০০ টন তিসি ৮৷৵০ আনা দরে আমি ডিলিভারী দিব। এই সর্ত্তে একখানি সর্ত্তনামা লিখিয়া উভয়ে আউতি সওদার খরিদ বিক্রী হইল। এখন ১৫ই এপ্রেল তারিখে দেখা গেল যে, তিসির বাজার ৯৲ টাকা হইয়াছে। তখন আমাকে বাজার হইতে তিসি কিনিয়া দিতে হইলে মণকরা ।৵০ আনা লোকসান হয়; কাজেই মহাজনকে মণকরা ঐ ।৵০ আনা লোকসানেব টাকা দিয়া বফা করিলাম। এইরূপ বাজারের তেজিমন্দা অনুসারে লাভ লোকসান হইয়া থাকে। অনেক মাড়োয়ারীকে এই আউতি সওদাতে লালবাতি জ্বালিতে হয়। কলিকাতার আপিস অঞ্চলে ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রত্যহ এইরূপ সওদা হইয়া থাকে। ইহাকে "ফট্‌কা" বলে।

৮। দালালি কার্য্য।

কথায় বলে "ঢাল নেই তরয়াল নেই—নিধিরাম সর্দ্দার"!—দালালি কাজ ঠিক তাই;—পুঁজিপাটার কিছু দরকার নাই, কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া কার্য্য করিতে হয়। দালালিতে উন্নতি করিতে পারিলে বেশ মোটা পয়সা রোজগার হয়। দালালি করিতে হইলে, প্রথমে কোন পুরাতন দালালের সঙ্গে কিছুদিন ফিরিয়া, বাজারের অবস্থা, লোকজনের সহিত আলাপ পরিচয় করা,

জিনিসপত্র চেনা, কি মার্কার জিনিস বাজারে কোন্ স্থানে পাওয়া যায়, তাহার সাইজ কত, প্রভৃতি বিশেষভাবে জানিলে তবে নিজে কার্য্য করা যায়। এ কার্য্য বুঝাইবার নহে; কার্য্য করিতে করিতে আপনা আপনি অভিজ্ঞতা জন্মে।

৯। শিল্পকর্ম্ম ও কল-কারখানার কার্য্য।

সর্ব্বাপেক্ষা এই কাজটী খুব উত্তম কার্য্য। অনেকটা একচেটে কাজের মতন। শিক্ষিত লোক ভিন্ন এ কাজে সহজে কেহ হাত দিতে চায় না। ইহাতে মূলধন বেশী দরকার; বিশেষতঃ কল করিতে গেলে কাজ যত বড় হইবে, জিনিসের পড়তা তত কম হইবে। পূর্ব্বে ভারতবাসীর শিল্পকার্য্যে খুব নৈপুণ্য ছিল বটে, কিন্তু কলকারখানার কার্য্য তত করিত না। স্বদেশী আন্দোলন হওয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষিত ও ধনীব্যক্তির কলকারখানার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। পাঠকের উৎসাহ পাইলে পরে বিশদভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব।

১০। পেটেণ্ট জিনিসের কার্য্য।

এই কাজটী খুব কঠিন কাজ। কিন্তু একবার বাজারে চালাইতে পারিলে কাজ বেশ জমিয়া যায় ও দু'পয়সা বেশ রোজকার হয়। চৌকস্ ও শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলে এ কার্য্য চালাইতে পারে না। এই কার্য্যে নানারকম বুদ্ধির দরকার। বিজ্ঞাপন লেখা এবং তাহা জনসমাজে প্রচারিত করা—ইহার একটী প্রধান কার্য্য। মোট কথা, পেটেণ্ট জিনিস বিজ্ঞাপনের জোরে চলিয়া থাকে। ইহা আমাদের দেশের ব্যবসা নহে; ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ইহার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়—তবে ভারতের লোক দেখিয়া শুনিয়া এদেশেও যথেষ্ট

পরিমাণে চালাইতেছে। বিজ্ঞাপনের জোরে খবরের কাগজ জীবিত আছে, নহিলে এতদিন কাগজ বন্ধ হইয়া যাইত। লেখকের পেটেন্ট জিনিস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার অভিলাষ আছে; কোন সহৃদয় পাঠকের উৎসাহ পাইলে লিখিতে পারি।

১১। কৃষিকর্ম্ম।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—কৃষিকার্য্যের ন্যায় সুখকর কার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। ইহাতে শরীর ও মন বেশ সুস্থ থাকে, অথচ ধনাগম হয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লিগ্রামের লোক চাষবাস করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিত; এখন তাহারা আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে চায় না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়াছে; কাজেই তাহারা চাকরির জন্য সহরে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ২০৲, ২৫৲ টাকার চাকরি অপেক্ষা কৃষিকার্য্য শতগুণে শ্রেয়ঃ। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি দূর দূরান্তরে যাইয়া, চাষবাস আরম্ভ করিয়াছেন। অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস করিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা রোজগার হইয়া থাকে। অনেকে গোলাপ ফুলের চাষ করিয়া ও তরি-তরকারীর কাজ করিয়া বেশ উন্নতি করিয়াছেন।

১২। পানের ব্যবসা।

কে বলে কম মূলধনে ব্যবসা হয় না? যাহাদেব উদ্যম ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা বিনাপুঁজিতে ব্যবসা করিতে পারেন। পরের জুতা লাথি খাইয়া গোলামী করা অপেক্ষা তাহা শতগুণে ভাল। আজ-কাল যখন ব্যবসায়ে জাতিভেদ নাই,—ব্রাহ্মণসন্তানও যখন অবাধে জুতা ও চামড়ার ব্যবসা করিতেছেন, তখন পানের ব্যবসা করিতে আর লজ্জা কি?

একাজে লোকসান নাই ও ধার নাই ; রোজ তারিখে লাভ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার ন্যায় সহরে একটু যায়গা বুঝিয়া দোকান করিলে বেশ চলে—খুব কম পুঁজিতে কাজ হয়। তাহার পর যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি উহার সঙ্গে অন্যান্য জিনিসও কিছু কিছু রাখিলে চলিতে পারে। প্রথম প্রথম কলিকাতা হইতে হাটবারে পান কিনিয়া আনিয়া, ব্যবসা চালান ; তাহার পর পুঁজি বাড়িলে, শ্রীরামপুর, বেগমপুর, সিঙ্গুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে পোন চালাইবেন ; শেষে সুবিধা বুঝিয়া, পাইকারী করিতে পারেন। তাহার পর সেওড়াফুলিতে দোকান করুন ; এইটী যেন আপনার প্রধান কারবারের স্থান হইল। এখন নিজে বর্দ্ধমান হইতে মানকর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঝরিয়া, কাতরাসগড়, মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি সমস্ত রেল-ষ্টেসনের পানভ্যাণ্ডার ও বাজারের পান-বিক্রেতাদের সহিত বন্দোবস্ত করুন, তাহা হইলে তাহারা আপনাকে টাকা ও অর্ডার পাঠাইবে ; আপনি রেলে তাহাদিগের নিকট পান চালান করিবেন ; তাহা হইলেই আপনার ক্রমেই উন্নতি হইবে।

১৩। লোহার দোকান।

কলিকাতার লোহাপটীর মত দোকান করিতে হইলে, অনেক টাকার দরকার ; তবে কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি পঁচিশ হাজার টাকা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। এ ব্যবসার বাজার বোঝা বড় শক্ত। বিলাতের দিকে সর্ব্বদা মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। হয়ত বাজার ২।৫ মাস মন্দা গেল, না-হয় তেজ গেল। কম পুঁজিতে যাহাদের কার্য্য, তাহাদিগকে আফিসের ডিউমত টাকা মিটাইবার জন্য লোকসান করিয়া মাল বেচিতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে লোহার কাজে টাকার একমাস ডিউ ছিল বলিয়া ৪।৫ হাজার টাকায় কার্য্য আরম্ভ করা চলিত। এখন আর ডিউ নাই—সব নগদ মাল ওজন হইলেই সঙ্গে ।২ টাকা অথবা মালে ওজন হইতে দেরী হইলে অগ্রে টাকা দিতে হইবে—নহিলে সওদা cancel হইয়া যাইবে। লোহার বাজারেও লোহাপটীতে আজকাল খুব ফট্‌কাবাজী চলিতেছে—সেইজন্য লোহার দর বাড়িতেছে এবং লোহার ব্যবসায়ী

মোটা লাভ করিতেছে। যাহাদের অর্ডার-সাপ্লাই ও হার্ড-অয়ারের কার্য্য আছে, তাহাদের কার্য্য বেশ চলে। পূর্ব্বেই ব্যবসাদারীতে লিখিয়াছি যে, অর্ডারী কার্য্যে ক্যান্‌ভাসার দরকার। সেই জন্য এই লোহার কার্য্যে একটী ভাল ক্যানভাসার থাকিলে, কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যে বাঙ্গালীর বড় দোকানে একজন Independent Cashier বা তহবিলদার নাই, অথচ পাঁচ হাতে তহবিল কমতা হইতেছে? সেই বাঙ্গালী কি মোটা মাহিনা ও রেলভাড়া দিয়া, একজন ক্যান্‌ভাসার রাখিতে পারে? ক্যান্‌ভাসারের মর্ম্ম সাহেবেরাই বুঝিয়া থাকেন।

খুচরা জিনিসের লোহার দোকান মন্দ নহে; তিন হাজার টাকা কার্য্য আরম্ভ করা চলে। বেশ মোটা লাভ হয়; বাজার মন্দা হইলেও তত ক্ষতি নাই। লোকের আবশ্যকীয় জিনিস বুঝিয়া রাখিতে হয়; তাহার পর নীলামে বা লোহার কারখানায় সাপ্‌টা লোহা ও ইস্পাত সুবিধাদরে খরিদ করিতে পারিলে বেশ লাভ হয়। তাহার পর ঐ সকল লোহা ও ইস্পাতের দ্বারা কর্ম্মকারের নিকট ফুরান করিয়া, ছোট ছোট জিনিস গড়াইয়া লইতে পারিলে আরও সুবিধা হয়। যাঁহারা হাতে-হেতেড়ে এই সকল কাজ করিতে পারেন, তাঁহারাই বেশ লাভ করিতে পারেন।

১৪। মণিহারী দোকান।

ইহা বাবু-ব্যবসাদারীর দোকান। কামিজ গায়ে দিয়া দোকানদারী করা চলে, গায়ে তত ময়লা লাগে না। একাজে তিন হাজার টাকা হইলে কার্য্য আরম্ভ করা চলে; তবে মূলধন ৪।৫ হাজার হইলে আরও ভাল হয়। সহরে বা বাজারে এবং যেখানে স্কুল কলেজ আছে, সেই সকল স্থানে মোড়ের মাথায় দোকান করিতে হয়। নানা রকমের জিনিস কিছু কিছু রাখা চাই এবং গৃহস্থের যাহা নিত্য-দরকার, সেই সকল জিনিস রাখিতে হয়, যেন খরিদ্দার না ফেরে। দোকানখানিতে গ্লাস-কেসের আলমারী, সেল্‌ফ, সো-কেস প্রভৃতির দ্বারায়

জিনিসগুলি এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন দোকানে খরিদ্দার আসিলেই সব জিনিস নজরে পড়ে। মণিহারী জিনিসের এমনি মনোমুগ্ধকারী শক্তি যে, খরিদ্দার একটী জিনিসের জন্য আসিয়া দোকান দেখিলেই তাহাব আব একটী জিনিস খরিদ কবিবার ইচ্ছা হয়। লোকে নিত্য নূতন জিনিস চায়; সেইজন্য আজকাল লোকের যেরূপ রুচি, সেই মত নিত্য নূতন জিনিস মুবগীহাটা, চীনাবাজার ও বাধাবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে আনিয়া বাখিতে হয়, এবিষয়ে দোকানদারেব বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যে জিনিস খুব কম বিক্রি হয়, সে জিনিসেব ২।১টী নমুনা বাখাই ভাল। বেশী দিনেব মাল বিক্রয় না হইলে, তাহা মধ্যে মধ্যে সস্তাদবে বিক্রয় কবা ভাল।

ব্যবসায় প্রকাব ভেদ সম্বন্ধে বিশদভাবে যাঁহাবা জানিতে ইচ্ছা কবেন—তাঁহাবা আমার লিখিত **"অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায় বা নানাপ্রকার ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব"** নামক পুস্তকখানি পাঠ কবিবেন।

তৃতীয় বিভাগ।
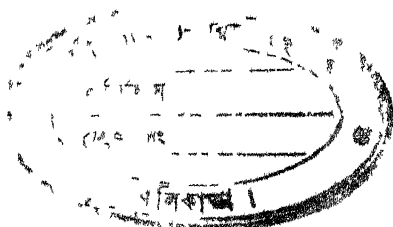
চিঠি পত্র লেখার কথা।

মহাজনী সেরেস্তার পত্রাদি লিখিবার প্রণালীর ও আদর্শ।

মহাজন সখার পাঠকদিগকে এবার আমরা চিঠি পত্রাদির সম্বন্ধে কিছু জানাইব। ইতিপুর্ব্বে অনেক স্থানে পত্রাদির লেখা সম্বন্ধে আমরা অনেক উপদেশ দিয়াছি। এবারে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম। আশা করি, ইহার দ্বারায় নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদিগের অনেক সহায়তা হইবে।

কতকগুলি সাধারণ উপদেশ।

১। কদাচ পোষ্টকার্ডে পত্রাদি লেখা উচিত নহে। সামান্য বিষয় লিখিতে হইলেও খামে লেখা উচিত। এক পয়সার জন্য কৃপণতা করা উচিত নহে।

২। এক সাইজের কাগজে ও এক পৃষ্ঠায় পত্র লেখা ভাল—তাহা হইলে ফাইল (File) বেশ সাজান থাকে এবং আবশ্যক হইলেই খুঁজিতে দেরী হয় না। ডিমাই আট পেজীর আকারে কাগজের প্যাড্ দপ্তরির দ্বারায় তৈয়ারী করাইয়া লওয়াই ভাল।

৩। লেখাগুলি বেশ স্পষ্ট, পরিষ্কার; পরিচ্ছন্ন এবং সরল ভাষার লিখিবেন। যেটুকু কাজের কথা, তাহা ছাড়া অন্য কথার বা এক কথার দ্বিরুক্তি করিবেন না। অনেক পত্র—দেখিয়াছি যে, "মাল পাঠাইবার কথা" দুই তিনবার করিয়া লিখিয়া পত্রের দুই পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে লেখক ও পাঠকের অনর্থক সময় নষ্ট হয়।

৪। লিখিবার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলিকে এক একটী প্যারার (para) মধ্যে সংক্ষেপে লিখিতে হইবে। এক প্যারার মধ্যে যেন অন্য বিষয়ের আলোচনা না থাকে, তাহা হইলে গোলমাল হইয়া যাইবে।

৫। পত্রের উত্তর দিবার সময় যে যে বিষয়গুলি লিখিয়াছে, সেই সেই ঠিক মত বিষয়গুলির ধারাক্রমে উত্তর দিবেন।

৬। পাওনাদারদের নিকট টাকার তাগাদা পত্র বেশ সংযত ও বিনীত ভাবে লিখিয়া জানাইবেন এবং টাকা ঠিক মত আসিলে মাল ও ঠিক মত যাইবে এইরূপ ধারণা করাইয়া পত্র দিবেন।

৭। পত্রে কোন বিষয়ের আদেশ দিতে হইলে, তাহা যেন দ্বিভাবাপন্ন না হয়, একেবারে খোলসা করিয়া দেওয়া ভাল। কোনো জিনিসের যদি খরিদের অর্ডার দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই জিনিসের, পরিমাণ, দর. মার্কা, কিভাবে পাঠাইতে হইবে—টাকা কি করিয়া দিবেন—স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া লিখিবেন—তাহা না করিয়া একটু খোঁচ রাখিয়া পত্র লিখিলে আপনার মাল খরিদ হইবে (হয়ত ইতিমধ্যে বাজারের দর তেজ হইতে পারে) না, অনর্থক পত্র লেখালেখি করিয়া সময় নষ্ট হইবে।

৮। নকল করিয়া পত্র লিখিতে পারিলে খুব ভাল হয় একান্ত পক্ষে সময়ে যদি না কুলায় তাহা হইলে একখানি খাতায় নাম ও তারিখ দিয়া পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিয়া রাখা ভাল। তবে দরকারী চিঠিপত্রের সমস্ত নকল রাখা উচিত।

৯। যাহাদের মোকামী কাজ আছে, তাহাদের রোজ তারিখে একখানি করিয়া পত্র লেখা উচিত এবং মোকাম হইতে রোজ একখানি পত্র আসা দরকার। অবশ্য ইহাতে খরচ কিছু বেশী হয়, কিন্তু এমন একটী সুবিধা ঘটে, যাহার দ্বারায় একটী খরিদে ঐ সকল খরচা পোষাইয়া যায়। তাহা ছাড়া রোজ তারিখে পত্র লেখার কাজ থাকিলে গমস্তারা চুপি চুপি অন্যত্রে চলিয়া যাইতে সাহস করে না।

১০। মোকামী গমস্তাদের কিভাবে পত্রাদি লিখিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন।

১১। সাবেকী গমস্তাদের মতন কতকগুলি বাজে কথায় পত্রখানা পূর্ণ

করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। বাঙ্গালীর ফাবমে এ দোষটী এখনও অধিকাংশ মহাজনের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক যেটুকু দরকার সেই টুকু ছাড়া অন্য কথা বা একটী কথা বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা উচিত নহে।

১২। পত্র লিখিবার জন্য যে যে বিষয় লিখিবার আবশ্যক ১।২ করিয়া ৪।৫ লাইনে paragraph ধরিয়া লেখাই ভাল। তাহা হইলে বেশ সংক্ষেপে লেখা হইবে। প্রত্যেক পত্রে যেন নম্বর দেওয়া থাকে।

বাঙ্গালীর পত্রাদি লেখা ও রাখার দোষ কি? এবং তাহার উপায়?

১। পোষ্টকার্ডে পত্র লেখা হয়। ইহা ব্যবসায়ের নীতিবিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর। কেননা পোষ্টকার্ড খোলা জিনিস-এমন অনেক ঘটনা হয় যে, কার্ডখানি দোকানে পড়িয়া আছে—বাহিরের অন্যান্য লোক আসিয়া দেখিয়া গেল—তাহাতে হয়'ত বাজারের বা মোকামের খরিদ বিক্রয়ের এমন সংবাদ আছে, যে তাহা প্রকাশ হইলে নিজেদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে পারে। সেই জন্য সামান্য কোন সংবাদ থাকিলেও পোষ্টকার্ডে কদাচ পত্র লেখা উচিত নহে। এক পয়সা বাঁচাইতে গিয়া অনেক ক্ষতি হয়।

২। এক সাইজের কাগজে পত্র লেখা হয় না। ইহাতে পত্রাদির ফাইল ভালরূপ থাকে না—হঠাৎ এক বৎসরের একখানি পুরাতন পত্রের দরকার হইলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। এ নিয়ম ভাল নহে।

৩। দুই পৃষ্ঠায় পত্রাদি লেখা হয়। কাগজ বাঁচাইবার জন্য এরূপ কৃপণতা করা উচিত নহে।—পত্র পড়িবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়। এক সাইজের প্যাড (Pad) ফাবমে কাগজ করিলে বেশ ভাল হয়।

৪। পত্রাদির নম্বর দেওয়া হয় না, ইহা বড় দোষ। নম্বর দেওয়া থাকিলে পুরাতন পত্রের নজীর (Reference) দেখাইবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়, এবং সহজে কম সময়ে কাজ হয়।

৫। অধিকাংশ ব্যবসাদারের ঘরে—চিঠির নকল রাখা হয় না। অনেকে বলিতে পারেন—যে সামান্য কারবারে অত সরঞ্জাম করিতে হইলে অনেক সময়ের ও লোকের দরকার। তদুত্তরে আমরা বলি যে—যদি সব নকল রাখিবার সময় না হয়, তাহা হইলে পত্রের মর্ম্ম সংক্ষেপে রাখিতে পারিলে কম সময়ে পাকা কাজ হয়। অবশ্য যাহাদের নিজেদের সব কাজই করিতে হয়, তাহাদের অসুবিধা আছে,—কিন্তু যাহাদের ৫।৭ জন কর্ম্মচারী আছে, তাহারা অনায়াসে করিতে পারেন। অথবা যে পত্রের জবাব দিতে হইবে, তাহার পৃষ্ঠে সংক্ষেপে মর্ম্ম—লিখিয়া রাখিতে পারিলে অনেকটা ভাল হয়।

৬। অধিকাংশ মহাজন এক লম্বা তারের ফাইলে পত্র, চালান, চিরকুট, বিল, ডাকঘরের রসিদ প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা আছে। একখানি বিল বা চালান পত্র খুঁজিতে হইলে অনেক সময় চলিয়া যায়। ইহার সহজ উপায়—প্রত্যেক বিষয়ের এক একটী ফাইল করুন। কেবল পত্রাদির একটী আলাদা ফাইল বা clipএর ব্যবস্থা করিলে খুব ভাল হয়।

৭। বাঙ্গালীর পত্রের অনেক বাজে কথা লেখা থাকে—অনেক প্রকার গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া পত্র লেখা হইয়া থাকে। এ সকল সাবেকী চালের পত্রাদি লিখিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

আদর্শ

১নং বায়না পত্র

খরিদদার ও মহাজনের সহিত কোন জিনিসের দর দস্তুর ঠিক হইয়া গেলে কিছু টাকা বায়নার স্বরূপ জমা দিয়া একটী লেখা পড়া করিতে হয়—সেই লেখাপড়াকে **"বায়না পত্র"** বলে। যে স্থলে দালালের দ্বারায় কার্য্য হয় সেই স্থলে দালালই দুই পক্ষে লেখা পড়ার কার্য্য করাইয়া থাকে এবং দালালের সহি ও থাকে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং
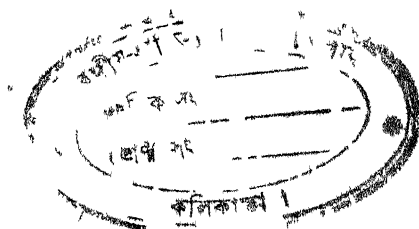
মান্যবর শ্রীযুক্ত হরিহর শেট

মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীললিতমোহন নন্দী, পিতার নাম ৺ অক্ষয়কুমার নন্দী - সাং লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার চন্দননগর. কস্যধান্য বায়না পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে,আমার ২নং গুরুচরণ সাহার গোলায় যে নাগরা ধান মজুত আছে, তন্মধ্যে পাঁচ শত মন ধান ৫।০ পাঁচ টাকা চার আনা মন দর ধার্য্য করিয়া শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে দালালের মারফতে কোং নগদ ১০০৲ এক শত টাকা বায়না দিলেন। আমি উক্ত এক শত টাকা বায়নার স্বরূপ লইয়া, এই বায়না পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, অদ্যকার তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মাল ওজন দিব। ওজন হইলে পর বায়না টাকা বাদে, আমার সমস্ত প্রাপ্য পাই পয়সা দাম চুক্তি দিয়া, ঐ দিনই সমস্ত মাল আমার গোলা হইতে উঠাইয়া লইতে হইবে। যদি আপনি উক্ত মাল, উঠাইয়া না লন সমস্ত তাহা হইলে প্রতিদিন প্রত্যেক বোরা প্রতি এক পয়সা হিসাবে গুদাম ভাড়া দিতে হইবে এবং উক্ত মালের চুরি, কমি কমতা, বা অন্য কোন প্রকার তছরুপাতের জন্য আমি দায়ী নহি। আর যদ্যপি আপনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল ওজন না লন, তাহা হইলে আমি উক্ত মাল বাজার দরে বিক্রয় করিয়া, যাহা লোকসান হইবে তাহা আপনাকে আইনানুযায়ী দায়ী হইতে হইবে। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মাল কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে এই বায়নার সর্ত্ত অনুসারে আমি দিতে বাধ্য নহি। এতদর্থে এক শত টাকা লইয়া, এই বায়না পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৫ই মাঘ সন ১৩২৬ সাল।

দালাল

শ্রীতারিণীচরণ দে

শ্রীললিতমোহন নন্দী

লক্ষ্মীগঞ্জ

চন্দননগর

২। আদর্শ।

হ্যাণ্ডনোট।

হ্যাণ্ডনোট কাহাকে বলে প্রথমে তাহাই লিখিতেছি—তাহার পর আদর্শ দেখাইব। কোন মহাজনের নিকট হইতে চাহিবামাত্র (On-Demand), পরিশোধ করিবার কড়ারে টাকা কর্জ্জ লইয়া, মহাজনকে যে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে "হ্যাণ্ডনোট" বলে। যে কোন সাদা কাগজের উপর লিখিয়া, একখানি ৴৹ এক আনা দামের পোষ্টাফিসের ষ্ট্যাম্পের উপর সহি করিয়া দিতে হয়। সাক্ষী রাখিতে পারিলে খুব ভাল হয়, না হইলে কোন ক্ষতি নাই। এই হ্যাণ্ডনোটের টাকা না দিলে মহাজন যখন ইচ্ছা নালিশ করিয়া ডিগ্রি করিতে পারেন, ইহাতে কোন ওজর আপত্তি চলে না। ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবার কড়াতে ও আদান প্রদান হইয়া থাকে। বিশেষ বিপদে না পড়িলে সহজে কেহ হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার লয় না। যাহার সম্পত্তি আছে, তাহাকেই লোকে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিয়া থাকে। মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া গোপনে টাকা কর্জ্জ করিবার ঐটী সহজ পন্থা। সেই জন্য অনেক বড় লোকের পুত্র গোপনে অর্থাৎ ধনী পিতার অজ্ঞাতসারে মহাজনের নিকট অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ লইয়া বদ্মায়েসি করিয়া টাকা নষ্ট করে, শেষে পিতার মৃত্যুর পর, মহাজনে সুদে আসলে, তাহার সম্প্রত্তি বিক্রয় করিয়া মোটা টাকা আদায় করে। আজকাল কাবুলী মহাজনেরা ভারতের প্রতি গ্রামে বসিয়া হ্যাণ্ডনোটে বা হাতচিঠার উপর টাকার ৵৹ × ।৹ সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। সম্পত্তি থাকুগ নাই থাকুগ; তাহারা অধিকাংশ স্থলে লাঠীর জোরেই টাকা আদায় করিয়া থাকে।

(ক)

হুগলী

তাং ২৫ঁ মাঘ—সন ১৩২৬ সাল

আমি শ্রীরামাকান্ত নন্দী এতদ্দারায় অঙ্গীকার করিতেছি যে চাহিবামাত্র বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত জহরলাল দে মহাশয়কে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা, বার্ষিক শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকা হারে সুদ সহিত দিব।—

(খ)

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে চাহিবামাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডুকে পাঁচ শত টাকা (৫০০৲) বার্ষিক শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা হারে সুদসহ অদ্যকার তারিখ হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে দিব।

সাং—শ্রীরামপুর

১৮ বৈশাখ—সন ১৩২৬ সাল

৩। Partnership.

অংশীদার লইয়া কার্য্য।

অংশীদার লইয়া কার্য্য করিতে হইলে, সুধু মুখের কথায় কার্য্য করা আজকাল কার বাজারে চলে না। সে ধর্ম্ম বিশ্বাসের মানুষ আজকাল খুব কম। এখন মুখের কথায় যেখানে কার্য্য হইয়াছে, সেই ব্যবসায় ২।৫ হাজার টাকা লাভ হইলেই, একজন অন্যকে ফাঁকি দিবার জন্য নানা চাল চালিয়া থাকেন—ক্রমে গুরুতর ভাব ধারণ করিলে, আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়—শেষে কারবারটীর পসার নষ্ট হয়। সেই জন্য গোড়ায় মনের মিল থাকিতে থাকিতে একটী আপোসে লেখাপড়া করা খুব দরকার। রেজেষ্টারী করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। পরস্পরের মধ্যে দুইজন সাক্ষীর সহিযুক্ত নিম্নলিখিতভাবে পত্র লিখিতে হয়। তাহার আদর্শ দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং
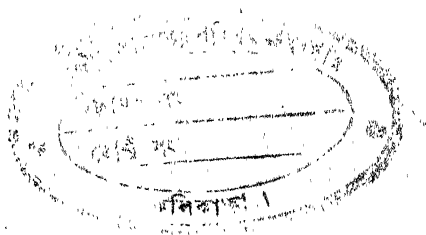
এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমি শ্রীভূষণচন্দ্র পাল, পিতার নাম শ্রীসারদাপ্রসাদ পাল—সাঃ হুগলি, বালি ও আমি শ্রীতারাপদ কুণ্ডু, পিতার নাম শ্রীরাখাল দাস কুণ্ডু সাং নূতনগঞ্জ বর্দ্ধমান, আমি শ্রীহরিদাস শেট, পিতার নাম শ্রীদীনবন্ধু শেট সাং সাহাগঞ্জ হুগলি, আমরা তিন জনে মিলিয়া ভদ্রেশ্বরে মোকামে একটী পাঁচ রকম ভূষি মালের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ব্যবসায়ে আমি শ্রীভূষণচন্দ্র পাল নগদ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দিলাম ও আমি শ্রীতারাপদ কুণ্ডু নগদ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দিলাম ও আমি শ্রীহরিদাস শেট নগদ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দিলাম। মোট ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বৎসরের শেষে কারবারের খরচ খরচা বাদে যাহা নিট (nett) মোনফা হইবে, আমরা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইব। নিজ নিজ সংসার খরচের জন্য আমরা প্রত্যেকে মাসে ৪০৲ চল্লিশ টাকার বেশী লইতে পারিব না। আমরা তিনজনে মিলিয়া সর্ব্বদা কার্য্য চালাইব এবং মালাপত্র খরিদ ও বিক্রয়, কর্ম্মচারী রাখা না রাখা প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনজনে পরামর্শ অনুসারে করিব। ইহা আরও প্রকাশ রহিল—যে আমরা আর কোন প্রকার ব্যবসা কার্য্য করিতে পারিব না, যদি কেহ নিজের বুদ্ধিবলে, আলটপ্‌কায় কোন খরিদ বিক্রয়ে লাভ করেন, তাহাও এই ফারমে জমা দিতে হইবে। বৎসরের শেষে মোনফার টাকা বণ্টন করিবার পর যদি কেহ সেই টাকা ফারমে জমা রাখিতে ইচ্ছা করেন—তাহা হইলে ফারম হইতে তিনি মাসিক ৸০ বার আনা শতকরা হিসাবে সুদ পাইবেন এবং ঐ সুদের টাকা প্রতি মাসে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন। ভগবান না

করুণ, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারবারে আমাদের লোকসান হয়, তাহাও আমরা সমান অংশে সহ্য করিব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আমরা এই পত্র তিনজনে লিখিয়া দিলাম। ইতি ১লা বৈশাখ, সন ১৩২৬ সাল।

সাক্ষী—
শ্রীহরিচরণ দে
মোং হুগলি।
সাক্ষী—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে
সাং ভদ্রেশ্বর।

শ্রীভূষণচন্দ্র পাল
সাং হুগলি, বালি।
শ্রীতারাপদ কুণ্ডু
সাং নূতনগঞ্জ, বর্দ্ধমান।
শ্রীহরিদাস শেট
সাং সাহাগঞ্জ, হুগলি।

ব্যবসাদারী পত্রে নানাপ্রকার বাজে কথা ও গৌরচন্দ্রিকা করিবার কোন আবশ্যক নাই। ঠিক যেটুকু কাজের কথা সেইটুকু হইলেই যথেষ্ট—এখানে একট নমুনা দিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

নং ২৫

মান্যবরেষু—
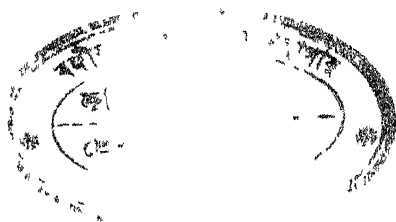
আপনার ২৫শে আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম।

১। চাউল ২৫০ বস্তা ৪৸৶০ দরে খরিদ হইয়াছে—অদ্য ওজন হইয়া বোঝাই হইবে—রসিদ পাইলেই পাঠাইয়া দিব।

২। মস্থুরি পাঠাইব লিখিয়াছেন, বাজার তেজি হইবার সম্ভাবনা, অতএব দ্বিতীয় পত্র না পাইলে পাঠাইবেন না।

৩। টাকা কল্য রেজেষ্টারী করিব এবং বাকী টাকা আগামী সপ্তাহে পাঠাইয়া দিব। নিবেদন মিতি—২৭শে আশ্বিন ১৩২৫ সাল।

নিঃ শ্রীরাজকুমার শেট

মোং হাসখালি।

চতুর্থ বিভাগ।

রেলওয়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়।

ব্যবসা করিতে হইলে রেলে মাল চালান সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম জানা আবশ্যক, নহিলে কার্য্য চলে না। তবে রেলের গুড্‌স্ টেরিফে যেরূপ আইন কানুন আছে, তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারেন না; যাহারা ইংরাজি ভাষা ভালরূপ জানেন, তাঁহারাও সহজে ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না; কাজেই মোটামুটী কয়েকটী বিষয় এখানে লিখিত হইল। পাঠকের উৎসাহ পাইলে, পরে আরও বিশদভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব। মহাজনী কার্য্যে অনেক দিন লিপ্ত থাকিয়া, আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহার মধ্যে যেগুলি নিত্য আবশ্যক, তাহাই দেওয়া হইল।

আমরা মোটামুটী বুঝাইবার জন্য কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর নিয়মাবলী এখানে দিলাম। তবে বি, এন, ডবলিউ, এবং ই, বি, এস, রেলওয়ের মোটামুটী অনেক রেটে সাদৃশ্য আছে,—তাহা ছাড়া ঐ সমস্ত রেলওয়ের নিয়মাবলী লিখিতে হইলে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়; কাজেই সংক্ষেপে যতদূর পারিলাম, এই পুস্তকে লিখিলাম। রেলের মালবাবু, টিকিটবাবু ও ষ্টেসন-মাষ্টারের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় অনায়াসে জানিতে পারা যায়। তবে তাঁহাদের "পেটে না খেলে পিটে সয় না" কাজেই কিছু দক্ষিণান্তের ব্যবস্থাও করিতে হয়; তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। রেলের ঠিক আইনমত কার্য্য করিতে

গেলে চলে না ;—আইনের নানা ফের ; সে সকল বাবুরা ভিন্ন অন্য কেহ সহজে বুঝিতে পারেন না।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মত ক্লাসরেটে মালের চার্জ্জ হইয়া থাকে।

১ ক্লাস	...	... $\frac{১}{৩}$	প্রতি মণে ও প্রতি মাইলে
২ ,,	...	... $\frac{১}{২}$	,, ,, ,,
৩ ,,	...	... $\frac{২}{৩}$	,, ,, ,,
৪ ,,	...	... $\frac{৪}{৫}$	,, ,, ,,
৫ ,,	...	১	,, ,, ,,
X,,	...	১ $\frac{১}{২}$	,, ,, ,,

মোটামুটী এই কয়প্রকার ক্লাসে মাল চার্জ্জ লইয়া থাকে। তবে জিনিসের পরিমাণ বুঝিয়া এবং মাইলের দূরতা বুঝিয়া ইহাপেক্ষা অনেক কম ভাড়ায় গিয়া থাকে ; তাহাকে Special class এবং Scale rate বলে। সাধারণতঃ কোন্ জিনিস কোন্ ক্লাসে চার্জ্জ হইতে পারে, তাহার একটী মোটামুটী তালিকা পরে দিলাম।

পাঠকগণ সেইটী দেখিয়া, অনেক জিনিসের ক্লাস বুঝিতে পারিবেন, এবং ষ্টেসনের দূরতা অনুসারে "মাশুলের রেট-টেবিল" এ মাইল দেখিয়া, ব্রেকের (খুচরা মালের) ভাড়া ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। এইটুকু বুঝিলে, মহাজন অনায়াসে এই পুস্তক দেখিয়া, মোটামুটি পড়তা করিয়া লইতে পারিবেন।

কতকগুলি নিয়মাবলী।

১। এক ষ্টেশনের জন্য পাঁচ রকম মাল (বিস্ফোরক জিনিস ব্যতীত) যদি ৮১৴ মণ ওজন হয়, তবে কোম্পানী একখানি গাড়িতে বোঝাই করিয়া পাঠাইয়া থাকে, তাহাতে মালের তছরূপ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাহা না হইলে অর্থাৎ উক্ত ৮১৴ মণের কম হইলে, তাহা ভ্যান গুডস্ গাড়িতে পাঠাইয়া থাকে; তাহাতে মাল অনেক স্থলে চুরি ও নষ্ট হয়, অথবা জংশন ষ্টেসনে গিয়া দেরী হয়। সময় মত না পৌঁছিলে কোম্পানী তাহার জন্য দায়ী নহেন। তবে ৮১৴ মোনের কম হইলে, যদি ৮১৴ মোনের ভাড়া দেওয়া যায় তাহা হইলে একখানি গাড়ি পাওয়া যায়।

২। সকল ষ্টেশন হইতে প্রেরিত মালের রেটের একটী নিয়মাবলী আছে; কিন্তু হাওড়া হইতে যে সকল মাল চালান যায় বা হাওড়াতে পাঠান যায়, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার কম রেট আছে।

৩। খুচরা মালে এবং পুরা গাড়িতেও terminal টার্‌মিন্যাল্ নামক একটী মাগুল আঁটীয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাদের পুস্তকে ঐটুকু আঁটা থাকে; তবে কতকগুলি মালে টার্‌মিন্যাল লাগে না—উহাদের পুস্তকে তাহার একটী তালিকা আছে। মোটামুটী এইটুকু বুঝিয়া রাখুন যে, ৭৫ মাইলের নীচে হইলে মণকরা ৮ পাই লাগে এবং উহার উপর লাগে না। কাট্‌রা মাল সাধারণতঃ যাহা ফাষ্ট ক্লাসে চার্জ্জ হয়, প্রায় তাহারই টারমিন্যাল লাগে না।

৪। গুড্‌স ট্রেণে মাল পাঠাইতে হইলে ।৪ সেরের কম-ওজনের মাল পাঠান চলে না এবং ॥০ আনার নীচে মাশুল চার্জ্জ হয় না; তবে মালবাবুদের ইচ্ছা হইলে, ।৪ সেরের কম মালও চালাইয়া দিতে পারেন।

৫। Differential rate.

ইহার বাঙ্গালা ঠিক জানিনা ; মোটামুটী এইটুকু বুঝিয়া রাখুন। মনে করুন ? ৩৪০/ মণ মাল হইলে এবং ২০০ মাইল হইলে, কোন জিনিসের Special অর্থাৎ কম রেট হয়, জিনিস ও বোঝাই হিসাবে মালের মাশুলের classification অনুসারে রেট হয়। অর্থাৎ ।২ পাই রেট হয় ; কিন্তু উহা ফার্ষ্ট ক্লাসে চালান দিতে হইলে ।/৭ পাই রেট লাগে। এখন আপনার মাল ও মাইল-এজ যদি কম হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত differential rate অনুসারে ৩৪০/ মণ ও ২০০ মাইলের মাশুল দিলে ।২ পাই রেট হইবে।

রিস্ক্-নোট—Risk Note.

এই রিস্ক নোটে রেলকোম্পানী মহাজনকে নাগপাশে বন্ধন কবিয়া থাকেন। সাধারণ মাশুল অপেক্ষা ইহার বেট কম ; কাজেই মহাজন কম পড়্তাব লোভে এই রিস্ক্ নোটে মাল পাঠাইয়া থাকেন। কোম্পানিরও ইচ্ছা যে, মহাজনে রিস্ক্-নোটে মাল পাঠায়। রেলের রিস্কে মাল পাঠাইতে হইলে, মালবাবুরা নানা রকম ফ্যাকৃড়া বাহির করেন। নিরীহ ও অশিক্ষিত মহাজন তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করিতে পারেন না, কাজেই বাধ্য হইয়া রিস্ক্-নোট দেন।

রিস্ক্ নোট দুই প্রকার, যথা :—

(ক) **কোম্পানীর** রিস্ক্ (Railway Risk) অর্থাৎ সে মালের কোন তছরুপাত হইলে, তাহার জন্য রেল কোম্পানী দায়ী।

(খ) **নিজের** রিস্ক্ (Owners Risk) **অর্থাৎ মহাজনের নিজের দায়িত্ব। ইহাতে রেলে মাল বোঝাই করিবার কালীন বা খালাস করিবার কালীন, যদি**

মালের কোন প্রকার তছরুপাত হয় বা ভাঙ্গিয়া যায় বা কম্‌তা হয়, তাহার জন্য রেল কোম্পানী দায়ী নহেন।

তবে কতকগুলি রিস্ক-নোট আছে, যাহার জন্য কোম্পানী দায়ী; কিন্তু মালের কম্‌তা হইলে অনভিজ্ঞ মহাজনের পক্ষে আদায় করা কঠিন হইয়া উঠে। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, রেলের রিস্কে মাল দিয়া, তাহার কম্‌তা আদায় করা কঠিন হইয়া উঠে।

রিস্ক্-নোট দশপ্রকার আছে, যথা :—

A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y.

A. 'এ' রিস্ক্-নোট কাহাকে বলে?

যে সকল মাল পুরাতন বোরাতে প্যাক্ অথবা ভাঙ্গা-চোরা বাক্সে প্যাক্ হয়, যাহাতে মাল বোঝাই হইবার কালীন মাল বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অথবা যে সকল জিনিস আল্‌গা বাঁধা হয়, তাহার জন্য 'A' ফারম দিতে হয়।

B. যে সকল মাল সাধারণ রেট অপেক্ষা অনেক কম রেটে বুক হয়, যাহার দরুণ মহাজন নিজের দায়িত্বে মাল পাঠায়, সেই সকল মাল 'বি' ফারমে দিতে হয়। ইহার তছরুপাতের জন্য, রেল কোম্পানী কোন প্রকারে দায়ী নহেন।

C. মহাজনের ইচ্ছানুসারে যদি খোলা গাড়িতে open truck মাল বোঝাই হয়, সেই মাল 'সি' ফারমে দিতে হয়। যখন গাড়ির অভাব হয়, তখন মহাজন বাধ্য হইয়া 'সি' ফারমে মাল বোঝাই দিয়া থাকেন। কাজেই কম্‌তার জন্য কোং দায়ী নহে।

D. যে সকল দ্রব্য সহজে জ্বলিয়া উঠে (explosive articles) সেই সকল জিনিসের জন্য "ডি" ফারম দিতে হয়; যেমন বারুদ, কেরোসিন তৈল, ইত্যাদি।

E. হাতী ঘোড়া প্রভৃতি পাঠাইতে হইলে 'ই' ফারমে দিতে হয়।

F. ইহাও E কারমের মত।

G. "জি" ফারম দিলে "D" ফারম ছয়মাস পর্য্যন্ত চলে।

H. "এইচ" ফারম দিলে "B" ফারম ছয় মাস পর্য্যন্ত চলে।

X. "ডি" ফারমের অপেক্ষা যে সকল জিনিশ খুব শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে। তাহার জন্য X ফারম দিতে হয়।

Y. "এক্স" ফারমের ছয় মাস মিয়াদি ফারম।

৭। মাশুল দিবার নিয়ম।

মাল-গুদামে মাল চালান দিতে হইলে, অধিকাংশ স্থলে মাল খালাস করিবার কালীন মাশুল দিতে হয়। কিন্তু অনেক জিনিস আছে যাহার জন্য রেল কোম্পানী অগ্রিম মাশুল আদায় করিয়া থাকেন; যেমন কাঁচা তরি-তরকারী, ফল, মাখন, ঘি, মিষ্টান্ন খালি টীন. ভূসী, খালি বাক্স ও ঝুড়ি, প্রভৃতি।

৮। Indemnity Bond.

ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড্ কি? রেলের রসিদ হারাইয়া গেলে ৷৷০ আনা দামের Indemnity Bond কাগজে সহি করিয়া, মাল ছাড়াইতে হয়; কিন্তু রসিদ যদি প্রেরকের নামে থাকে, তবে প্রেরকের নিকট হইতে ষ্টেশন-মাষ্টারের উপর ডাকযোগে একখানি আদেশপত্র আনাইতে হয়।

৯। Claims for refund.

কোম্পানীর উপর দাবী।

রসিদে মাশুল কম লেখা থাকিলে অথবা রেট কসিতে ভুল হইলে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অগ্রে মাশুল আদায় লইয়া মাল ডিলিভারী দিয়া থাকেন; কিন্তু মাশুল বেশী লেখা থাকিলে, তাঁহারা সহজে ফেরত দেন না। কিন্তু রেলের আইন অনুসারে তাহারা আদান প্রদান কবিতে বাধ্য। কোম্পানী জানিয়া শুনিয়া কিছু বলেন না; এইটী তাঁহাদের ব্যবসায়ের চাতুরী। তা'ছাড়া, যদি মালের কমিকম্‌তা হয়, তাহাও সহজে Remark লিখিতে দেয় না। ছয় মাসের ভিতর দাবীর দরখাস্ত না করিলে, আর দরখাস্ত মঞ্জুর কবা হয় না। সাধারণ মহাজনেরা অনেকে ইংরাজি ও রেলের আইন-কানুন জানেন না; কাজেই অপরের দ্বারায় দরখাস্ত লেখাইয়া সহজে আদায় হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর হাওড়াতে Claims Superintendent এর নিকট, E. B. Ry.র কয়লাঘাটে Traffic Managerএর নিকট, B. N. Ry. Goods Superintendent, Garden Reach, Calcutta; এবং B. N. W. Ry Traffic Manager—Gorakpur প্রভৃতি ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাইতে হয়। চিঠিপত্রের দ্বারায় টাকা বা ক্লেম. আদায় না হইলে, সহজে লোকে আদালতের আশ্রয় লইতে চায় না; হ'য়ত ১০০৲ টাকার ক্লেমে ৭৫৲ টাকা কোম্পানী দিতে রাজি হয়; কাজেই মহাজন লোকসান স্বীকার করিয়া ঐ টাকা লইয়া থাকেন। আমাদের এখানে রেলের দরখাস্ত ও আদায় করিবার একটী বিভাগ আছে। আমরা অনেকদিন ধরিয়া এই কার্য্য করিয়া আসিতেছি। টাকা আদায় করিয়া দিলে, নিম্নলিখিত হারে কমিশন লইয়া থাকি :—যথা ১৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত ১৲, তদুর্দ্ধে প্রতি

টাকায় ⁄০ আনা। আবশ্যক হইলে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিতে পারেন।

১০। Heavy Bulky Articles.

ভারী জিনিস।

রেলে ভারি জিনিস (যেমন কয়লা, মোটা কাষ্ঠ, কলের কোন অংশ কল প্রভৃতি) পাঠাইতে হইলে মহাজনকে বোঝাই ও খালাস করিয়া দিতে হয়। যদি উহার জন্য Crane ক্রেন্ আবশ্যক হয়, কোম্পানীকে সংবাদ ও খরচা দিলে, ক্রেন্ দিয়া থাকেন। এ সকল বন্দোবস্ত স্থানীয় মালবাবুর সহিত করিতে হয়। সাধারণতঃ ক্রেন চার্জ্জ টন প্রতি অর্থাৎ (যত টনের ক্রেন দরকার হইবে তত টন) ২৲ টাকা খরচ দিতে হইবে। যদি টনের ব্যবস্থা করা না হয় এবং গাড়ি আসিয়া ভাড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি ঘণ্টায় ৮ পাই প্রতি টনে ডিমারেজ্ দিতে হইবে। সেই জন্য গাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বে ষ্টেশন মাষ্টারকে ক্রেনের জন্য দরখাস্ত করিয়া রাখিলে ঝন্‌ঝাট্ থাকে না এবং ডিমারেজ্ দিতে হয় না। পূর্ব্বাহ্নে দরখাস্ত দিলে রেল কোম্পানি তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

১১। ডিমারেজ্ রেট।

সাধারণতঃ মাল গুদামে মাল খালাস হইবার পর ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডিমারেজ্ লাগে না। তাহার পর ডিমারেজ্ দিতে হয়। কিন্তু উহার মধ্যে যদি বড়দিন (Christmas Day), ছোট দিন (Good-friday) ও রবিবার পড়ে, তাহা হইলে তাহা গণনার মধ্যে গণ্য হয় না। তাহার পর ৵০ আনার

কম যদি হয়, তাহা হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভিন্ন।২ মালে ভিন্ন।২ রূপ রেটে ডিমারেজ্ লওয়া হইয়া থাকে। মোটামুটী মন করা প্রত্যহ দুই পাই আন্দাজ ডিমারেজ্ লাগে। কয়লার গাড়ি, বালির গাড়ি, কেরোসিন্ তৈলের গাড়ি, খনিজ্ দ্রব্যের গাড়ি, কাটের গাড়ি প্রভৃতি গাড়িতে ঘণ্টা হিসাবে ডিমারেজ্ লাগিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল মাল পৌঁছাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বদা ষ্টেসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাবড়াতে ডিমারেজ্ রেট স্বতন্ত্র। এখানে হাবড়ার সম্বন্ধে কিঞ্চিত আভাস দেওয়া হইল।

ভুষি মাল অর্থাৎ চাল, ধান, কলাই, ডাল প্রভৃতি মাল গুদামে খালাস হইলে প্রথম ৪৮ ঘণ্টা ডিমারেজ্ লাগিবে না, তাহার পর পাঁচ দিন পর্য্যন্ত দুই পাই প্রতি মনে ডিমারেজ্ লাগিবে। তাহার পর তিন দিন পর্য্যন্ত ছয় পাই হিসাবে ডিমারেজ্ লাগিবে—তাহার পর এক আনা রোজ লাগিবে।

চামড়া, পাথর, তুলা প্রভৃতি ৪৮ ঘণ্টার পর ডিমারেজ্ দিতে হয়। তুলা বোরায় ভর্ত্তি হইলে এক আনা মন—পাকা গাঁট বাঁধাই হইলে ২ পাই মন লাগে। চামড়া প্রথম ও দ্বিতীয় দিন তিন পাই রেট, তাহাব পর ছয় পাই হিসাবে ডিমারেজ্ লাগে। ধাতুর জিনিষ যথা পাথর, বালি, মাটী, সুরকি, কয়লা চুণ ইত্যাদির ২৪ ঘণ্টার পরে ছয় পাই মনে দুই দিন পর্য্যন্ত চার্জ্জ হয়, তাহার পর মনপ্রতি দিন এক আনা। পুরা গাড়ি (full wagon) হইলে বাত্রে ডিমারেজ্ হয় না—দিনে ৮ পাই প্রতি টনে ও প্রতি ঘণ্টায় যতক্ষণ না মাল খালাস হয়, সেই হিসাবে ডিমারেজ্ দিতে হয়। এই সকল ডিমারেজ্ দিয়া ও মহাজনেব মাল হাবড়ার গুদামে রাখেন। বিশেষ বিবরণ আমার লিখিত "মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব" নামক পুস্তকে "হাবড়া" বিবরণে দেখুন।

ই, আই, আর, রেলের ভাড়া।

"মহাজন-সখার" প্রথম সংস্করণে হাওড়া হইতে কালকা পর্য্যন্ত রেলের মাইল ও ভাড়া দিয়াছিলাম। কাগজের দুর্মূল্যের জন্য ও বিশেষ আবশ্যক না থাকায় এবার তাঁহা দিলাম না। প্রতি ঘরে ঘরে পঞ্জিকা আছে, তাহা দেখিয়া লইবেন।

কোন্ কোন্ মাল কি ক্লাসে যায় তাহার একটী মোটামুটী তালিকা এইখানে দেওয়া গেল।

জিনিসেব নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
আবিব	২ ১ O. R.
আলু ২৭০/ মোনে special rate আছে	২ ১ O. R.
আল্‌তা	৪ ৩ O. R.
ফট্‌কিবি	১
আমচুব	২
আমলা, আমলকী	২
মৌবী	১
যন্ত্র ডাক্তাবী ও চক্ষুব চিকিৎসা প্রভৃতি	৫
পোষাক পরিচ্ছদ	৩
আবারুট	৩
ছাই	১
হিং	২
আটা	২ ১ O. R.
গাড়িব চাকা	২
নূতন বোবা	১
পুরাতন	২
বাঁশ	২
খাঁচা	৩ ২ O. R.
লোহাব কড়ি	২
বিছানা	৩
পিতলেব খেলনা	৫
পান	৩ ২ O. R.
সুপাবি	৩ ২ O. R.
সিদ্ধি	৫
বাইসাইকেল দুই মণের মাশুল যাহা	৫ ৪ O. R.
কম্বল	২
জুতা	২
হাড় ও হাড়ের গুঁড়া	১
খালি শিশি	২ ১ O. R.

O. R. চিহ্নগুলিতে কম মাশুল লাগে, কিন্তু মহাজনকে রিস্ক্-নোট দিতে হয়। যাহাতে চিহ্ন নাই, তাহা রেল-রিস্কে যাইবে।

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
কাঠের খালি বাক্স	২ ১ O. R.
ছুরি	১
পিতলের বাসন	৩ ২ O. R.
রুটী	৩
ইট্	১
বালৃত্তি	২
মাখম	৩ ২ O. R.
মোমবাতি	৩
বেত্ত	২
দালচিনি	৩ ২ O. R.
পিজবোর্ড	৩
কারপেট্	৩ ২ O. R.
গাড়ি ৪ চাকা ২৭/ মনের চার্জ্জ হইবে	৩
ঐ ২ চাকা ১৩৷৷৹ মণের চার্জ্জ হইবে	৩
গাড়ি খুলিয়া পাঠাইলে	২

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে
খালি পিপা	২ ১ O. R.
রেড়ির তৈল	২ ১ O. R.
বিলাতি মাটী	১
চারপাই খাট	৩ ২ O. R.
ঐ প্যাক করা	৩ ২ O. R.
লঙ্কা ১০০/	২ ১
চিঁড়ে	২
দেশী চুরুট	৩
ঐ বিলাতি	৪
ঘড়ি	৫
লবঙ্গ	৩ ২ O. R.
কয়লা	১

ইহার গাড়ির রেট খুব কম আছে।

নারিকেল	২

২০০/ মণের ভাড়া দিলে এক গাড়িতে ৩৮০/ মণ পর্য্যন্ত বোঝাই

দেওয়া যায়; তাহার রেটও কম পড়ে। এক গাড়িতে দশহাজার যায়।

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাসে হইবে।
সুতুলি	২
করগেটের চাদর	২
ঐ বাণ্ডিল বাঁধা	১
তুলা	৫
ছুরি কাঁচি	৪
ধুনা	২
দরজা (কাঠের)	১
ঐ পালিশ করা	৩
ঐ লোহার	২
দেশী গাছ গাছড়া	২
ঐ (শুকনা)	২
দরমা	২ { ১ O. R.
খালি বাক্স কাটের	২ { ১ O. R.
কানেস্তারা	৪
ঐ নূতন	১
পিপা, কুপা, লোহার ড্রাম	১ O. R,
আতর গোলাপ তৈল ফুলেল	৫
পাকা	৩
জ্বালানি কাষ্ঠ	১

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
শোন্ আল্গা	২
ঐ প্রেসকরা	১
ময়দা	২ { ১ O R.
তুষি	১
শুষ্কফল	২
ঐ তাজা	৩ { ২ O R
আসবাবপত্র প্যাক্করা	৩
অন্‌প্যাক্	৪
খেলনার জিনিস	১
গাঁজা	৪
রসুন	৩ { ২ O R
মুটিয়া কাপড়	৩ { ২ O R
ঘৃত	৩ { ২ O R
আদা	৩ { ২ O R
কাচের জিনিষ—	
আয়না, চিম্নি, সারসি	৫

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
ছাগলের চামড়া—	
শুষ্ক	২
ভিজা	২
চর্বি	২ / ১ O. R.
পুরাতন বোবার বাণ্ডিল	২
জাঁতা	৩ / ২
কামারের জাঁতা	৩
চামড়া শুষ্ক (Special rate) আছে	২
ঐ কাঁচা	২
হুঁকা	১
মধু	৩
হলুদ	২
বরফ	১
বাদ্যযন্ত্র	৫
কড়ি কাঠের	২
সিন্ধুক	৪ / ৩ O. R.
রাঁধিবার তৈজস্ পত্র	২ / ১ O. R.
লোহার জএট	১
লোহার ও ধাতুর	

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
পাইপ	২
গাড়ির চাকা	২
গুড় (Special rate) আছে	২ / ১ O. R.
জিরা	১
পাট (Loose)	২
ঐ প্রেসকরা	১
কেরোসিন তৈল	৪
ঐ ৭৬°	৩ O. R.
গালা	২
গালা গুড়া	১
লিমনেড্	৩ / ২ O. R.
চুণ (Special rate আছে	১
লগেজ্ জিনিস	৩
মার্বেল পাথর	২
দিয়াশলাই	৫ O. R.
ঔষধ বিদেশী	৪
অভ্র প্যাক	৪
ঐ গুড়া	২
কলের চিনি	১
মাতগুড় (Special rate) আছে	২
হরিতকী	১

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
খৈল (Special rate আছে	১
তৈল—	
বাদামের	৫
বেড়ির	২ / ১ O. R.
চামেলী	৫
নারিকেল	২ / ১ O. R.
তিসির	”
লুব্রিকেটিং	১
পোস্তদানা	৪
তারপিন্	৪
সরিষার	২ / ১ O. R.
পিয়াজ	১ O. R.
রং কাঁচা	৪
ঐ শুকনা	৩ O. R.
পালকি	৪ / ৩ O. R.
কাগজ বস্তায়	১
ঐ বাক্সে	২

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
তেব পল	২ / ১ O. R.
মরিচ	২ O. R.
ছবি	৫
ফ্রেমে আঁটা	
পিস্ গুডস্	
ভাল প্যাক্ করা	৫
ভাল প্যাক্ নাই	৫
কলা	৩ / ২ O. R.
চিনামাটির বাসন	৪
আলু (Special rate আছে	০ / ১ O. R.
মিষ্ট আলু	১ O. R.
দড়ি	১ / ২
ঘাস—	
প্রেস করা	১
অন্প্রেস	২
লবণ ৪০০/ মোণ Special rate	১
শিল্ক, ভেলভেট্ উহার সূতা	৫

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে
সাবান	৩
সুজি (Special rate) আছে	২ ১ O. R.
সুরকি	১
সাধারণ মাল	৩ ২ O. R.
মণিহারী জিনিস	৫
ইস্পাৎ	১
খড় — প্রেসকরা	১
খড় — আল্‌গা	২
দেশী চিনি	১
সাজীমাটী (Special rate আছে	১
সতরঞ্চি	২
মিষ্টান্ন	৫
আল্‌কাতরা	২ ১ O. R.
তুলার সুতা	৪
উলের সুতা	৪
টালি	১
টীনের বাক্স	৩ ৪
নূতন টীন	৪
ঐ পুরাতন	২ ১ O. R.

জিনিসের নাম	কোন্ ক্লাস হইবে।
তামাক (Special rate আছে	২ O. R.
বার্ণিশ	৩ ৪
সিন্দুর	৪ ৩ O. R.
পশম	৫
জিরা	১
ইসপগুল	২
ফলের বিচি যথা—শশা, তরমুজ কাঁকড়ি প্রভৃতি	১
ঝুড়ি কুলিদের	২
ঐ সর্ব্বরকম	৪
চর্ব্বি—ঘিএর মতন	১ ২

কেবল কাষ্ট ক্লাস।

জমান	মৌয়া
মৌরী	ঐ বীজ
বাবুল	জৈ
রেড়ী	চিনি
কুসুমবী	চাকীগুড়

ধনিয়া	মুগ	সরিষা	চাউল
তুলার বীজ	রাই	তিসি	বুট
গাজরবীজ	লবণ	নিমবীজ	গম
শোণ	হরীতকী	পোস্তদানা	মটর
হুড়হুড়া বীজ	আটা	মূলার বীজ	মসুরি
কালাজিরা	ময়দা	রাই	খেসারী
নীলবীজ	সুজি	সাগুদানা	জব
খুবিয়া	পিয়াজ	তারাবীজ	বহড়
খস্‌খস্‌	আলু	তোকমারি	খৈল
তিল	গাজর	ভূষী	গুড়
মেথি	ঘাস	খড়ি	শোর গোঁজা
জৈ	ধান্য	ডাল	ভুট্টা

যত প্রকার ভুষিমাল আছে, অধিকাংশই ফাষ্ট ক্লাশ রেটে যায়। মোটামুটী কয়েকটী জিনিসের তালিকা দেওয়া হইল।

সমস্ত বিষয় খুঁটিয়া দিতে হইলে, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। ইহাপেক্ষা যাঁহারা বেশী কিছু সংবাদ জানিতে চান, তাঁহারা স্থানীয় ষ্টেসনের মালবাবুর সহিত পরামর্শ মতে কার্য্য করিবেন, কারণ রেলওয়ে গুড্‌স্‌ টেরিফ দেখিলে সহজে কেহ বুঝিতে পারিবেন না।
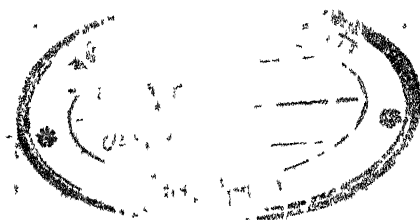
Special Class Goods.

কয়েকটী মালের পুরা-গাড়ির রেট্ ও তাহাব নিয়ম এই স্থানে দেওয়া গেল। আবশ্যকমত হিসাব করিয়া দেখুন।

ভুসী মাল।

ভূসী মাল বলিলে Grains & seeds বোঝায়—অর্থাৎ বুট, গম, তিসি সরিষা, চাল, ধান ইত্যাদি। এই সকল জিনিস ৪০০/ মোন হইলেই সকল ষ্টেসন হইতে একটী Special রেট পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ষ্টেসনের গুরুত্ব বুঝিয়া Special rate অপেক্ষা আরও কম রেট্ আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পাটনা, কানপুর, এলাহাবাদ, চান্দাউসি, আগ্রা ও ডিল্লি প্রভৃতি স্থান হইতে বিশেষ Special rate আছে (বলা বাহুল্য সমস্ত হাওড়াতে মাল পাঠান চাই) আবার পঞ্জাব প্রদেশ হইতে খুব বেশী মাল রপ্তানি হয় বলিয়া বিশেষ Special rate আছে। তিসি সম্বন্ধে আবার স্বতন্ত্র রেট আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে তিসি যাহা কলিকাতার দিকে চালান আইসে বলিয়া হাওড়া ও খিদিরপুর ডকের জন্য খুব কম মাশুলের একটী Special rate দেওয়া আছে। আবার রেলি ব্রাদার্সের যে সকল Out-Ageney আছে—তাহার জন্য ও Special rate এব ব্যবস্থা আছে।

ইংরাজ সওদাগরের যেখানে নানাপ্রকার কল (mill) আছে, তাহাদের মিলের কাঁচা মাল—অর্থাৎ যে মালের আবাব মিলের মাল উৎপন্ন হয়—তাহার জন্য কলওয়ালারা Special rate করাইয়া লইয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কয়লার মাশুল খুব কম রেটে বুক (Book) হয়। রাণীগঞ্জ, ও মানভূম জেলার মধ্যে যে সকল কয়লা খাদ আছে—সেই সকল ষ্টেসন

হইতে খুব কম রেট্ আছে,—বিশেষতঃ যে সকল কয়লা খিদিরপুর ডকে চালান যায়—তাহার জন্য Special rate আছে। বিলাতি জাহাজের ভাড়ার মাশুলের তেজিমন্দা হইলেই কয়লার রেটের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সেই জন্য কয়লার রেটের rate list সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইয়া বাহির হইয়া থাকে।

এইবার আমরা হাবড়ার রেটের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। হাবড়ার জন্য অনেক জিনিসের নানাপ্রকার Special rate আছে, কেননা ভারতের উৎপন্নজাত জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণপুরে চালের আমদানি প্রচুর পরিমাণে রেলযোগে, নৌকায় ও ষ্টীমারে হইয়া থাকে বলিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানি অন্যান্য কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য কেবল রামকৃষ্ণপুরের জন্য কম রেট্ করিয়াছেন।

কেরোসিন তৈলের একটী স্বতন্ত্র রেট্ আছে। আজকাল তৈলের ইংরাজ সওদাগরগণ ভারতের প্রসিদ্ধ বাজারে কেরোসিন তৈলের Bulk oil এর Tank Depot খুলিয়াছেন বলিয়া, কেবল তাহাদের জন্য একটী Special rate আছে। মোটামুটী Special rate সম্বন্ধে যাহা আভাস দিলাম, তাহাতে নূতন ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে অনেক সাহায্য হইবে।

এইবার মাশুলের চাতুরির কথা একটু খুলিয়া লিখিব। মনে করুন ? কানপুর হইতে আপনাকে শ্রীরামপুর ষ্টেসনে একরেল আটা ময়দা আনাইতে হইবে। সাধারণ Special rate এ আপনি দেখিলেন—যে কানপুর হইতে শ্রীরামপুর মন প্রতি ১।০ পাঁচসিকা রেট হয়, কিন্তু আপনি যদ্যপি হাবড়াতে মাল বুক্ করান, তাহা হইলে ৸০ আনা মন রেট হয় ? এখন এইখানে আপনাকে একটু চাতুরি করিতে হইবে—অর্থাৎ হাবড়াতে মাল বুক্ করিয়া, পুনরায় হাওড়া হইতে শ্রীরামপুরে মাল বুক করিলে মন করা আপনার ।৶১০ মাশুলে কম হইবে অর্থাৎ এক রেল ৪০০/ মোন মালে প্রায় ৩৮৲ টাকা কম পড়িবে। আলুর মরসুমের সময় পাটনা, নৈনিতাল, জোনপুর, সিমলা ও কালকাতে যে সকল মহাজনেরা হাবড়াতে আলু চালান দেয়, তাহারা পাঁচজনে মিলিয়া নিজেদের বোরায় মার্কা দিয়া, একখানি গাড়িতে এক নামে চালান দিয়া মাশুলের পড়্তা কম করিয়া থাকে। ব্যবসা করিতে হইলে রেলের কিছু

নিয়মাবলী জানা থাকিলে বুদ্ধির দাবায় মাওলের অনেক সুবিধা করিতে পারা যায়।

ভুসী।

ভুসী বলিলেই ধান্য, বুট, গম ও ডালের ভুসী বুঝায়। ইহা ২০০/ মণ একখানি গাড়িতে বোঝাই দিলে এবং ২০০ মাইলের উপর হইলে $\frac{১}{৬}$ পাই প্রতিমণে ও প্রতি মাইলে ভাড়া লাগে; কিন্তু ইহা মহাজনকে বোঝাই ও খালাস করিয়া দিতে হইবে। রেট কসিয়া সহজে বুঝিয়া দেখুন।

নারিকেল।

একখানি গাড়িতে ২০০/ মণ হইলেই কম মাশুলে যায়; কিন্তু উহা আপনাকে বোঝাই ও খালাস করিয়া দিতে হইবে। আপনি চাবি দিয়া গাড়ি পাঠাইতে পারেন। ইহা Scale rate A ক্লাসে যায় অর্থাৎ মাইল এজ রেটের অপেক্ষা /০, /১০ মণ কবা বেশী পড়ে।

জ্বালানি কাষ্ঠ।

যে মাল গাড়িতে যত ওজন লেখা আছে, তত মণ বোঝাই দিতে পারা যায়। ইহা নিজের রিস্কে দিতে হয় এবং মহাজনকে বোঝাই ও খালাস করিতে হয়। ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত ।/০ আনা মাইল।

১৫০.................।০ আনা।

ইট।

পোড়ান ইট নানা প্রকাব সাইজের একগাড়ি পূর্ণ করিয়া দিলে $\frac{১}{২}$ প্রতি মণে ও প্রতি মাইলে ভাড়া দিতে হয়। বোঝাই ও খালাস মহাজনকে করিতে হয়।

পাট ও শোণ।

১৬০/০ মোণ হইলেই একখানি পূরা গাড়িতে ও কম বেটে যায়। উহাও Scale rate A. তবে যে সকল ষ্টেসন হইতে প্রচুব পবিমাণে পাট চলে, সেই সকল ষ্টেসনেব জন্য আবও কম বেটু আছে। পাঁট বাঁধাই মাল হইলে তাহার বেটু আছে, সে সকল বিষয় স্থানীয় ষ্টেসন হইতে জানিয়া লইতে হয়।

আটা, ময়দা ও সুজি।

৩৪০/ মোন হইলেই পুবাগাড়িব বেটে যাইবে। যে সকল ষ্টেসনে কল আছে সেই সকল ষ্টেসন হইতে Special rate আছে। যেমন ডিল্লি, কানপুব ও পাটনা হইতে উপবোক্ত জিনিসেব Special rate আছে। বিশেষতঃ সকল ষ্টেসন হইতে হাবড়াতে Special rate আছে। যখন যেরূপ দব হইবে পড়তা বুঝিয়া আনাইলে সুবিধা দর পড়ে।

গুড় ও মাংগুড়।

গুড় ও মাংগুড় ২৭০/ মণ হইলেই পূরা গাড়িব রেট পাওয়া যায়, তবে মাইল অনুসারে এইরূপ রেট হয়—

২৫০ মাইল	...	...	$\frac{১}{৪}$	প্রতি মণে ও প্রতি মাইলে
২৫১ নং ৩৫০	...	...	$\frac{১}{৫}$	" " "
৩৫১ নং ৬৫০	...	...	[illegible]	" " "

এইটী মোটামুটী নিয়ম, তবে মাইলেব কম বেশী অনুসাবে টারমিনেল চার্জ্জ ৩ পাই ও ৬ পাই মণ হইয়া থাকে; কিন্তু মাৎগুড় ৩৪০/ মণ হইলে $\frac{১}{৬}$ প্রতিমণে ও প্রতিমাইলে যায়।

খৈল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া বেলওয়েতে খৈল পাঠাইতে হইতে অনেক স্থানে অর্থাৎ যেথানে তৈলেব কল আছে--এবং অধিক পরিমানে খৈল চালান যায়- তথা হইভে স্বতন্ত্র Special rate আছে। সাধারণতঃ খৈল মহাজনে বোঝাই ও খালাস কবিয়া দিলে ২০০ মাইল বা ততোধিক দূবতা হইলে খুচবা মাল অপেক্ষা কম বেট হয়—অর্থাৎ $\frac{১}{৪}$ পাই প্রতি মনে ও মাইলে+terminal. চার্জ্জ হয়। আবাব ৩৮০/ মোনেব উপব হইলে আব ও বেট কম পড়ে—এইটী সাধারণ নিয়ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল স্থানে কল আছে অর্থাৎ বাণীগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুব, মুঙ্গেব ও পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে স্বতন্ত্র বেট আছে। আবাব যেথানে ষ্টীমাব ষ্টেসন, বেল ষ্টেসনেব নিকটে আছে, তথায় আব ও সুবিধা বেট দেওয়া আছে। বেল কোম্পানি ষ্টীমাব ষ্টেসনে প্রতিযোগিতা কবিবাব জন্য অনেক মালেব বেট খুব কমাইয়া দিয়া বাখিয়াছেন।

পাঞ্জাব ও লুধিয়ানাতে প্রচুব পবিমাণে খৈল পূর্ব্ব দিক হইতে চালান গিয়া থাকে সেই জন্য downএব দিক হইতে পঞ্জাব ও লুধিয়ানাতে খৈল পাঠাইতে হইতে খুব কম বেট দেওয়া আছে। যে সকল ষ্টেসনে তৈলেব কল আছে সেই সকল ষ্টেসন হইতে লুধিয়ানাতে একটী Special rate আছে। বেল কোম্পানির "মানোয়াবী" নামক ষ্টেসনে একটী রেড়ীব তৈলের কল আছে ঐ কলেব সমস্ত খৈল এক বৎসবেব জন্য ঠিকা (contract) দেওয়া হয়। এবং down এব দিকে ঐ খৈল চালান আইসে বলিয়া মানোয়াবী, হইতে Special rate আছে।

"মাশুলের রেট টেবিল।"

৮ পাই টারমিন্যাল ইহাতে যোগ আছে।

মাইল	I class	II class	III class
১	,,	,,	,,
২	,,	,,	,,
৩	,,	,,	,,
৪	,,	,,	,,
৫	,,	,,	,,
৬	,,	,,	,,
৭	,,	,,	,,
৮	,,	,,	,,
৯	,,	,,	,,
১০	/০	/১	/৩
১১	/০	/২	/৩
১২	/০	/২	/৪
১৩	/০	/৩	/৫
১৪	/১	/৩	/৫
১৫	/১	/৪	/৬
১৬	/১	/৪	/৭
১৭	/২	/৫	/৭
১৮	/২	/৫	/৮
১৯	/২	/৬	/৯
২০	/৩	/৬	/৯
২১	/৩	/৭	/১০
২২	/৩	/৭	/১১
২৩	/৪	/৮	/১১
২৪	/৪	/৮	৵০
২৫	/৪	/৯	৵১
২৬	/৫	১০	৵২
২৭	/৫	/১০	৵২
২৮	/৫	/১০	৵৩
২৯	/৬	/১১	৵৩
৩০	/৬	/১১	৵৪
৩১	/৬	৵০	৵৫
৩২	/৭	৵০	৵৫
৩৩	/৭	৵১	৵৬
৩৪	/৭	৵১	৵৭
৩৫	/৮	৵২	৵৭
৩৬	/৮	৵২	৵৮
৩৭	/৮	৵৩	৵৯
৩৮	/৯	৵৩	৵৯
৩৯	/৯	৵৪	৵৯
৪০	/৯	৵৪	৵১১
৪১	/১০	৵৫	৵১১
৪২	/১০	৵৫	৵০

মাইল	I class	II class	III class.
৪৩	৴১০ পাই	৵৬ পাই	৶১ পাই
৪৪	৴১১	৵৬	৶১
৪৫	৴১১	৵৭	৶২
৪৬	৴১১	৵৭	৶৩
৪৭	৵০	৵৮	৶৩
৪৮	৵০	৵৮	৶৪
৪৯	৵০	৵৯	৶৫
৫০	৵১	৵৯	৶৫
৫১	৵১	৵১০	৶৬
৫২	৵১	৵১০	৶৭
৫৩	৵২	৵১০	৶৭
৫৪	৵২	ঐ	৶৮
৫৫	৵২	৶০	৶৯
৫৬	৵৩	৶০	৶৯
৫৭	৵৩	৶১	৶১০
৫৮	৵৩	৶১	৶১০
৫৯	৵৪	৶২	৶১১
৬০	৵৪	৶২	৶১১
৬১	৵৪	৶৩	।০
৬২	৵৫	৶৩	।১
৬৩	৵৫	৶৪	।১
৬৪	৵৫	৶৪	।২
৬৫	৵৬	৶৫	।৩
৬৬	৵৬	৶৫	।৪
৬৭	৵৬	৶৬	।৫
৬৮	৵৬	৶৬	।৫
৬৯	৵৬	৶৭	।৬

মাইল	I class	II class	III class
৭০	৵৬ পাং	৶৭ পাং	।৭ পাং
৭১	৵৬	৶৭	।৭
৭২	৵৬	৶৭	৭
৭৩	৵৬	৶৭	।৭
৭৪	৵৬	৶৭	।৭
৭৫	৵৯	৶১০	।১০
৭৬	৵৯	৶১০	।১১
৭৭	৵৮	৶১০	।১১
৭৮	৵৮	৶১০	।১১
৭৯	৵৮	৶১০	।১১
৮০	৵৯	৶১০	।১১
৮১	৵৯	৶১১	।৴০
৮২	৵৯	৶১১	।৴১
৮৩	৵১০	।০	।৴১
৮৪	৵১০	।০	।৴২
৮৫	৵১০	।০	।৴৩
৮৬	৵১১	।১	।৴৩
৮৭	৵১১	।১	।৴৪
৮৮	৵১১	।১	।৴৫
৮৯	৶০	।২	।৴৫
৯০	৶০	।২	।৴৬
৯১	৶১	।৪	।৴৭
৯২	৶১	।৪	।৴৭
৯৩	৶১	।৫	।৴৮
৯৪	৶১	।৫	।৴৯
৯৫	৶২	।৬	।৴৯
৯৬	৶২	।৬	।৴১০

মাইল	I class	II class	III class.
৯৭	৶২ পাই	।৭ পাই	।৴১১পাং
৯৮	৶৩	।৭	।৵০
৯৯	৶৩	।৮	।৵০
১০০	৶৩	।৮	।৵১
১০১	৶৪	।৯	।৵১
১০২	৶৪	।৯	।৵২
১০৩	৶৪	।১০	।৵৩
১০৪	৶৫	।১০	।৵৩
১০৫	৶৫	।১১	।৵৪
১০৬	৶৫	।১১	।৵৫
১০৭	৶৬	।৴০	।৵৫
১০৮	৶৬	।৴০	।৵৬
১০৯	৶৬	।৴০	।৵৭
১১০	৶৭	।৴০	।৵৭
১১১	৶৭	।৴২	।৵৮
১১২	৶৭	।৴২	।৵৯
১১৩	৶৮	।৴৩	।৵৯
১১৪	৶৮	।৴৩	।৵১০
১১৫	৶৮	।৴৪	।৵১১
১১৬	৶৯	।৴৪	।৵১১
১১৭	৶৯	।৴৫	।৶০
১১৮	৶১০	।৴৫	।৶১
১১৯	৶১০	।৴৬	।৶১
১২০	৶১০	।৴৬	।৶২
১২১	৶১০	।৴৭	।৶৩
১২২	৶১১	।৴৭	।৶৩
১২৩	৶১১	।৴৮	।৶৪
১২৪	৶১১	।৴৮	।৶৫
১২৫	।০	।৴৯	।৶৫
১২৬	।০	।৴৯	।৶৬
১২৭	।০	।৴১০	।৶৭
১২৮	।০	।৴১০	।৶৭
১২৯	।১	।৴১১	।৶৮
১৩০	।১	।৴১১	।৶৯
১৩১	।২	।৵০	।৶৯
১৩২	।২	।৵০	।৶১০
১৩৩	।২	।৵১	।৶১১
১৩৪	।৩	।৵১	।৶১১
১৩৫	।৩	।৵২	॥০
১৩৬	।৩	।৵২	॥১
১৩৭	।৪	।৵৩	॥১
১৩৮	।৪	।৵৩	॥২
১৩৯	।৪	।৵৪	॥৩
১৪০	।৫	।৵৪	॥৩
১৪১	।৫	।৵৫	॥৪
১৪২	।৫	।৵৫	॥৫
১৪৩	।৫	।৵৬	॥৬
১৪৪	।৬	।৵৬	॥৭
১৪৫	।৬	।৵৭	॥৭
১৪৬	।৭	।৵৭	॥৭
১৪৭	।৭	।৵৭	॥৮
১৪৮	।৭	।৵৮	॥৯
১৪৯	।৮	।৵৯	॥৯
১৫০	৮	।৵৯	॥১০

মাইল	I class	II class	III class
১৫১	।৮ পাই	।৵১০ পাই	॥১১ পাই
১৫২	।৯	।৵১০	॥১১
১৫৩	।৯	।৶০	॥/০
১৫৪	।৯	।৶০	॥/১
১৫৫	।১০	।৶০	॥/১
১৫৬	।১০	।৶০	॥/২
১৫৭	।১১	।৶১	॥/৩
১৫৮	।১১	।৶১	॥/৩
১৫৯	১১	।৶২	॥/৩
১৬০	।১১	।৶২	॥/৫
১৬১	।/০	।৶৩	॥/৫
১৬২	।/০	।৶৩	॥/৫
১৬৩	।/০	।৶৪	॥/৬
১৬৪	।/০	।৶৪	॥/৭
১৬৫	।/১	।৶৫	॥/৭
১৬৬	।/১	।৶৫	॥/৮
১৬৭	।/২	।৶৬	॥/৯
১৬৮	।/২	।৶৬	॥/০০
১৬৯	।/২	।৶৭	॥/১১
১৭০	।/৩	।৶৭	॥/১১
১৭১	।/৩	।৶৭	॥৵০
১৭২	।/৩	।৶৮	॥৵১
১৭৩	।/৪	।৶৮	॥৵১
১৭৪	।/৪	।৶৯	॥৵২
১৭৫	।/৪	।৶৯০	॥৵৩
১৭৬	।/৫	।৶১০	॥৵৩
১৭৭	।/৫	।৶১১	॥৵৪

মাইল	I class	II class	III class
১৭৮	।/৫পাই	।৶১১পাই	॥৵৫পাই
১৭৯	।/৬	॥০	॥৵৫
১৮০	।/৬	॥০	॥৵৬
১৮১	।/৬	॥১	॥৵৭
১৮২	।/৭	॥১	॥৵৭
১৮৩	।/৭	॥২	॥৵৮
১৮৪	।/৭	॥২	॥৵৯
১৮৫	।/৮	॥৩	॥৵৯
১৮৬	।/৮	॥৩	॥৵১০
১৮৭	।/৮	॥৪	॥৵১১
১৮৮	।/৯	॥৪	॥৵১১
১৮৯	।/৯	॥৫	॥৶০
১৯০	।/৯	॥৫	॥৶১
১৯১	।/১০	॥৬	॥৶১
১৯২	।/১০	॥৬	॥৶২
১৯৩	।/১০	॥৭	॥৶৩
১৯৪	।/১১	॥৭	॥৶৩
১৯৫	।/১১	॥৮	॥৶৪
১৯৬	।/১১	॥৮	॥৶৫
১৯৭	।৵০	॥৯	॥৶৫
১৯৮	।৵০	॥৯	॥৶৬
১৯৯	।৵০	॥১০	॥৶৭
২০০	।৵১	॥১০	॥৶৭
২০১	।৵১	॥১১	॥৶৮
২০২	।৵১	॥১১	॥৶৯
২০৩	।৵২	॥/০	॥৶৯
২০৪	।৵২	॥/০	॥৶১০

মাইল	I class	II class	III class
২০৫	।৵/২	॥/১	॥৶/১১
২০৬	।৵/৩	॥/১	॥৶/১১
২০৭	।৵/৩	॥/২	৸০
২০৮	।৵/৩	॥/২	৸১
২০৯	।৵/৪	॥/৩	৸১
২১০	।৵/৪	॥/৩	৸২
২১১	।৵/৪	॥/৪	৸৩
২১২	।৵/৫	॥/৪	৸৩
২১৩	।৵/৫	॥/৫	৸৪
২১৪	।৵/৫	॥/৫	৸৫
২১৫	।৵/৬	॥/৬	৸৫
২১৬	।৵/৬	॥/৬	৸৬
২১৭	।৵/৬	॥/৭	৸৭
২১৮	।৵/৭	॥/৭	৸৭
২১৯	।৵/৭	॥/৮	৸৮
২২০	।৵/৭	॥/৮	৸৯
২২১	।৵/৮	॥/৯	৸৯
২২২	।৵/৮	॥/৯	৸১০
২২৩	।৵/৮	॥/১০	৸১১
২২৪	।৵/৯	॥/১১	৸১১
২২৫	।৵/৯	॥/১১	৸/০
২২৬	।৵/৯	॥/১১	৸/১
২২৭	।৵/১০	॥৵/০	৸/১
২২৮	।৵/১০	॥৵/০	৸/২
২২৯	।৵/১০	॥৵/১	৸/৩
২৩০	।৵/১১	॥৵/১	৸/৩
২৩১	।৵/১১	॥৵/২	৸/৪

মাইল	I class	II class	III class
২৩২	।৵/১১	॥৵/২	৸/৫
২৩৩	।৶/০	॥৵/৩	৸/৫
২৩৪	।৶/০	॥৵/৩	৸/৬
২৩৫	।৶/০	॥৵/৪	৸/৭
২৩৬	।৶/১	॥৵/৪	৸/৭
২৩৭	।৶/১	॥৵/৫	৸/৮
২৩৮	।৶/১	॥৵/৫	৸/৯
২৩৯	।৶/২	॥৵/৬	৸/৯
২৪০	।৶/২	॥৵/৬	৸/১০
২৪১	।৶/২	॥৵/৭	৸/১০
২৪২	।৶/৩	॥৵/৭	৸/১১
২৪৩	।৶/৩	॥৵/৮	৸৵/০
২৪৪	।৶/৩	॥৵/৮	৸৵/১
২৪৫	।৶/৪	॥৵/৯	৸৵/১
২৪৬	।৶/৪	॥৵/৯	৸৵/২
২৪৭	।৶/৪	॥৵/১০	৸৵/৩
২৪৮	।৶/৫	॥৵/১০	৸৵/৩
২৪৯	।৶/৫	॥৵/১১	৸৵/৪
২৫০	।৶/৫	॥৵/১১	৸৵/৫
২৫১	।৶/৬	॥৶/০	৸৵/৫
২৫২	।৶/৬	॥৶/০	৸৵/৬
২৫৩	।৶/৬	॥৶/১	৸৵/৭
২৫৪	।৶/৭	॥৶/১	৸৵/৭
২৫৫	।৶/৭	॥৶/২	৸৶/৮
২৫৬	।৶/৭	॥৶/২	৸৶/০
২৫৭	।৶/৮	॥৶/৩	৸৵/৯
২৫৮	।৶/৮	॥৶/৩	৸৵/১০

মাইল	I class	II class	III class
২৫৯	।৶৮	॥৶৪	৸৵১১
২৬০	।৶৯	,,	,,
২৬১	,,	॥৶৫	৸৶০
২৬২	,,	,,	৸৶১
২৬৩	।৶১০	॥৶৬	,,
২৬৪	,,	,,	৸৶২
২৬৫	,,	॥৶৭	৸৶৩
২৬৬	।৶১১	,,	,,
২৬৭	,,	॥৶৮	৸৶৪
২৬৮	,,	,,	৸৶৫
২৬৯	॥০	॥৶৯	,,
২৭০	,,	,,	৸৶৬
২৭১	,,	॥৶১০	৸৶৭
২৭২	॥১	,,	,,
২৭৩	,,	॥৶১১	৸৶৮
২৭৪	,,	,,	৸৶৯
২৭৫	॥২	৸০	,,
২৭৬	,,	,,	৸৶১০
২৭৭	,,	৸১	৸৶১১
২৭৮	॥৩	,,	,,
২৭৯	,,	৸২	১৲
২৮০	,,	,,	১৲১
২৮১	॥৪	৸৩	,,
২৮২	,,	,,	১৲২
২৮৩	,,	৸৪	১৲৩
২৮৪	॥৫	,,	,,
২৮৫	,,	৸৫	১৲৪

মাইল	I class	II class	III class
২৮৬	॥৫	৸৫	১৲৫
২৮৭	॥৬	৸৬	,,
২৮৮	,,	,,	১৲৬
২৮৯	,,	৸৭	,,
২৯০	॥৭	,,	১৲৭
২৯১	,,	৸৮	১৲৮
২৯২	,,	,,	১৲৯
২৯৩	॥৮	৸৯	,,
২৯৪	,,	,,	১৲১০
২৯৫	,,	৸১০	১৲১১
২৯৬	॥৯	,,	,,
২৯৭	,,	৸১১	১৴০
২৯৮	,,	,,	১৴১
২৯৯	॥১০	৸৴	,,
৩০০	,,	,,	১৴২
৩০১	,,	৸৴১	১৴৩
৩০২	॥১১	,,	,,
৩০৩	,,	৸৴২	১৴৪
৩০৪	,,	,,	১৴৫
৩০৫	॥৴০	৸৴৩	,,
৩০৬	,,	,,	১৴৬
৩০৭	,,	৸৴৪	১৴৭
৩০৮	॥৴১	,,	,,
৩০৯	,,	৸৴৫	১৴৮
৩১০	,,	,,	১৴৯
৩১১	॥৴২	৸৴৬	,,
৩১২	॥৴২	,,	১৴১০

মাইল	I class	II class	III class
৩১৩	॥/২	৸/৭	১/১১
৩১৪	॥/৩	,,	,,
৩১৫	,,	৸/৮	১৵/০
৩১৬	,,	৸/৯	১৵/১
৩১৭	॥/৪	,,	,,
৩১৮	,,	৸/১০	১৵/২
৩১৯	,,	,,	১৵/৩
৩২০	॥/৫	৸/১১	,,
৩২১	,,	৸৵/০	১৵/৪
৩২২	,,	,,	১৵/৫
৩২৩	॥/৬	৸৵/০	,,
৩২৪	,,	,,	১৵/৬
৩২৫	,,	৸৵/১	১৵/৭
৩২৬	॥/৭	,,	,,
৩২৭	,,	৸৵/২	১৵/৮
৩২৮	,,	,,	১৵/৯
৩২৯	॥/৮	৸৵/৩	,,
৩৩০	,,	,,	১৵/১০
৩৩১	,,	৸৵/৪	,,
৩৩২	॥/৯	,,	১৵/১১
৩৩৩	,,	৸৵/৫	১৶/০
৩৩৪	,,	,,	১৶/১
৩৩৫	॥/১০	৸৵/৬	,,
৩৩৬	,,	,,	১৶/২
৩৩৭	,,	৸৵/৭	১৶/৩
৩৩৮	॥/১১	,,	,,
৩৩৯	,,	৸৵/৮	১৶/৪
৩৪০	॥/১১	৸৵/৮	১৶/৫
৩৪১	॥৵/০	৸৵/৯	,,
৩৪২	,,	,,	১৶/৬
৩৪৩	,,	৸৵/১০	১৶/৭
৩৪৪	॥৵/১	,,	,,
৩৪৫	,,	৸৵/১১	১৶/৮
৩৪৬	,,	,,	১৶/৯
৩৪৭	॥৵/২	৸৶/০	,,
৩৪৮	,,	,,	১৶/১০
৩৪৯	,,	৸৶/১	১৶/১১
৩৫০	॥৵/৩	,,	,,
৩৫১	,,	৸৶/২	১৷০
৩৫২	,,	,,	১৷১
৩৫৩	॥৵/৪	৸৶/৩	,,
৩৫৪	,,	,	১৷২
৩৫৫	,,	৸৶/৪	১৷৩
৩৫৬	॥৵/৫	৸৶/৫	,,
৩৫৭	,,	,,	১৷৪
৩৫৮	,,	,,	১৷৫
৩৫৯	॥৵/৬	৸৶/৬	,,
৩৬০	,,	,,	১৷৫
৩৬১	,,	৸৶/৭	১৷৭
৩৬২	॥৵/৭	,,	,,
৩৬৩	,,	৸৶/৮	১৷৮
৩৬৪	,,	,,	১৷৯
৩৬৫	॥৵/৮	৸৶/৯	,,
৩৬৬	,,	,,	১৷১০

মাইল	I class	II class	III class.
৩৬৭	॥৵৮	৸৶১০	১।১১
৩৬৮	॥৵৯	,,	,,
৩৬৯	,,	৸৶১১	১।৴০
৩৭০	,,	,,	১।৴১
৩৭১	॥৵১০	১৲	,,
৩৭২	,,	,,	১।৴২
৩৭৩	,,	১৲১	১।৴৩
৩৭৪	॥৵১১	,,	,,
৩৭৫	,,	১৲৩	১।৴৪
৩৭৬	,,	,,	১।৴৫
৩৭৭	॥৶০	১৲৩	,,
৩৭৮	,,	,,	১।৴৬
৩৭৯	,,	১৲৪	১।৴৭
৩৮০	॥৶১	,,	,,
৩৮১	,,	১৲৫	১ ৴৮
৩৮২	,,	,,	১।৴৯
৩৮৩	॥৶২	১৲৬	,,
৩৮৪	,,	,,	১।৴১০
৩৮৫	,,	১৲৭	১।৴১১
৩৮৬	॥৶৩	,,	,,
৩৮৭	,,	১৲৮	১ ৵০
৩৮৮	,,	,,	১।৵১
৩৮৯	॥৶৪	১৲৯	,,
৩৯০	,,	,,	১ ৵২
৩৯১	,,	১৲১০	১।৵৩
৩৯২	॥৶৫	,,	,,
৩৯৩	,,	১৲১১	১।৵৪

মাইল	I class	II class	III class
৩৯৪	,,	,,	১।৵৫
৩৯৫	॥৶৬	১৴০	,,
৩৯৬	,,	,,	১।৵৬
৩৯৭	,,	১৴১	১।৵৭
৩৯৮	॥৶৭	,,	,,
৩৯৯	,,	১৴২	১।৵৮
৪০০	,,	,,	১।৵৯
৪০১	॥৶৮	১৴৩	১।৵৯
৪০২	,,	,,	১।৵১০
৪০৩	,,	১৴৪	১।৵১১
৪০৪	॥৶৯	,,	,,
৪০৫	,,	১৴৫	১।৶০
৪০৬	,,	১৴৫	১।৶১
৪০৭	॥৶১০	১৴৬	,,
৪০৮	,,	,,	১।৶২
৪০৯	,,	১৴৭	১।৶৩
৪১০	॥৶১১	,,	,,
৪১১	,,	১৴৮	১।৶৪
৪১২	,,	,,	১।৶৫
৪১৩	৸০	১৴৯	,,
৪১৪	,,	,,	১।৶৬
৪১৫	,,	১৵১০	১।৶৭
৪১৬	৸১	,,	,,
৪১৭	,,	১৴১১	১।৶৮
৪১৮	,,	,,	১।৶৯
৪১৯	৸২	১৵০	,,
৪২০	,,	,,	১।৶১০

মাইল	I class	II class	III class
৪২১	„	১৵১	১৷৶১১
৪২২	৸৩	„	„
৪২৩	„	১৵২	১৷৷০
৪২৪	„	„	১৷৷১
৪২৫	৸৪	১৵৩	„
৪২৬	„	„	১৷৷২
৪২৭	„	১৵৪	১৷৷৩
৪২৮	৸৫	„	„
৪২৯	„	১৵৫	১৷৷৪
৪৩০	৸৫	„	১৷৷৫
৪৩১	৸৬	১৵৬	„
৪৩২	„	„	১৷৷৬
৪৩৩	„	১৵৭	১৷৷৭
৪৩৪	৸৭	„	„
৪৩৫	„	১৵৮	১৷৷৮
৪৩৬	„	„	১৷৷৯
৪৩৭	৸৮	১৵৯	„
৪৩৮	„	„	১৷৷১০
৪৩৯	„	১৵১০	১৷৷১১
৪৪০	৸৯	„	„
৪৪১	„	১৵১১	১৷৷/০
৪৪২	„	„	১৷৷/২
৪৪৩	৸১০	১৶০	„
৪৪৪	„	„	১৷৷/২
৪৪৫	„	১৶১	১৷৷/৩
৪৪৬	৸১১	„	„
৪৪৭	„	১৶২	১৷৷/৪
৪৪৮	„	১৶২	১৷৷/৫
৪৪৯	৸/০	১৶৩	„
৪৫০	„	„	১৷৷/৬
৪৫১	„	১৶৪	১৷৷/৭
৪৫২	৸/১	„	„
৪৫৩	„	১৶৫	১৷৷/৮
৪৫৪	„	„	১৷৷/৯
৪৫৫	„	১৶৬	„
৪৫৬	৸/২	„	১৷৷/১০
৪৫৭	„	১৶৭	১৷৷/১১
৪৫৮	৸/৩	১৶৮	„
৪৫৯	„	১৶৭	১৷৷৵০
৪৬০	„	১৶৮	১৷৷৵১
৪৬১	৸/৪	১৶৯	১৷৷৵১
৪৬২	„	„	১৷৷৵২
৪৬৩	„	১৶১০	১৷৷৵৩
৪৬৪	৸/৫	„	„
৪৬৫	„	১৶১১	১৷৷৵৪
৪৬৬	„	„	১৷৷৵৫
৪৬৭	৸/৬	১৷০	„
৩৬৮	„	„	১৷৷৵৬
৪৬৯	„	১৷১	১৷৷৵৭
৪৭০	৸/৭	„	১৷৷৵৮
৪৭১	„	১৷২	১৷৷৵৮
৪৭২	„	„	„
৪৭৩	৸/৮	১৷৩	„
৪৭৪	„	„	১৷৷৵১০

মাইল	I class	II class	III class.
৪৭৫	”	১।৪	১॥৵১১
৪৭৬	৸/৯	”	”
৪৭৭	”	১।৫	১॥৶০
৪৭৮	”	”	১॥৶১
৪৭৯	৸/১০	১।৬	”
৪৮০	”	”	১॥৶২
৪৮১	”	১।৭	”
৪৮২	৸/১১	”	”
৪৮৩	”	১।৮	১॥৶৪
৪৮৪	”	”	১॥৶৫
৪৮৫	৸৵০	১।৯	”
৪৮৬	”	”	১॥৶৬
৪৮৭	”	১।১০	১॥৶৭
৪৮৮	৸৵১	”	”
৪৮৯	”	১।১১	১॥৶৮
৪৯০	”	”	১॥৶৯
৪৯১	৸৵২	১।/০	”
৪৯২	”	”	১॥৶১০
৪৯৩	”	১।/১	১॥৶১১
৪৯৪	৸৵৩	”	”
৪৯৫	”	১।/২	১৸০
৪৯৬	”	”	১৸১
৪৯৭	৸৵৪	১।/৩	”
৪৯৮	”	”	১৸২
৪৯৯	”	১।/৫	১৸৩
৫০০	৸৵৫	”	”
৫০১	”	১।/৫	১৸৪

মাইল	I class	II class	III class
৫০২	”	”	১৸৫
৫০৩	৸৵৬	১।/৬	”
৫০৪	”	”	১৸৬
৫০৫	”	১।/৭	১৸৭
৫০৬	৸৵৭	”	”
৫০৭	”	১।/৮	১৸৮
৫০৮	”	”	১৸৯
৫০৯	৸৵৮	১।/৯	”
৫১০	”	”	১৸১০
৫১১	”	১।/১০	১৸১১
৫১২	৸৵৯	”	”
৪১৩	”	১।/১১	১৸/০
৫১৪	”	”	১৸/১
৫১৫	৸৵১০	১।৵০	”
৫১৬	”	”	১৸/২
৫১৭	৸৵১০	১।৵১	১৸/৩
৫১৮	৸৵১১	”	”
৫১৯	”	১।৵২	১৸/৪
৫২০	”	”	১৸/৫
৫২১	৸৶০	১।৵৩	”
৫২২	”	”	১৸/৬
৫২৩	”	১।৵৪	১৸/৭
৫২৪	৸৶১	”	”
৫২৫	”	১।৵৫	১৸/৮
৫২৬	”	”	১৸/৯
৫২৭	৸৶২	১।৵৬	”
৫২৮	”	”	১৸/১০

মাইল	I class	II class	III class
৪২৯	,,	১৷৵৭	১৸৴১১
৫৩০	৸৶৩	,,	,,
৫৩১	,,	১৷৵৮	১৸৵০
৫৩২	,,	,,	১৸৵১
৫৩৩	৸৶৪	১৷৵৯	,,
৫৩৪	,,	,,	১৸৵২
৫৩৫	,,	১৷৵১০	১৸৵৩
৫৩৬	৸৶৫	,,	,,
৪৩৭	,,	১৷৵১১	১৸৵৪
৫৩৮	,,	,,	১৸৵৫
৫৩৯	৸৶৬	১৷৶০	,,
৫৪০	,,	,,	১৸৵৬
৫৪১	,,	১৷৶১	১৸৵৭
৫৪২	৸৶৭	,,	,,
৫৪৩	,,	১৷৶২	১৸৵৮
৫৪৪	,,	,,	১৸৵৯
৫৪৫	৸৶৮	১৷৶৩	,,
৫৪৬	,,	,,	১৸৵১০
৫৪৭	,,	১৷৶৪	১৸৵১১
৫৪৮	৸৶৯	,,	,,
৫৪৯	,,	১৷৶৫	১৸৶০
৫৫০	,,	,,	১৸৶১
৫৫১	৸৶১০	১৷৶৬	,,
৫৫২	,,	,,	১৸৶২
৫৫৩	,,	১৷৶৭	১৸৶৩
৫৫৪	৸৶১১	,,	,,
৫৫৫	,,	১৷৶৮	১৸৶৪

মাইল	I class	II class	III class
৫৫৬	,,	,,	১৸৶৫
৫৫৭	১৲	১৷৶৯	,,
৫৫৮	,,	,,	১৸৶৬
৫৫৯	,,	১৷৶১০	১৸৶৭
৫৬০	১৲১	,,	,,
৫৬১	,,	১৷৶১১	১৸৶৮
৫৬২	,,	,,	১৸৶৯
৫৬৩	১৲২	১৸০	,,
৫৬৪	১৲২	,,	১৸৶১০
৫৬৫	১৲২	১৸১	১৸৶১১
৫৬৬	১৲৩	,,	,,
৫৬৭	,,	১৸২	২৲
৫৬৮	,,	,,	২৲১
৫৬৯	১৲৪	১৸৩	,,
৫৭০	,,	,,	২৲২
৫৭১	,,	১৸৪	,,
৫৭২	,,	,,	২৲৩
৫৭৩	১৲৫	১৸৫	২৲৪
৫৭৪	,,	,,	২৲৫
৫৭৫	১৲৬	১৸৬	২৲৬
৫৭৬	,,	,,	,,
৫৭৭	,,	১৸৭	২৲৭
৫৭৮	১৲৭	,,	,,
৫৭৯	,,	১৸৮	২৲৮
৫৮০	,,	,,	২৲৯
৫৮১	১৲৮	১৸৯	,,
৫৮২	,,	,,	২৲১০

মাইল	I class	II class	III class
৫৮৩	,,	১॥১০	২৻১১
৫৮৪	১৻৯	,,	,,
৫৮৫	,,	১॥১১	২/০
৫৮৬	,,	,,	২/১
৫৮৭	১৻১০	১॥/০	,,
৫৮৮	,,	,,	২/২
৫৮৯	১৻১০	১॥/১	২/৩
৫৯০	১৻১১	,,	,,
৫৯১	,,	১॥/২	২/৪
৫৯২	,,	,,	২/৫
৫৯৩	১ ০	১॥/৩	,,
৫৯৪	,,	,,	২/৬
৫৯৫	,,	১॥/৪	২/৭
৫৯৬	১/১	,,	,,
৫৯৭	,,	১॥/৫	২/৮
৫৯৮	,,	,,	২/৯
৫৯৯	১/২	১॥/৬	,,
৬০০	,,	,,	২/১০
৬০১	,,	১॥/৭	২/১১
৬০২	১/৩	,,	,,
৬০৩	,,	১॥/৮	২৵০
৬০৪	১/৩	১॥/৮	২৵১
৬০৫	১/৪	১॥/৯	,,
৬০৬	,,	,,	২৵২
৬০৭	,,	১॥/১০	২৵৩
৬০৮	১/৫	,,	,,
৬০৯	,,	১॥/১১	২৵৪

মাইল	I class	II class	III class.
৬১০	,,	,,	২৵৫
৬১১	১/৬	১॥৵০	,,
৬১২	,,	,,	২৵৬
৬১৩	,,	১॥৵১	২৵৭
৬১৪	১/৭	,,	,,
৬১৫	,,	১॥৵২	২৵৮
৬১৬	,,	,,	২৵৯
৬১৭	১/৮	১॥৵৩	২৵৯
৬১৮	,,	,,	২৵১০
৬১৯	,,	১॥৵৪	২৵১১
৬২০	১/৯	,,	,,
৬২১	,,	১॥৵৫	২৶০
৬২২	,,	,,	২৶১
৬২৩	১/১০	১॥৵৬	,,
৬২৪	,,	,,	২৶২
৬২৫	,,	১॥৵৭	২৶৩
৬২৬	১/১১	,,	,,
৬২৭	,,	১॥৵৮	২৶৪
৬২৮	,,	,,	২৶৫
৬২৯	১৵০	১॥৵৯	,,
৬৩০	,,	,,	২৶৬
৬৩১	,,	১॥৵১০	২৶৭
৬৩২	১৵১	,,	,,
৬৩৩	,,	১॥৵১১	২৶৮
৬৩৪	,,	,,	২৶৯
৬৩৫	১৵২	১॥৶০	,,
৬৩৬	,,	,,	২৶১০

মাইল	I class	II class	III class.
৬৩৭	১৵২	১॥৶১	২৶১১
৬৩৮	১৵৩	,,	,,
৬৩৯	,,	১॥৶২	২।০
৬৪০	,,	,,	২।১
৬৪১	১৵৪	১॥৶৩	,,
৬৪২	,,	,,	২।২
৬৪৩	,,	১॥৶৪	২।৩
৬৪৪	১৵৫	,,	,,
৬৪৫	,,	১॥৶৫	২।৪
৬৪৬	,,	,,	২।৫
৬৪৭	১৵৬	১॥৶৬	,,
৬৪৮	,,	,,	২।৬
৬৪৯	,,	১॥৶৭	২।৭
৬৫০	১৵৭	,,	,,
৬৫১	,,	১॥৶৮	২।৮
৬৫২	,,	,,	২।৯
৬৫৩	১৵৮	১॥৶৯	,,
৬৫৪	,,	,,	২।১০
৬৫৫	,,	১॥৶১০	২।১১
৬৫৬	১৵৯	,,	,,
৬৫৭	,,	১॥৶১১	২।৴০
৬৫৮	,,	,,	২।৴১
৬৫৯	১৵১০	১৸০	,,
৬৬০	,,	,,	২।৴২
৬৬১	,,	১৸১	২।৴৩
৬৬২	১৵১১	,,	,,
৬৬৩	,,	১৸২	২।৴৪

মাইল	I class	II class	III class.
৬৬৪	,,	,,	২।৴৫
৬৬৫	১৶০	১৸৩	,,
৬৬৬	,,	,,	২।৴৬
৬৬৭	,,	১৸৪	২।৴৭
৬৬৮	১৶১	,,	,,
৬৬৯	,,	১৸৫	২।৴৮
৬৭০	,,	,,	২।৴৯
৬৭১	১৶২	১৸৬	,,
৬৭২	,,	,,	২।৴১০
৬৭৩	,,	১৸৭	২।৴১১
৬৭৪	১৶৩	,,	,,
৬৭৫	,,	১৸৮	২।৵০
৬৭৬	,,	,,	২।৵১
৬৭৭	১৶৪	১৸৯	,,
৬৭৮	,,	,,	২।৵২
৬৭৯	,,	১৸১০	২।৵৩
৬৮০	১৶৫	,,	,,
৬৮১	,,	১৸১১	২।৵৪
৬৮২	,,	,,	২।৵৫
৬৮৩	১৶৬	১৸৴০	,,
৬৮৪	,,	,,	২।৵৬
৬৮৫	,,	১৸৴১	২।৵৭
৬৮৬	১৶৭	,,	,,
৬৮৭	,,	১৸৴২	২।৵৮
৬৮৮	,,	,,	২।৵৯
৬৮৯	১৶৮	১৸৴৩	,,
৬৯০	,,	,,	২।৵১০

মাইল	I class	II class	III class.
৬৯১	১৶৮	১৸৴৪	২৷৵১১
৬৯২	১৶৯	"	"
৬৯৩	"	১৸৴৫	২৷৶
৬৯৪	"	"	২৷৶১
৬৯৫	১৶১০	১৸৴৬	২৷৶১
৬৯৬	"	"	২৷৶২
৬৯৭	"	১৸৴৭	১৷৶৩
৬৯৮	১৶১১	"	"
৬৯৯	"	১৸৴৮	২৷৶৪
৭০০	"	"	২৷৶৫
৭০১	১৷০	১৸৴৯	"
৭০২	"	"	২৷৶৬
৭০৩	"	১৸৴১০	২৷৶৭
৭০৪	১৷১	"	"
৭০৫	"	১৸৴১১	২৷৶৮
৭০৬	"	"	২৷৶৯
৭০৭	১৷২	১৸৵০	"
৭০৮	"	"	২৷৶১০
৭০৯	"	১৸৵১	২৷৶১১
৭১০	১৷৩	"	"
৭১১	"	১৸৵২	২॥০
৭১২	"	"	২॥১
৭১৩	১৷৪	১৸৵৩	"
৭১৪	"	"	২॥৩
৭১৫	"	১৸৵৪	২॥৩
৭১৬	১৷৫	"	"
৭১৭	"	১৸৵৫	২॥৪
৭১৮	১৷৫	১৸৵৫	২॥৫
৭১৯	১৷৬	১৸৵৬	"
৭২০	"	"	২॥৬
৭২১	"	১৸৵৭	২॥৭
৭২২	১৷৭	"	"
৭২৩	"	১৸৵৮	২॥৮
৭২৪	"	"	"
৭২৫	১৷৮	১৸৵৯	২॥০
৭২৬	"	"	২॥১০
৭২৭	"	১৸৵১০	২॥১১
৭২৮	১৷৯	"	"
৭২৯	"	১৸৵১১	২॥৴০
৭৩০	"	"	২॥৴১
৭৩১	১৷১০	১৸৶০	"
৭৩২	"	"	২॥৴২
৭৩৩	"	১৸৶১	২॥৴৩
৭৩৪	১৷১১	"	"
৭৩৫	"	১৸৶২	২॥৴৪
৭৩৬	"	"	২॥৴৫
৭৩৭	১৷৴০	১৸৶৩	"
৭৩৮	"	"	২॥৴৬
৭৩৯	"	১৸৶৪	২॥৴৭
৭৪০	১৷৴১	"	"
৭৪১	"	১৸৶৫	২॥৴৮
৭৪২	"	"	২॥৴৯
৭৪৩	১৷৴২	১৸৶৬	"
৭৪৪	"	"	২॥৴১০

মাইল	I class	II class	III class.
৭৪৫	১।/২	১৸৶৭	২॥/১১
৭৪৬	১।/৩	,,	,,
৭৪৭	,,	১৸৶৮	২॥৵০
৭৪৮	,,	,,	২॥৵১
৭৪৯	১।/৪	১৸৶৯	২॥৵১
৭৫০	,,	,,	২॥৵২
৭৫১	,,	১৸৶১০	২॥৵৩
৭৫২	১।/৫	,,	,,
৭৫৩	,,	১৸৶১১	২॥৵৪
৭৫৪	১।/৫	১৸৶১১	২॥৵৫
৭৫৫	১।/৬	২৲	,,
৭৫৬	,,	,,	২॥৵৬
৭৫৭	,,	২৲১	২॥৵৭
৭৫৮	১।/৭	,,	,,
৭৫৯	,,	২৲২	২॥৵৮
৭৬০	,,	,,	২॥৵৯
৭৬১	১।/৮	২৲৩	,,
৭৬২	,,	,,	২॥৵১০
৭৬৩	,,	২৲৪	২॥৵১১
৭৬৪	১।/৯	,,	,,
৭৬৫	,,	২৲৫	২॥৶০
৭৬৬	,,	,,	২॥৶১
৭৬৭	১।/১০	২৲৬	,,
৭৬৮	,,	,,	২॥৶২
৭৬৯	,,	২৲৭	২॥৶৩
৭৭০	১।/১১	,,	,,
৭৭১	,,	২৲৮	২॥৶৪
৭৭২	১।/১১	২৲৮	২॥৶৫
৭৭৩	১।৵০	২৲৯	,,
৭৭৪	,,	,,	২॥৶০
৭৭৫	,,	২৲১০	২॥৶৭
৭৭৬	১।৵১	,,	,,
৭৭৭	,,	২৲১১	২॥৶৮
৭৭৮	,,	,,	২॥৶৯
৭৭৯	১।৵২	২/	২॥৶৯
৭৮০	,,	,,	২॥৶১০
৭৮১	,,	২/১	২॥৶১১
৭৮২	১।৵৩	,,	,,
৭৮৩	,,	২/২	২৸০
৭৮৪	,,	,,	২৸১
৭৮৫	১।৵৪	২/৩	,,
৭৮৬	,,	,,	২৸২
৭৮৭	,,	২/৪	২৸৩
৭৮৮	১।৵৫	,,	,,
৭৮৯	,,	২/৫	২৸৪
৭৯০	,,	,,	২৸৫
৭৯১	১।৵৬	২/৬	,,
৭৯২	,,	,,	২৸৬
৭৯৩	,,	২/৭	২৸৭
৭৯৪	১।৵৭	,,	,,
৭৯৫	,,	২/৮	২৸৮
৭৯৬	,,	,,	,,
৭৯৭	১।৵৮	,,	২৸৯
৭৯৮	,,	২/৯	২৸১০

মাইল	I class	II class	III class
৭৯০	,,	২/১০	২৸১১
৮০০	১।৵৯	,,	,,
৮০১	,,	২/১১	২৸/০
৮০২	,,	,,	২৸/১
৮০৩	,,	২৵০	,,
৮০৪	১।৵১০	,,	২৸/২
৮০৫	,,	২৵১	২৸/৩
৮০৬	১।৵১১	,,	,,
৮০৭	,,	২৵২	২৸/৪
৮০৮	,,	,,	২৸/৫
৮০৯	১।৶০	২৵৩	২৸/৫
৮১০	,,	,,	২৸/৬
৮১১	,,	২৵৪	২৸/৭
৮১২	১।৶১	,,	,,
৮১৩	,,	২৵৫	২৸/৯
৮১৪	,,	,,	২৸/৯
৮১৫	১।৶২	২৵৬	,,
৮১৬	,,	,,	১৸/১০
৮১৭	,,	২৵৭	২৸/১১
৮১৮	১।৶৩	,,	,,
৮১৯	,,	২৵৮	২৸৵০
৮২০	,,	,,	২৸৵১
৮২১	১।৶৪	২৵৯	,,
৮২২	,,	,,	২৸৵২
৮২৩	,,	২৵১০	২৸৵৩
৮২৪	১।৶৫	,,	,,
৮২৫	,,	২৵১১	২৸৵৪
৮২৬	১।৶৫	২৵১১	২৸৵৫
৮২৭	১।৶৬	২৶০	,,
৮২৮	,,	,,	২৸৵৬
৮২৯	,,	২৶১	২৸৵৭
৮৩০	১।৶৭	,,	,,
৮৩১	,,	২৶২	২৸৵৮
৮৩২	,,	,,	২৸৵৯
৮৩৩	১।৶৮	২৶৩	,,
৮৩৪	,,	,,	২৸৵১০
৮৩৫	,,	২৶৪	২৸৵১১
৮৩৬	১।৶৯	,,	,,
৮৩৭	,,	২৶৫	২৸৶০
৮৩৮	,,	,,	২৸৶১
৮৩৯	১।৶১০	২৶৬	,,
৮৪০	,,	,,	২৸৶২
৮৪১	,,	২৶৭	২৸৶৩
৮৪২	১।৶১১	,,	,,
৮৪৩	,,	২৶৮	২৸৶৪
৮৪৪	,,	,,	২৸৶৫
৮৪৫	১॥০	২৶৯	,,
৮৪৬	,,	,,	২৸৶৬
৮৪৭	,,	২৶১০	২৸৶৭
৮৪৮	১॥১	,,	,,
৮৪৯	,,	২৶১১	২৸৶৮
৮৫০	,,	,,	২৸৶৯
৮৫১	১॥২	২।০	,,
৮৫২	,,	,,	২৸৶১০

মাইল	I class	II class	III class
৮৫৩	১৷৷২	২৷১	২৸/১১
৮৫৪	১৷৷৩	”	”
৮৫৫	”	২৷২	৩৲
৮৫৬	”	”	৩৲১
৮৫৭	১৷৷৪	২৷৩	”
৮৫৮	”	”	৩৲২
৮৫৯	”	২৷৪	৩৲৩
৮৬০	১৷৷৫	”	”
৮৬১	”	২৷৫	৩৲৪
৮৬২	”	”	৩৲৫
৮৬৩	১৷৷৬	২৷৬	”
৮৬৪	”	”	৩৲৬
৮৬৫	”	২৷৭	৩৲৭
৮৬৬	১৷৷৭	”	”
৮৬৭	”	২৷৮	৩৲৮
৮৬৮	”	”	৩৲৯
৮৬৯	১৷৷৮	২৷৯	”
৮৭০	”	”	৩৲১০
৮৭১	”	২৷১০	৩৲১১
৮৭২	১৷৷৯	”	”
৮৭৩	”	২৷১১	৩/০
৮৭৪	”	”	৩/১
৮৭৫	১৷৷১০	২৷/০	”
৮৭৬	”	”	৩/২
৮৭৭	”	২৷/১	৩/৩
৮৭৮	১৷৷১১	”	”
৮৭৯	”	২৷/২	৩/৪
৮৮০	১৷৷১১	২৷/২	৩/৫
৮৮১	১৷৷/০	২৷/৩	”
৮৮২	”	”	৩/৬
৮৮৩	”	২৷/৪	৩/৭
৮৮৪	২৷৷/১	২৷/৫	”
৮৮৫	”	”	৩/৮
৮৮৬	”	”	৩/৯
৮৮৭	১৷৷/২	”	”
৮৮৮	”	২৷/৬	৩/১০
৮৮৯	”	২৷/৭	৩/১১
৮৯০	১৷৷/৩	”	”
৮৯১	”	২৷/৮	৩৵০
৮৯২	”	”	৩৵১
৮৯৩	১৷৷/৪	২৷/৯	”
৮৯৪	”	”	৩৵২
৮৯৫	১৷৷/৫	২৷/১০	৩৵৩
৮৯৬	”	২৷/১২	৩৵৪
৮৯৭	”	”	৩৵৫
৮৯৮	১৷৷/৫	২৷/১১	৩৵৫
৮৯৯	১৷৷/৬	২৷৵০	”
৯০০	”	”	৩৵৬
৯০১	”	২৷৵১	৩৵৭
৯০২	১৷৷/৭	”	”
৯০৩	”	২৷৵২	৩৵৮
৯০৪	”	”	৩৵৯
৯০৫	১৷৷/৮	২৷৵৩	”
৯০৬	”	”	৩৵১০

মাইল	I class	II class	III class.
৯০৭	১॥/৮	২।৵৪	৩৵১১
৯০৮	১॥/৯	,,	,,
৯০৯	,,	২।৵৫	৩৶০
৯১০	,,	,,	৩৶১
৯১১	১॥/১০	২।৵৬	,,
৯১২	,,	,,	৩৶২
৯১৩	,,	২।৵৭	৩৶৩
৯১৪	১॥/১১	,,	,,
৯১৫	,,	২।৵৮	৩৶৪
৯১৬	,,	,,	৩৶৫
৯১৭	১॥৵০	২।৵৯	,,
৯১৮	,,	,,	৩৶৬
৯১৯	,,	২।৵১০	৩৶৭
৯২০	১॥৵১	,,	,,
৯২১	১॥৵১	২॥৵১১	৩৶৮
৯২২	,,	২।৵	৩৶৯
৯২৩	১॥৵২	২।৶	৩৶৯
৯২৪	,,	,,	৩৶১০
৯২৫	,,	২।৶১	৩৵১১
৯২৬	১॥৵৩	২।৶১	,,
৯২৭	,,	২।৶২	৩।০
৯২৮	১॥৵৩	২।৶২	৩।১
৯২৯	১॥৵৪	২।৶৩	,,
৯৩০	,,	,,	৩।২
৯৩১	,,	২।৶৪	৩।৩
৯৩২	১॥৵৫	,,	,,
৯৩৩	,,	২।৶৫	,,

মাইল	I class	II class	III class
৯৩৪	১॥৵৫	২।৶৫	৩।৫
৯৩৫	১॥৵৬	২।৶৬	,,
৯৩৬	,,	,,	৩।৬
৯৩৭	,,	২।৶৭	৩।৭
৯৩৮	১॥৵৭	,,	,,
৯৩৯	,,	২।৶৮	৩।৮
৯৪০	,,	,,	৩।৯
৯৪১	১॥৵৮	২।৶৯	,,
৯৪২	,,	,,	৩।১০
৯৪৩	,,	২।৶১০	৩।১১
৯৪৪	১॥৵৯	,,	,,
৯৪৫	,,	২॥৶১১	৩।/০
৯৪৬	,,	,,	৩/১
৯৪৭	১।৵১০	২॥০	,,
৯৪৮	,,	,,	৩।/২
৯৪৯	,,	২॥১	৩।/৩
৯৫০	১॥৵১১	,,	,,
৯৫১	,,	২॥২	৩।/৪
৯৫২	,,	,,	৩।৫
৯৫৩	১॥৶০	২॥৩	,,
৯৫৪	,,	,,	৩।/৬
৯৫৫	,,	২॥৪	৩।/৭
৯৫৬	১॥৶১	২॥৪	,,
৯৫৭	,,	২॥৫	৩।/৮
৯৫৮	,,	,,	৩।/৯
৯৫৯	১॥৶২	২॥৬	,,
৯৬০	,,	,,	৩।/১০

মাইল	I class	II class	III class
৯৬১	"	২॥৭	৩।/১১
৯৬২	১॥৶৩	"	"
৯৬৩	"	২॥৮	৩।৵০
৯৬৪	"	"	৩।৵১
৯৬৫	১॥৶৪	২॥৯	"
৯৬৬	"	"	৩।৵২
৯৬৭	"	২॥১০	৩।৵৩
৯৬৮	১॥৶৫	২॥১০	"
৯৬৯	"	২॥১১	৩।৵৪
৯৭০	"	"	৩।৶৫
৯৭১	১॥৶৬	২॥/০	"
৯৭২	"	"	২।৵৬
৯৭৩	"	২॥/১	৩।৵৭
৯৭৪	১॥৶৭	"	"
৯৭৫	"	২॥/২	৩।৵৮
৯৭৬	"	"	২।৵৯
৯৭৭	১॥৶৮	২॥/৩	"
৯৭৮	"	"	৩৵১০
৯৭৯	"	২॥/৪	৩৵১১
৯৮০	১॥৶৯	২॥/৫	"
৯৮১	"	২॥/৫	৩।৶০
৯৮২	"	৩।৶৫	৩।৶১
৯৮৩	১॥৶১০	২॥/৬	"
৯৮৪	"	"	৩।৶২
৯৮৫	"	২॥/৭	৩।৶৩
৯৮৬	১॥৶১১	"	"
৯৮৭	"	২॥/৮	৩।৶৪

মাইল	I class	II class	III class
৯৮৮	১॥৶১১	২॥/৮	৩।৶৫
৯৮৯	১৸০	২॥/৯	"
৯৯০	"	"	৩।৶৬
৯৯১	"	২॥/১০	৩।৶৭
৯৯২	১৸১	"	"
৯৯৩	"	২॥/১১	৩।৶৮
৯৯৪	"	"	৩।৶৯
৯৯৫	১৸২	২॥৵০	"
৯৯৬	"	"	৩।৶১০
৯৯৭	"	২॥৵১	৩।৶১১
৯৯৮	১৸৩	"	"
৯৯৯	"	২॥৵২	৩॥০
১০০০	"	"	৩॥১
১০০১	১৸৪	২॥৵৩	"
১০০২	"	"	৩॥২
১০০৩	"	২॥৵৪	৩॥৩
১০০৪	১৸৫	"	"
১০০৫	"	২॥৵৫	৩॥৪
১০০৬	"	"	৩॥৫
১০০৭	১৸৬	২॥৵৬	"
১০০৮	"	"	৩॥৬
১০০৯	"	২॥৵৭	৩॥৭
১০১০	১৸৭	"	"
১০১১	"	২॥৵৮	৩॥৮
১০১২	"	"	৩॥৯
১০১৩	১৸৮	২॥৵৯	"
১০১৪	"	"	৩॥১০

মাইল	I class	II class	III class.
১০১৫	১৸৮	২॥৵১০	৩॥১১
১০১৬	১৸৯	,,	,,
১০১৭	,,	২॥৵১১	৩॥৴০
১০১৮	,,	,,	৩॥৴১
১০১৯	১৸১০	২॥৶০	,,
১০২০	,,	,,	৩॥৴২
১০২১	,,	২॥৶১	৩॥৴৩
১০২২	১৸১১	,,	,,
১০২৩	,,	২॥৶২	৩॥৴৪
১০২৪	,,	,,	৩॥৴৫
১০২৫	১৸৴০	২॥৶৩	,,
১০২৬	,,	,,	৩॥৴৬
১০২৭	,,	২॥৶৪	৩॥৴৭
১০২৮	১৸৴১	,,	,,
১০২৯	,,	২॥৶৫	৩॥৴৮
১০৩০	,,	,,	৩॥৴৯
১০৩১	১৸৴২	২॥৶৬	,,
১০৩২	,,	,,	৩॥৴১০
১০৩৩	,,	২॥৶৭	৩॥৴১১
১০৩৪	১৸৴৩	,,	,,
১০৩৫	,,	২॥৶৮	৩॥৵০
১০৩৬	,,	,,	৩॥৵১
১০৩৭	১৸৴৪	২॥৶৯	৩॥৵১
১০৩৮	,,	,,	৩॥৵২
১০৩৯	১৸৴৪	২॥৶১০	৩॥৵৩
১০৪০	১৸৴৫	,,	,,

মাইল	I class	II class	III class
১০৪১	১৸৴৫	২॥৶১১	৩॥৵৪
১০৪২	,,	,,	৩॥৵৫
১০৪৩	১৸৴৬	২৸০	,,
১০৪৪	,,	,,	৩॥৵৬
১০৪৫	,,	২৸১	৩॥৵৭
১০৪৬	১৸৴৭	,,	,,
১০৪৭	,,	২৸২	৩॥৵৮
১০৪৮	,,	,,	৩॥৵৯
১০৪৯	১৸৴৮	২৸৩	৩॥৵৯
১০৫০	,,	,,	৩॥৵১০
১০৫১	,,	২৸৪	৩॥৵১১
১০৫২	১৸৴৯	,,	,,
১০৫৩	১৸৴৯	২৸৫	৩॥৶০
১৮৫৪	,,	,,	৩॥৶১
১০৫৫	১৸৴১০	২৸৬	৩॥৶১
১০৫৬	,,	,,	৩॥৶২
১০৫৭	,,	২৸৭	৩॥৶৩
১০৫৮	১৸৴১১	,,	,,
১৮৫৯	,,	৩৸৮	৩॥৶৪
১০৬০	,,	,,	৩॥৶৫
১০৬১	১৸৵০	২৸৯	৩॥৶৫
১০৬২	,,	,,	৩॥৶৭
১০৬৩	,,	২৸১০	৩॥৶৭
১০৬৪	১৸৵১	,,	,,
১০৬৫	,,	২৸১১	১॥৶৮

মোটামুটী রেলওয়ের নিয়মাবলী যতদূর সংক্ষেপে পারিলাম এই খানে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মহাজনদিগের একটী বিশেষ অভাব পূরণ হইবে।
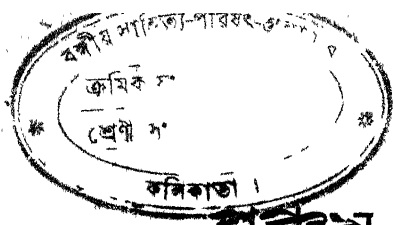
পঞ্চম বিভাগ।

জিনিসের বিবরণ।

কাট্‌রা জিনিসের নাম ও বিবরণ।

ধান্য ও চাল্য। নিম্নবঙ্গের সকল জেলায় প্রচুর পরিমাণে চাল ধান জন্মিয়া থাকে। হাবড়া হুগলি, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, মুরসিদাবাদ, নদীয়া, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিষাল, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ স্থানেই মোটা চালের আমদানি বেশী হয়। সাধারণতঃ দুধ কল্‌মা, জটা কল্‌মা, গোড়াপাল্লা ও বাশি চাল্যেরই যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। তাছাড়া নিম্নলিখিত প্রকার চাল্যের আমদানি হইয়া থাকে।

১। রামশালী—ইহা বেশ মিহি চাল, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে সহজে হজম হয়।

২। জটাকল্‌মা—এই চাল প্রচুর জন্মে। সাঁধারণ গৃহস্থেরা খাইয়া থাকে।

৩। ভুবারামশালী—এই ধান্য কার্ত্তিক মাসে তৈয়ারী হয়।

৪। নোনা—দুধে নোনা চাল বেশ সুমিষ্ট ও বেশ নরম এবং সহজে জীর্ণ হয়।

৫। পরমান্নশালী—ইহার বেশ সুগন্ধ আছে, সেইজন্য এই চাল পায়সে খাওয়া চলে। এ চাল এত হালকা ও সহজে পরিপাক হয়, যে সাগুদানা ও বার্লির পরিবর্ত্তে চলে।

৬। নীলকণ্ঠশালী—ইহা কার্ত্তিক মাসে পাকে।

৭। মাগুরশালী—এই ধান্য পাকিতে কিছু দেরি হয়।

৮। কেউটেশালী—এই চাল মন্দ নহে, খাইতেও সুস্বাদু আছে।

৯। দুধে নোনা—এই চাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। জটাকল্‌মার ন্যায় লোকে পছন্দ করে।

১০। হিং-চেলঘু, খেপা, বোরেট, কাটা। এই ধানের আবাদ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বেশ ভাল জমী না হইলে হয় না।

১১। পায়রা উড়ি—কাল ধানের ভিতর চাল হয়। ইহার আবাদ তত বেশী নহে।

১২। দাদখানি, চামর-মণি, চিনিশক্কর বেনাফুলী, বাঁকতুলসী, সুন্দরমুখী, খএর মৌরী, এই কয়েকটী বেশ মিহি চাল এবং খাইতে বেশ সুস্বাদু।

১৩। বাঁকচুর—বেশ মিহি চাল হয় এবং বেশ আদরের সহিত বিক্রয় হয়।

১৪। কনকচুর—ইহার ভাত ভাল হয় না। খৈ বেশ ভাল তৈয়ারী হয় এবং খাইতে ভাল লাগে।

১৫। বাদসাভোগ, গোবিন্দভোগ, গন্ধমালতী রাঁধুনী-পাগলা, বাঁশমতি এই কয় প্রকার ধান্যে বেশ মিহি চাল জন্মে, এবং ভাতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়। ক্রিয়া কলাপে ইহাব চাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে ·

১৬। বালাম চাল এই সকল জেলায় আবাদ হয় না বলিলেই চলে। বালাম চাল কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে খরচ হয়। ইহা বাখরগঞ্জ হইতে আইসে। বরিযাল জেলার মধ্যে বাখরগঞ্জ, ঝালাকাটী, সাহেবগঞ্জ, বানরিপাড়া, গুলিশাখালী, পাড়েরহাট, চড়ামদ্দি প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। নওয়ালির সময় অনেক মহাজন ঐ সকল স্থানে গিয়া চাল খরিদ করিয়া থাকেন। মুঙ্গের জেলায় অনেক স্থানে বেশ ভাল চাল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আসরগঞ্জ ও খড়্গাপুরের গোকুলসা, ধুসর, কাতরানি, সমুদ্র বালি কেশর কেলাসার প্রভৃতি ২৪ পরগণা জেলায় কএক প্রকার চাল হইয়া থাকে, যথা :—

কমলভোগ—ইহা মাজারী চাল।

সয়বতি—ইহা মিহি চাল।

রূপশাল—খুব উৎকৃষ্ট মিহি চাল।

ঝিঙ্গেশাল—ইহা মাঝারি চাল।

চামরমণি—ইহা মাঝারি চাল।

ধুলো মুটো—ঐ

পাটনাই—এই চাল বঙ্গের অনেক দেশেই জন্মিয়া থাকে—ইহা মাঝারী সাঁটের চাল-ছাঁট ও বেশ ভাল হয়, খাইতে সুস্বাদু এবং অপরিয্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুঙ্গের জেলার কেলাসার, বাঁশফুল এবং শেকপুরার নিকট মগ্‌রার বাঁশমতী আতপ চাল বেশ সুগন্ধ ও উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরে ছয় প্রকার চাল হইয়া থাকে যথা :—

আমন, আউস, কঞ্চি, বোরা, ঝাঁজি ও মুয়ান। বেশ মিহি চাল এখানে পাওয়া যায় না। কাবুলে এক প্রকার লম্বা দানা চাল জন্মে, পোলাও প্রভৃতিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। খাইতে সুস্বাদু, হালকা ও সুগন্ধ; তবে ইহার মূল্য অত্যধিক, কলিকাতায় ১৷৹ টাকা সের বিক্রয় হয়।

বর্ম্মাতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। তথায় অধিকাংশ চাল কলে তৈয়ারী হয়। আতপের ভাগই বেশী, সিদ্ধ চাউল খুব কম হয়। ঐ চাল ১নং, ২নং, ৩নং ৪নং এবং খুদ ও ১নং ২নং ৩নং বাছাই হয়। ঐ চাউল বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, কলিকাতা ও বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। বাঙ্গালা দেশের লোক পূর্ব্বে বর্ম্মার চাউল খাইত না, অধুনা চাল্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এখন গরিব লোকে খাইতেছে। কলিকাতার খিদিরপুর ডকে আমদানি হয় এবং চিৎপুরে উহার বিক্রয় হয়। নাকোদা মহাজনই প্রধান ব্যবসাদার।

১৭ পাটনাই—বঙ্গের অনেক স্থানে এই চাল জন্মায়, ইহা মাঝারি বলে, ছাঁট ভাল হয় এবং খাইতে ভাল।

চালের নওয়ালি অগ্রাহয়ণ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বেশ জোরের সহিত আমদানি হইয়া থাকে।

সরিষা। সরিষা দুই প্রকার শ্বেত ও কাল। তন্মধ্যে কাল সরিষা অনেক প্রকার আছে যথা—রাই সরিষা, কাজ্‌লি সরিষা, তোড়ী, মান, লুট্‌নী

প্রভৃতি। সাধারণতঃ যে সরিষার রস বেশী হয়, সেই সরিষা বেশী দরে বিক্রয় হয়। বর্দ্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর জেলায় সরিষা খুব কম জন্মে এবং তৈলও বেশী হয় না—কাজেই অন্যস্থান হইতে আনাইয়া লইতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে সরিষা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুর্ণিয়া জেলায়—কস্‌বা, ফরবেশ্‌গঞ্জ, কিষণগঞ্জ, তুলোরগঞ্জ, সোণালী, কাটীহার প্রভৃতি স্থানে।৪ সের হইতে।৫ সের পর্য্যন্ত রস পাওয়া যায়।

মুঙ্গের জেলার মধ্যে খাগাড়িয়াতে।৪×।৪॥০, লক্ষ্মীসরাই।৩×।৩॥০, ঝাঝাঁতে।৬, সেক্‌পুরার মগ্‌গাব সেতিতে।৬, গয়া জেলাব অনেক স্থানে।৫ সের রস হয়। হাজারিবাগ্‌ জেলায়।৬ সের পর্য্যন্ত রস হয়। কানপুরে খেতির।৫×।৬ সের বস হয়। গাড়োয়া জেলার চাত্‌রা নামক স্থানে।৬ সের রস জন্মে।

গণ্ডা জেলার মধ্যে নেপালগঞ্জ রোড, বারাইচ, গণ্ডা, নান্‌পাড়া প্রভৃতি স্থানে কাজ্‌লি সরিষা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

দ্বারভাঙ্গাব সেতিতে।৪×।৫×।৬ সের পূর্য্যন্ত বস হয়। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোস্‌ড়া, সমস্তিপুর, প্রভৃতি স্থানে খেতি সরিষা জন্মিয়া থাকে। তা'ছাড়া পশ্চিমে পচাম্বা, পাট্‌না, বাক্‌সার, আরা, মিরর্জাপুর, খাগা, এটোয়া, যশবন্ত নগর, হাতরস, খুরজা, গারোয়া, আলীগড়, সিতাপুর, দ্বারানগর, ঝাঁসি আগরা, সিবাধু প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সরিষা জন্মে, জিনিস বেশ পরিষ্কার—হাওড়াতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। প্রতিদিন বেলা ২টার সময় হাওড়ার মালগুদামে একটী হাট হয়—কলিকাতার মহাজন ও দালালেরা আসিয়া এই হাটে খরিদ বিক্রয় করে আমার লিখিত "মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব" পুস্তক দেখুন।

তিল। তিল ও তেলান জিনিস। ইহা সরিষার সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষা হয়। কাজেই তিলের আদর বেশী। তিলে অত্যন্ত বালি ও কাঁকরের খাদ হয়। সাধারণতঃ, ইহা পাহাড়ে স্থানে বেশী জন্মায়, নাগপুর ও হাজারিবাগ অঞ্চলে ইহার প্রচুর আবাদ হয়। তিল অনেক প্রকারের আছে; যথা কৃষ্ণতিল, সাঁক্‌তিল, কাটতিল, সাঁকাচর্‌কি, ফেটতিল, সাদাতিল, ইত্যাদি।

কোন তিলে কত তৈল হয়, তাহার একটী মোটামুটী হিসাব দিলাম।

হাজারিবাগের তিলে ॥ হইতে ॥২ সের পর্য্যন্ত রস হয়।

কাণপুরে চরক্কী ফেটে ‖৹ ... ...

বেলিয়া সাহেবগঞ্জে ।২ সের খাদ হয় কাজেই তৈল অনেক কম হয়।

মুগ। মুগ চার প্রকার যথা:—সোণামুগ, কৃষ্ণমুগ, হারিমুগ, ও ঘোড়ামুগ। তন্মধ্যে সোণামুগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, খাইতে সুস্বাদু এবং সহজে হজম হয়। সোণামুগ সাধারণতঃ নদীয়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, এবং চাকদা, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, রাণাঘাট, কাটোয়া, শান্তিপুর কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, নাদনঘাটা প্রভৃতির হাটে আমদানি হইয়া থাকে। তা'ছাড়া বর্দ্ধমানেও অনেক আমদানি হয়। বাকী তিন প্রকার মুগ সামান্ত মত সকল স্থানে জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে হারিমুগ দ্বারভাঙ্গা ও মৃজাপুরে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কৃষ্ণমুগ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং কাণপুরে বেশী পরিমাণে জন্মে। ঘোড়ামুগ সহজে গলে না।

মুগের নওয়ালি অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ হইয়া তিন মাস বেশ আমদানী হয়। চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে দর তেজ হয়।

সকল প্রকার ব্যবসার মধ্যে সোণামুগের ব্যবসা একটী প্রধান লাভজনক ব্যবসা। নওয়ালির সময় অপেক্ষা অন্য সময় ৩৲ × ৪৲ টাকা মণ তেজ হইয়া থাকে। প্রায়ই প্রতি বৎসর এইরূপ হয়; কিন্তু ইহাতে সহজেই পোকা ও ঝিঁঝি ধরে বলিয়া, কেহ বাঁধী রাখিতে সাহস করে না। কোন উদ্যমশীল ব্যক্তি এই কার্য্য করিতে পারিলে বেশ লাভবান হইবেন।

কলাই। কলাই তিন প্রকার যথা—বিরি কলাই, কাল কলাই ও কুলথ কলাই। কলাইকে মাষ কলাই বলে। কটক জেলা ভিন্ন কুলথ কলাই বঙ্গদেশে কেহ ব্যবহার করে না। ইহার ডাল কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। পশ্চিমে গরীব হিন্দুস্থানী—খোট্টারা ছাতু করিয়া ও ডাল করিয়া খায়। অত্যন্ত গুরুপাক জিনিস।

বিরি ও মাষ কলাইয়ের ডাল বর্দ্ধমান, বীরভূম ও হুগলি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। খাইতে বেশ সুস্বাদু এবং সিদ্ধ করিলে পরিমাণে খুব বাড়ে; কাজেই গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। কবি প্যারিচাঁদ বলিয়া

গিয়াছেন "যত রকম ডাল আছে এ সংসারে, কলাইয়ের ডালের কাছে সব ব্যাটা হারে"। নিম্নবঙ্গে যে পরিমাণে আবাদ হয় তাহাতে খরচ সংকুলন হয় না বলিয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কুষ্টিয়া ও হাসখালির কলাই উৎকৃষ্ট। ইহা বেশী দরে বিক্রয় হয়, তা'ছাড়া রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম, সিঙ্গাপুর, মান্দ্রাজ, দ্বারভাঙ্গা পাটনা, কানপুর, হাতরস, পঞ্জাব, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। লুপলাইনে পাকুর, রাজমহল, সাহেবগঞ্জ, ধুলিয়ান, সুলতানগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট কলাই পাওয়া যায়। তাছাড়া পশ্চিমে পাটনা, কানপুর, সাতাপুর প্রভৃতি স্থানে বেশ ভাল জাত কাল কলাই পাওয়া যায়।

কলাইএর নওয়ালি পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বেশ চলে। তাহাব পর বাজার তেজ হইতে থাকে।

তিসি। তিসি একটী ব্যবসার প্রধান জিনিস। ইহাতে তৈল প্রস্তুত হইয়া নানাপ্রকার রংএর কার্য্যের জন্য লাগে বলিয়া কলিকাতায় ইংরাজ বণিকেরা যথেষ্ট পরিমাণে লইয়া থাকেন। তিসি সকল স্থানে কম বেশী জন্মিয়া থাকে। তবে পশ্চিমাঞ্চলে ইহার আবাদ বেশী। দেশওয়াল তিসি ছোট দানা ও রস কম। তিসির বাজার ভয়ানক তেজী মন্দা হয়। রেলি প্রভৃতি মহাজনেরা নানান রকম চাতুরি করিয়া বাজারকে একবার নামায়, একবার গাছে তুলে দেয়। মাড়োয়ারীরা তিসির কাজ বেশী বোঝে, ও করিয়া থাকে। অনেককে এই তিসির কাজে লালবাতি জ্বালিতে হয়।

পোস্তদানা। পোস্তদানার তৈল হয় এবং খাবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা তিসির ন্যায় বিদেশে রপ্তানী বেশী হয়। তা'ছাড়া সরিষার সহিতও ফেট্ হইয়া পেষাই হয়। বঙ্গে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার খাবার জন্য প্রত্যহ ব্যবহার হইয়া থাকে এবং বর্দ্ধমান ও মানভূমে কতক পরিমাণে খরচ হয়।

নিম্নলিখিত স্থানে পোস্তদানা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, পচাম্বা, সীতাপুর, কানপুর, খাগ', দ্বারানগর, জোনপুর, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর প্রভৃতি।

সাধারণতঃ ফাল্গুন মাস হইতে পোস্তদানার আমদানি হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত চলে, তাহার পর বাজার তেজ হয়।

বুট। বুট দুই প্রকার:—দেশওয়াল ও পাটনাই। দেশওয়াল বুট ছোটদানা। নিম্নবঙ্গে বুটের আবাদ কম হয়. তবে নদীয়া জেলা ও মুরসিদাবাদ জেলায় বেশী পরিমাণে জন্মে। ঐ সকল বুটের নাম সহুরে বুট বলিয়া থাকে। জিয়াগঞ্জে ঐ বুট যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। তা'ছাড়া লুপলাইনে পাকুড়, ধুলিয়ান, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে ছোট দানা বুট যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাটনাই বুট বড় দানা---এরূপ বড় দানা, আর কোথাও হয় না। পাটনার চতুপার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আমদানি হইয়া পাটনায় আসিয়া মাল জমে, তাহা ছাড়া মোকামার বড় দানা, বুটও বিখ্যাত মোকামা টালের বুট, বড়িয়া টালের বুট লক্ষীসরাই এ আমদানি হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুর, এলাহাবাদ, ডিল্লি, পাঞ্জাব, চান্‌দাউসি, মিরাট, আলিগড় প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট বুট পাওয়া যায়।

বুটের নওয়ালি ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ হয়, এবং জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জোর আমদানি থাকে তাহাব পব কমিয়া যায়। তবে মোকামে বারমাস পাওয়া যায়। কাবুলি বুট বা সাদা বুট নামে এক প্রকার বুট আছে তাহার চলন ও আবাদ খুব কম।

গম। গম চার প্রকার। ডুধি, বাগ্‌ড়া, গঙ্গাজলী ও জামানি। তন্মধ্যে দুধি গম বেশ ভাল জিনিস। নিম্ন বঙ্গে গমের চাষ নাই বলিলেই হয়। পশ্চিমাঞ্চলে গমের একটী প্রধান চাষ হয়। আমাদের দেশে যেমন ধান চাষ প্রধান, তেমনি উহাদের গম চাষ প্রধান। গম পশ্চিমের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। সেইজন্য স্থানের নাম এখানে দিলাম না তবে মিরাট, চান্‌দাউসি, ডিল্লি ও পঞ্চাবের গমই উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গমের নওয়ালি ফাল্গুন মাস।

মসূরি। মসুরি দুই প্রকার:—ছোট দানা ও বড়দানা। ছোট দানাকে দেশওয়াল বলে। নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানে জন্মায়। তবে নদীয়া, জিয়াগঞ্জ এবং লুপ লাইনের অনেক স্থানে আমদানি হয়। বড় দানার নাম পাটনাই

মসুরি বলে। ইহা পাটনা, মোকামা, বড়িয়া ও লক্ষ্মীসরাই প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। নওয়ালি ফাল্গুন মাস।

খেসারি। উপরিলিখিত মত স্থানে পাওয়া যায়।

রহড়। রহড় ছোট ও বড় দানা ভেদে দুই প্রকার। দেশওয়াল রহড় ছোট দানা নিম্নবঙ্গে কিছু কিছু জন্মায় এবং নদীয়া ও মুরসিদাবাদ জেলায় অপেক্ষাকৃত বেশী আবাদ হয়; কিন্তু পশ্চিমে সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে ইহার আবাদ হয়। কারণ পশ্চিমে লোকের রহড় ডাল আর রুটি প্রধান খাদ্য। রহড় বড় দানা দেওঘরে প্রথমে উঠে এবং কলিকাতার বাজারে অন্যান্য মোকামের মাল অপেক্ষা ।০×।/০ দরে বেশী বিক্রয় হয়, তবে ৩।৪ মাসের মধ্যে সমস্ত মাল ফুরাইয়া যায়। খাগাড়িয়া ও কানপুরের রহড় বেশ বড় জাত হয়।

নওয়ালি মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ মাস কাল বেশ আমদানি থাকে। বৈশাখ মাসে যে রহড় আমদানি হয় তাহাকে বৈশাখি রহড় বলে—দানা ছোট।

কুর্‌থি। কুর্‌থিকে বাঙ্গালায় কুলথ কলাই বলে। গোরুকে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে বেশ পুষ্টিসাধন হয়। তাহা ছাড়া ইহার শাক গোরু ও মহিষকে কৃষকেরা খাওয়ায়। কুর্‌থি সাঁওতাল পরগণায়, কটক বালেশ্বরের ও মান্দ্রাজে বেশী জন্মে। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে দেওঘরে যথেষ্ট পরিমাণ কুর্‌থি জন্মায় এবং ইহা বিলাতেও যথেষ্ট পরিমাণে চালান যায়।

জব। যব বাঙ্গালায় ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে আবাদ হয়। তবে বাঙ্গালার লোকে চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে ইহার ছাতু করিয়া খাইয়া থাকে—তাহা ছাড়া আর বড় খায় না। পশ্চিমের লোকেরা ইহার ছাতু করিয়া খায়। নওয়ালি চৈত্র মাস।

জৈ। জৈ মানুষে খায় না ইহা ঘোড়ার খাদ্য। (Crust food) ক্রাষ্ট ফুডে জৈ দেওয়া হয়। জৈ, বুট, ও বিচালি কলেতে অর্দ্ধ পেষণ করিয়া ক্রাষ্ট্ ফুড্ তৈয়ারী হইয়া ঘোড়ার খাদ্যের জন্য ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ইহার চাষ হয় না। ভাগলপুর, পাটনা, আরা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

মৌয়া। মোয়ার ফুলকে মৌয়া বলে। বাঙ্গালায় ইহার গাছ হয় না এবং দরকারও হয় না। পশ্চিমের লোকে মৌয়ার ফুলকে ভাজিয়া ও সিদ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। তাছাড়া সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে সাঁওতালেরা খাইয়া থাকে। মৌয়া হইতে দেশী মদ তৈয়ারী হয়—তাহাতেই ইহার খরচ বেশী হয় এবং মদ তৈয়ারীর জন্য বিলাতে যথেষ্ট চালান যায়। ইহা দেওঘব, জামতাড়া, সিমুলতলা, মধুপুর, গিরিডি কারমাটার হাজারিবাগ, পুরুলিয়া, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পবিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। তা' ছাড়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেব সকল স্থানে মৌয়ার আমদানি হয়। মৌয়ার বিচের নাম হিন্দিতে কৈনি বলে। উহাতে তৈল প্রস্তুত হয়। দেখিতে ঠিক গাওয়া ঘৃতের মত। বিলাতে চালান যায় এবং কল কারখানার জন্য ব্যবহার হয়।

গুঞ্জা। বাঙ্গালায় ইহাকে শোরগোঁজা বলে। ইহা সরিষার তৈলের সহিত কিছু পরিমাণে ফেট দিলে সবিষা হইতে রস বেশ ভালরূপে বাহির হয়, কাজেই কলওয়ালারা ইহা দিয়া থাকে। গুঞ্জা দেওঘরে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাছাড়া উত্তর পশ্চিমে গণ্ডাজেলায়, এবং মানভূম, হাজারিবাগ, নাগপুর, চক্রধরপুর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ডাল। ডাল সকল স্থানে তৈয়ারী হইয়া বিক্রয় হয়। তা' ছাড়া খরিদদারের পড়তা অনুসারে কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানের ডাল বেশ পরিষ্কাররূপে তৈয়ারী হয় বলিয়া বাজারে বেশীদরে বিক্রয় হয়। রহড় ডাল—কানপুরে বেশ ভাল হয়। কলিকাতায় কানপুরে ডাল নামে বিক্রয় হয়। তাছাড়া বরোজ—বাজার, খাগাড়িয়া, গোরকপুর, লক্ষ্মীসরাই, হাতরস প্রভৃতি স্থানে ঐ প্রকার ডাল তৈয়ারি হইয়া থাকে।

খাঁড়ি মসুরির ডাল—ইহাও কানপুরে তৈয়ারী হয়। তাছাড়া দানাপুরে এই ডাল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। মোকামাতেও কিছু কিছু তৈয়ারী হয়। ফলতঃ কানপুরে সকল রকম ভাল যেরূপ তৈয়ারী হইয়া থাকে, এরূপ আর কোথাও হয় না।

রেড়ী। রেড়ী বাঙ্গালায় খুব কম চাষ হয়। রেড়ির তৈল জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উহার খৈল জমীতে সার দিবার জন্য দরকার হয়। পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে; কাজেই সকল স্থানের নাম দেওয়া অনাবশ্যক। নওয়ালি চৈত্র মাস।

হুড়হুড় বীজ। হুড়হুড় নামক গাছ হইতে এই বীজ সংগ্রহ করা হয়। ইহা সরিষাতে এবং অন্যান্য তৈল বিজে মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিলে মহাজনের পড়তা কম হয়। মুঙ্গের জেলা, গয়া জেলা, পাটনা, কানপুর হাতরস প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় আগাছার মত যথেষ্ট জন্মায় বটে কিন্তু তাহা কেহ সংগ্রহ করে না।

ভুট্টা। ভুট্টা বাঙ্গলায় চাষ হয় না, তবে আজ কাল হিন্দুস্থানী লোকেরা আমাদের দেশে ২।১০টা গাছ লাগাইয়া থাকে। ইহা পশ্চিমের "ভাদই ফসল,"—সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। নওয়ালি ভাদ্র মাস।

মটর। মটর দুই প্রকার। সাদা মটর ও কাল মটর। দুই প্রকার আমাদের দেশে আবাদ হয় বটে কিন্তু কাল মটর বেশী পরিমাণে চাষ হয়। কাল মটরকে "পায়রা মটর" বলিয়া থাকে। মটরের ডাল লোকে খুব কম খায়, ইহাতে বড়ি ও বেশম হইয়া থাকে। সাদা মটর ভাজাতেই বেশী খরচ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে সকল স্থানে সাদা মটর পাওয়া যায়। নওয়ালি ফাল্গুন মাস।

বরবটী। বরবটী বাঙ্গলার মধ্যে অনেক স্থানে কিছু কিছু আবাদ হয়, তবে নদীয়া জেলায় কিছু বেশী পরিমাণে আমদানি হয়। তাছাড়া বর্দ্ধমানে ও লুপ লাইনের রাজমহল, পাকুড়, ধুলিয়ান, ভাগলপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয় এবং পশ্চিমেরও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। নওয়ালি পৌষ মাস।

ঘ্বত, তৈল, গুড় ও তামাক প্রভৃতির বিবরণ।

ঘ্বত। ঘ্বত দুই প্রকার যথাঃ—ভয়সা ঘ্বত ও গাওয়া ঘ্বত। তন্মধ্যে গাওয়া ঘ্বতই সুস্বাদু এবং সদগন্ধ। ইহার মূল্য বেশী বলিয়া এবং পরিমাণে বেশী পাওয়া যায় না বলিয়া সকলে খাইতে পায় না। ভয়সা ঘ্বত বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা কানাস্তারা ও মট্‌কি করিয়া আমদানি হইয়া থাকে; তবে আজ কাল নৌকায় চালান উঠিয়া যাওয়াতে, মট্‌কির ঘ্বত আমদানি খুব কম হইয়া থাকে। এক রকমের জিনিস,—কিন্তু মট্‌কিতে ভর্ত্তি হইয়া আসিলেই মন করা ৫×৬৲ টাকা বাটায় বিক্রয় হইবে। মট্‌কির নামে দর বাড়িয়া থাকে। মট্‌কির ঘ্বত মুঙ্গের জেলায় খাগাড়িয়া, খুটিয়া, জফরপুর, বিষণপুর, তেঘড়া প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে। এখন বেলিয়া হইতে দুসেলা মটকী নামে এক প্রকার মট্‌কি কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। পুর্ণিয়া জেলার নাথপুর, সাহেবগঞ্জ হইতে এবং সমস্তিপুর হইতে বড় বড় মট্‌কি আসিয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার ছোট ছোট গব্য ঘ্বতের মট্‌কী আমদানি হইয়া থাকে। জিনিস খুব সুস্বাদু, এরূপ মট্‌কীর ঘ্বত ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

পুরী লাইনে অনেক স্থানে ঘ্বত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোকনদ, ওয়ালটেয়ার ও গণ্টুরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। রং খুব ফরসা এবং জিনিসও ভাল, কিন্তু তথায় চর্ব্বি বেশী মিশ্রিত হইয়া থাকে—কলিকাতার বাজারে প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে গাওয়া ঘ্বত কিছু পাওয়া যায় বটে কিন্তু তেমন সুস্বাদু ও সদগন্ধ নহে। আমাদের দেশে গাওয়া ঘ্বত বেশ সুস্বাদু ও সদগন্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা চন্দ্রকোণার গাওয়া ঘ্বত খুব উৎকৃষ্ট বলিয়া বাজারে অন্যান্য ঘ্বত অপেক্ষা খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে চর্ব্বি প্রভৃতি দিয়া ঘ্বতের ভয়ানক ভেল হইয়াছে সেইজন্য গৃহস্থলোকে পয়সা দিয়া ভাল ঘ্বত খাইতে পায় না। তাহার উপর বিলাত ও আমেরিকা হইতে White oil

বা Bloom oil "ব্লুম অয়েল" নামক একপ্রকার খনিজ তৈল জার্ম্মানী হইতে আমদানি হইয়াছিল ; উহার দর ১০৲×১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মন এবং রং সাদা ও একটু লালী আছে, গন্ধ কিছুই নাই, কাজেই সকল প্রকার তৈল ও ঘৃতে বেশ ফেট্ দেওয়া চলে। অনেকে ত ফেট্ করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছিলেন ; যুদ্ধের সময় হইতে ব্লুম অয়েল আমদানি বন্ধ হইয়াছে বলিয়া অন্য তৈল ভেজাল দিতেছে। পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল মোকামে ঘৃত পাওয়া যায়, তাহার একটী মোটামুটী তালিকা দিলাম। মহাজনেরা নিজের সুবিধামত সেই সকল মোকাম স্থান হইতে আনাইতে পারেন।

উৎকৃষ্ট ঘৃতের মোকাম।

খুরজার "শ্রী মার্কা", এটোয়া, যশবন্তনগর, হাতরস, আলীগড়, সাগর, বান্দা, থাগাড়িয়া, মুঙ্গের, জকরপুর, বিষণপুর, তেঘড়া, খুঁটিয়া, চন্দ্রকোণা, সেকোয়াবাদ, চান্‌দাউসি, জস্‌রা।

নরম ঘৃতের মোকাম যথা :—

কাট্‌নি, ওরাইয়া, কানপুর, এলাহাবাদ, মির্জ্জাপুর, বক্‌সার, ভাগলপুর, নয়াদা ওয়ারসালিগঞ্জ, গয়া, বেলিয়া, পামারগঞ্জ, হরিহরগঞ্জ, গারোয়া, ডালটনগঞ্জ, ডিল্লি, ঝাঁসি, ছাপ্‌রা, গোরকপুর, রিবিলগঞ্জ, বেতিয়া, সীতামারি, কটক, কোঁচ, মান্দ্রাজ দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, প্রভৃতি।

চিনি। চিনি দুই প্রকার যথা : দেশী ও বিলাতি। আবার দেশী চিনিও দুই প্রকার—খেজুরে গুড়ের চিনি ও আকের গুড়ের চিনি। সাধারণতঃ খেজুরে "দোলই" বলিয়া থাকে। ইহা নিম্নবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুর, কাটোয়া, নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে বেশী তৈয়ারী হইয়া থাকে এবং যশোহর জেলায় অনেক স্থানে চিনির কারখানা আছে তন্মধ্যে কোটচাঁদপুরই বিখ্যাত। ২৪ পরগণায়ও অনেক স্থানে খেজুরে চিনির কারখানা আছে। তন্মধ্যে খাঁটরো

গোবরডাঙ্গাতে প্রচুর পরিমাণে চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইক্ষুচিনি সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু তৈয়ারী হয়; তবে নিম্নবঙ্গে গোবরডাঙ্গা ও সুকচরে বেশ পরিষ্কার চিনি তৈয়ারী হয়, উহা সামসাড়া নামে বিখ্যাত। ঐ দুই স্থানে একবোরা ও দোবরা চিনি প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় চালান যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ওয়ারসালিগঞ্জ, গয়া, বেহার, দ্বারভাঙ্গা, সাকড়ি, বেলিয়াজেলা, হনুমানগঞ্জ, বরোজবাজার, কোপা, সমস্তিপুর, নগিনা, শ্রীমাধোপুর, গাজীপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে আসল চিনির কারখানা আছে।

বিলাতি চিনি জাভা, মরিসাস্, চায়না, ম্যাডাগাস্কা প্রভৃতি স্থান হইতে কলের বিট চিনি প্রচুর পরিমাণে ১ নং ২ নং পেসা, দানাদার প্রভৃতি কলিকাতায় আমদানি হইয়া দেশী চিনিকে পরাস্ত করিয়াছে। দেশী চিনি অপেক্ষা মনকরা ৪৲ হইতে ৫৲×৬৲ টাকা পর্য্যন্ত কম বাটায় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই চিনিতে ময়লা নাই এবং রং বেশ ধপ্‌ধপে, কাজেই ময়রাদের কাজের বেশ সুবিধা এবং পড়্‌তা কম হয়। গৃহস্থেরা দর কম ও রং ফরসা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু দেশী চিনি অপেক্ষা মিষ্ট অনেক কম এবং খাইতে সেরূপ সুস্বাদু নহে? এখানকার সূক্ষ্ম বুদ্ধি মহাজনেরা দেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া উপরোক্ত বিলাতি চিনিকে পেষাই ও গালাই করিয়া "স্বদেশী" ছাপ্ দিয়া দেশী কাশির চিনি বলিয়া চালাইতেছে। এই স্বদেশী চিনি এরূপ ভাবে তৈয়ার হইতেছে, যে সহজে বিলাতি পেষাই বলিয়া চেনা যায় না? কলিকাতায় বাগবাজারে ৪।৫টী এই পেষাই কল হইয়াছে এবং খুব জোরের সহিত কার্য্য চলিতেছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষ্মীসরাই ও গয়াতে, মাড়োয়ারী মহাজনেরা এক ভয়ানক কারখানা করিয়াছে এবং ঐ কারখানা হইতে মাড়োয়ারী ও কচ্ছি মুসলমান মহাজনেরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত জেলায়, এমন কি— সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে চালান দিয়া বেশ দুপয়সা রোজকার করিতেছে।

সরিষা তৈল। আজ কাল চারিদিকে ইহার কল হইয়াছে, যাহার যেখান হইতে পড়্‌তা হয়, তাহার সেই স্থান হইতে খরিদ করাই সুবিধা, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে কানপুরের তৈল কিছু ভাল হয়। ঘানির তৈল আজ কাল খাঁটী খুব কম পাওয়া যায়?

নারিকেল তৈল। নারিকেল তৈল আমাদের দেশে যাহা তৈয়ারী হয়, তাহার দ্বারায় ব্যবসা চলে না ; কাজেই বিদেশ জাত তৈলই আমরা খরিদ করিয়া থাকি। নারিকেল তৈল নানা প্রকার আছে। তন্মধ্যে গ্যালিউ ভাল। তা ছাড়া কোচিন হোয়াইট, চন্দন কোচিন, কলোম্বিয়া, কোচিন, দিশি প্রভৃতি কলিকাতার বাজারে বারমাস যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

রেড়িড় তৈল। কলিকাতার সন্নিকটে আলম-বাজার এঁড়েদহ, বরাহনগর ও সালখিয়া প্রভৃতি স্থানে কল আছে। তা ছাড়া ঝাঁঝাঁ, পাটনা, বেনারস, কানপুর, ছাপ্‌রা, এলাহাবাদ, মানোয়ারি প্রভৃতি স্থানে কল আছে। সর্ব্বাপেক্ষা মানোয়ারীতে রেড়ীর তৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় ও জিনিস ভাল।

কেরোসিন তৈল. কেরোসিন তৈল রুষিয়া ও আমেরিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আমদানি হয়, ইহাই ভাল তৈল। বর্ম্মা হইতেও আজকাল যথেষ্ট তৈল আমদানি হইতেছে বটে, কিন্তু জিনিস তত ভাল নহে? কলিকাতা বজ্‌বজে ইহার প্রধান আমদানির স্থান ঐ এবং স্থান হইতে সকল স্থানে চালান গিয়া থাকে! তাহা ছাড়া আজকাল গ্রেহাম কোম্পানি, সা ওয়ালেস কোং ষ্ট্রাণ্ডার্ড কোম্পানি, জামাল·ব্রাদার্স ও এসিয়াটিক পেট্রোলিয়ম্ কোং ভারতের সকল বড় বড় স্থানে সব আফিস করিয়া তৈল বিক্রি করিতেছে। উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় সকলে পরাস্ত হইয়াছে—কাজেই এই ব্যবসাতে আর তেমন লাভ নাই।

গুড়। গুড় দুই প্রকার :—খেজুরে ও ছাঁচি। খেজুরে গুড় খেজুর গাছের রস হইতে তৈয়ারি হয় এবং ছাঁচি গুড় ইক্ষুর রস হইতে তৈয়ারী হয়। খেজুরে গুড় হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, পশ্চিমে তৈয়ারী হয় না। তন্মধ্যে নদীয়া, যশোহর ও চব্বিশ-পরগণাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খেজুরেগুড় নৈহাটি, চাকদহ কালীগঞ্জ, যশোহব, গোয়ালন্দ, গোবরডাঙ্গা, মদনপুর, কাঁচড়াপাড়া, কাটোয়া, শান্তিপুর, রাণাঘাট, তারকেশ্বর, সেওড়াফুলীর হাট, কোটচাঁদপুর, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। খেজুরে গুড় কার্ত্তিক মাস হইতে আমদানি আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস

পর্য্যন্ত বেশ খরিদ বিক্রি হইয়া থাকে, তাহার পর গুড়ের আস্বাদন কমিয়া যায় বলিয়া আর চলে না। খেজুরে গুড় হইতে দোলো চিনি ও জোবরা চিনি,—সুকচর, ঝাঁটরো গোবরডাঙ্গা, কোটচাঁদপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে। খেজুরে গুড় মাটির নাগ্‌রি করিয়া আমদানী হয়।

ইক্ষুগুড় ভারতের সর্ব্বত্রই তৈয়ারী হয়, তবে নিম্নবঙ্গে যেরূপ সুস্বাদু, সদ্‌গন্ধ ও রংপাট হয়—এরূপ আর কুত্রাপি হয় না। পশ্চিমের মধ্যে পচম্বা, ঝাঁঝাঁ, গিধোর, জামুই, ভাগলপুরের নিকট সাগরামপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকটা ভাল হয়। তা'ছাড়া দ্বারভাঙ্গা জেলায় সাকুরি, কাপতান্‌গঞ্জ, রোষ্‌ড়া প্রভৃতি স্থানে মন্দ হয় না? তবে ঐ সকল গুড় নিম্নবঙ্গে আমদানি হয় বটে, কিন্তু অনেক কম বাটায় বিক্রয় হয়। তা'ছাড়া নিম্নলিখিত স্থানেও যথেষ্ট গুড় আমদানি হয়;—বর্দ্ধমান, ধুলিয়ান, পচাম্বা, লুপ-লাইনের অনেক স্থানে, লক্ষ্মীসরাই, ওয়ারসালিগঞ্জ, নওয়াদা, তিলাইয়া, গয়া, বিটা, দানাপুর, পাটনা, বেহার, সো, গোরকপুর, ছাপ্‌রা, সমস্তিপুর প্রভৃতি। দ্বারভাঙ্গা জেলার সকল স্থানে, প্রচুর পরিমাণে গুড় পাওয়া যায়; অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

গুড়কে জমাইয়া গোলাকারে ও চৌকা সাইজে এক প্রকার গুড় তৈয়ারী হয়, যাহাকে চাকীগুড়—স্থানভেদে ঢিমাগুড় বলে। ইহা আমাদের দেশে হয় না, পশ্চিমাঞ্চলে গুড়ের মোকামে যথেষ্ট পবিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিংভূম প্রভৃতি স্থানের লোকেরা খাইয়া থাকে। এই চাকীগুড় বিটা, দানাপুর, গয়া, জাঁহানাবাদ দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি গুড়ের স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে পর্য্যন্ত চালান যায়। ইক্ষুগুড় হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে চিনি তৈয়ারী হয়। ইহা কার্ত্তিক মাস হইতে নূতন আমদানি হইয়া বারমাস বাজারে আমদানী হয়। ইহা প্রায়ই টিনে করিয়া আমদানি হইয়া থাকে—কাজেই কেরোসিনের একটু গন্ধ থাকিয়া যায়; বাঙ্গালার লোকে সেইজন্য পছন্দ করে না।

তামাক। তামাক নিম্নবঙ্গে তেমন চাষ হয় না; তবে কৃষকেরা ২।১০টা গাছ রোপণ করে। ইহা কোঁচবেহার, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি পূর্ণিয়া

ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তামাক শব্দে গাছ-তামাকের বিষয়ই এখানে লেখা হইতেছে। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে যেরূপ জাতের তামাক হয়,—পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে সেরূপ হয় না। তবে পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের তামাক সুগন্ধ ও তলপ (কড়া) আছে ; কাজেই এই তামাক নিম্নবঙ্গে চলন বেশী। পশ্চিমাঞ্চলে দ্বারভাঙ্গার তামাকই বেশী চলে।

পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার বিবরণ।

সাধারণতঃ মতিহারী, সৈয়দপুর, দিনাজপুর, মোগলহাট, জলপাইগুড়ি, কাউনিয়া প্রভৃতি—ও আসাম পর্য্যন্ত ঐ সকল হাটে তামাক আমদানি হয়। ঐ সকল তামাকের নাম ।ঃ—

১। বিশপাত, ২। পাকা, ৩। পুলো ৪। রংপুরে, ৫। মতিহার, মতিহার দুই প্রকার, যথা ঃ—রংপুরে মতিহার, ও পূর্ণিয়ার মতিহার। আবার মতিহার দুই প্রকার গড় ও ফাঁড়ি, ৬। বিলাতি, ৭। মতি, ৮। হিংলি, ৯। চওড়াপাতা, ১০। বলি প্রভৃতি।

রংপুর জেলার বিবরণ।

রংপুর জেলায় পুলো, বিশপাত, চওড়াপাতা, মতিহার প্রভৃতি ডোমার নিলফামারি, দরোয়ানী, বাজগঞ্জের হাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বিশপাত তামাক—ঘোড়ামারা, কাউনিয়া, ভোটমারী, ডোমেরহাট, সৈয়দপুর, মোগলহাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

পূর্ণিয়া জেলার গস্তব্যডাঙ্গায় মতিহার ও গাছ তামাক উৎকৃষ্ট হয়।

হিংলি—তামাকের রাজা অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক। এই তামাক খাঁটরো গোবরডাঙ্গা, চাকদহ, কুমলে (চাকদহের নিকট ৩ ক্রোশ দূরে) নাদনঘাটা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট আমদানি হয়। তামাকের কার্য্য করিতে হইলে ঐ সকল স্থানে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আসিতে হয়। ঐ সকল হাটের বিভিন্ন

প্রকার ওজন, চল্‌তা প্রভৃতি আছে। ইহা ঘরে বসিয়া পত্র লিখিয়া আনান উচিত নহে—নওয়ালির সময় যাওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বারভাঙ্গা জেলায় নিম্নলিখিত স্থানে তামাক আমদানি হয়।

দল্‌সিংসরাই, তেব্‌ড়া. বাছুয়ার, সাপুর-পাটোরি, হাসল দেওবিরা, উজিয়ার পুর, ওয়াইনি, ঢোলি, সিলেট, মোজাফরঃপুর, মতিহারী. সমস্তিপুর, ঝন্‌ঝারপুর, নির্ম্মালি, চাকি, হাজীপুর, ভাপটিয়াই প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তামাক পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল স্থানের পল্লিগ্রামের ভিতর গিয়া খরিদ করিতে পারিলে, খুব সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং বলন (বেশী) যথেষ্ট হয়। ঐ সকল স্থানে যে কয় প্রকার তামাক উৎপন্ন হয় তাহাদের নাম, যথা – মুড়ন, দোজী, কেঁড়ী, ছবুয়া, রিটা, বিলাতিও কানাইয়া প্রভৃতি। তন্মধ্যে মুড়ন বা শির্ষা তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং খুব কড়া। বিলাতি তামাকও তদ্রূপ; বাকী কয় প্রকার নরম জিনিস। মুড়ন বা শির্ষা তামাক ঢোলিকুটী, সাপুর পাটারি, বাছুয়ার প্রভৃতি স্থানে এবং নীলখেতের মাল খুব ভাল হয়, উপরোক্ত ঐ সকল তামাক মোকামা, বাড়, লক্ষীসরাই, গয়া. বেহার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে।

তামাকের নওয়ালি মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বেশ জোর আমদানি হইয়া থাকে। অতএব ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভ হইতে তামাকের মোকামে যাওয়া কর্ত্তব্য।

তামাকের ব্যবসা খুব ভাল ব্যবসা এবং লাভও বেশ মোটা। মনকরা ১৲ টাকার নীচে নহে, সময়ে সময়ে দুই টাকা তিন টাকা পর্য্যন্ত হয়। নওয়ালির সময় হাতে-হেতেড়ে সুবিধা-দরে খরিদ করিতে হয়।

মাখা তামাক। মাখা তামাক সকল দেশেই তৈয়ারী হয় বটে ? কিন্তু গয়া, বিষ্ণুপুর, আনন্দপুর, লক্ষ্ণৌ. বেনারস, দীল্লি প্রভৃতির স্থানের নাম-ডাক আছে। ঐ সকল স্থান হইতে তামাকওয়ালারা ভাল খাম্বিরা আনাইয়া মেল দিয়া তৈয়ারী করে। পাটনাতেও তামাকের খাম্বিরা যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাখাতামাক সম্বন্ধে আমার লিখিত “ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব” নামক পুস্তকে দেখুন ?

মসলা প্রভৃতি।

হলুদ। হলুদ আমাদের দেশে যেরূপ চাষ হয়, তাহাতে ব্যবসা চলে না—কাজেই মোকাম হইতে আনাইতে হয়। হলুদ পাবনারই উৎকৃষ্ট। পাবনা জেলার কোরং, মছ্‌লাকন্দর এবং দ্বারভাঙ্গা জেলায় যথেষ্ট হলুদ পাওয়া যায় ; তা' ছাড়া হলুদ কলিকাতা এবং স্থানীয় সহরের বাজার হইতে খরিদ করা কর্ত্তব্য।

ধনে। ধনে অনেক প্রকার আছে, যথা—দেশি গড়ে, গড়ে কুষ্টিয়া, আওয়াইপুর, কানপুরে, পাটনাই প্রভৃতি। তন্মধ্যে দেশী ধনেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা যশোহর, ফরিদপুর, ডামুরদা, মুলকাতগঞ্জ, মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পশ্চিমে দ্বারভাঙ্গা জেলার অনেক স্থানে পাওয়া যায়। তবে সকল প্রকারই জিনিস পাটনা ও কলিকাতার বাজারে আমদানি হইয়া থাকে।

কালজিরা। কালজিরা দুই প্রকার :—পশ্চিমে ও পূর্ব্বের জিনিষ। পশ্চিমাঞ্চলে পাটনা, সাসারাম, মুঙ্গের জেলার কয়েকস্থানে ও দ্বারভাঙ্গা জেলার কয়েকস্থানে আমদানি হইয়া থাকে। দেশী জিনিস, ধনিয়ার দেশী মোকাম হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

লঙ্কা। কলিকাতার বাজারে এবং স্থানীয় বড় বড় সহরে নানাপ্রকার লঙ্কার আমদানি হইয়া থাকে। তা' ছাড়া মোকামের বিবরণে লঙ্কার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাইবেন। লঙ্কা সিঙ্গাপুর, মান্দ্রাজ, কটক, চট্টগ্রাম, পাটনা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মোকামা, দলসিংসরাই, লক্ষ্মীসরাই, ভাগলপুর, মুঙ্গের, খাগাড়িয়া, বারুণীজংসন, তেঘড়া. রোষড়া, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, হাতরস, খুঁটিয়া, বাড়, মোকামা মতিহারী, বেত্তিয়া, সামো, পরিহারা (মুঙ্গের জেলার মধ্যে) প্রভৃতি স্থানে লঙ্কা আমদানি হইয়া থাকে। লঙ্কা মাঘ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বেশ জোর আমদানি থাকে।

মৌরী। মৌরী সাধারণতঃ চার প্রকার ; যথা :—সিঙ্গাপুরী, বোম্বাই, ফরাক্কাবাদী ও চেনপুরী। তন্মধ্যে বোম্বাই জিনিসই ভাল, কিন্তু চেনপুরীর

গন্ধ বেশ ভাল হয়। ইহা বক্সর, সাসারাম, ওজাবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

তেজপাতা। তেজপাতা দুই প্রকার,—আঁচিকাটা ও ফুলচুর; তন্মধ্যে ফুলচুরই ভাল জিনিস। ইহা চট্টগ্রাম ও সিলেট্ হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

সুপারি। সুপারি সাধারণতঃ তিন প্রকার:—জাহাজি, অমৃতপুর ও দিশি। জাহাজি সুপারি বোম্বাই হইতে আসে। দিশি সুপারি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা সাবাজপুরেই উৎকৃষ্ট; তবে পাতারহাট, কার্ত্তিকপুর ও রাইপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও আমদানি হইয়া থাকে। দিশি সুপারি চারি প্রকার; যথা—চিকণ, গড়, মাঝারি ও মগাই।

খএর। খএর জনকপুরীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তা' ছাড়া পেগু, তেলা-খএর, সিঙ্গাপুরের বাক্সের খএর কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

ধুনা। ধুনা অনেক প্রকার আছে; যথা,—নাগপুরী, জাহাজী, সিঙ্গাপুরী, দেশী প্রভৃতি। ইহাও কলিকাতার বাজারে সব রকম আমদানি হইয়া থাকে।

গোল-মরিচ। গোল-মরিচ কয়েক প্রকারের আমদানি আছে; যথা:—রাবিন, শ্যামকালা, আড়কালা, বড় ও ছোট। ইহাও কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে।

মসলা জিনিস সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য।

সমস্ত মসলা জিনিসের বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। কারণ ঐ সকল জিনিস নাকোদা ব্যবসায়ীরা কলিকাতার আমড়াতলায় আমদানি করিয়া থাকে। উহা এক প্রকার উহাদের একচেটিয়া ব্যবসা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব মসলা প্রভৃতি খরিদ করিতে হইলে বোম্বাই, কলিকাতা ও পাটনার বাজারে খরিদ করা কর্ত্তব্য। তবে কতকগুলি জিনিষ মোকাম হইতে খরিদ করিতে পারিলে পড়তা সুবিধা হয়। বিশেষ বিবরণ

আমার কৃত "বাণিজ্য দ্রব্যের ঐতিহাসিক তত্ত্ব" এবং "মোকামের বাণিজ্য-তত্ত্ব" নামক পুস্তকে অনেক তত্ত্ব পাইবেন।

বস্ত্র ও পরিচ্ছদ।

বস্ত্র দুই প্রকারের হইয়া থাকে; যথা—১। সূতিবস্ত্র; ২। পশমী বা রেশম-নির্ম্মিত নানা রকমের বস্ত্র। প্রথমে সূতি বস্ত্রের বিষয় লিখিতেছি।

সূতিবস্ত্র—সূতিবস্ত্র দুই প্রকার,—দেশী ও বিলাতী।

দেশী বস্ত্র হাতের দেশী তাঁতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ বিলাতী সূতায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেশী চরকায় সূতা প্রস্তুত হইত, এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। হাতের তাঁতের বস্ত্রের পাট ভাল হয় ও মজবুত হয়, তবে বিলাতি অপেক্ষা দাম অনেক বেশী। দেশী সূক্ষ্ম বস্ত্র ৮৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত জোড়া পাওয়া যায়। দেশী বস্ত্র সাধারণতঃ সিমলা, ফরাসডাঙ্গা ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানেরই বিখ্যাত; তা' ছাড়া অনেক গণ্ডগ্রামেও তৈয়ারী হইয়া হাটে বিক্রয় হয়। সেই সকল বস্ত্রকে "হেটো দেশী" বলে—ইহার দাম সস্তা। ঢাকা ও শান্তিপুরে খুব উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ধুতি হয়; ঐ সকল সূক্ষ্ম ধুতি আফগানিস্থান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে চালান গিয়া থাকে। দেশী বস্ত্র ছাড়া দেশী ছিট্‌ও অনেক স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিলাতি বস্ত্র ও ছিট্ এবং গৃহস্থের যাবতীয় আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে বাজারে আমদানি হইয়া দেশী বস্ত্রের বাজার একেবারে মাটী করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে ভারতে নাগপুর, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কএকটী কলে মোটা কাপড় হইত; কিন্তু ঐ সকল বস্ত্র মোটা বলিয়া সাধারণে সহজে ব্যবহার করিতেন না। বঙ্গভঙ্গের পরে সকলেই দেশী মিলের ধুতি ব্যবহার করাতে ভারতের নানাস্থানে নূতন নূতন কলকারখানা বসিয়াছে

এবং বেশ সূক্ষ্ম ধুতি, কাপড়, ছিট, চাদর, গাম্‌ছা প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া যথেষ্ট পরিমাণে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। ঐ সকল বস্ত্র অধিকাংশ কলের বিলাতি সূতায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থলে আমরা "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের" নাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিম্নবঙ্গের মধ্যে এই একটী কল দেশীয় মূলধনে পরিচালিত হইতেছে,—ইহার সূতা পর্য্যন্ত ঐ কলে প্রস্তুত হইতেছে,—তবে কাপড় একটু মোটা হয় কিন্তু কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা মজবুত বেশী। বস্ত্রাদি খরিদ করিতে হইলে সাধারণতঃ কলিকাতার বাজার হইতে খরিদ করাই কর্ত্তব্য।—বেশী পরিমাণে লইতে হইলে কল হইতেও পাওয়া যায়।

পশমি বস্ত্র—পশমি বস্ত্র নানা প্রকার আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ-যোগ্য; যথা—তসর, গরদ, আসামের এণ্ডি, মুরশিদাবাদের শিল্ক, বেনারসের শিল্ক, সাটীন, পশুদিগের লোমনির্ম্মিত নানাপ্রকার পশমী কাপড়, প্রভৃতি অনেক প্রকার পশমি-বস্ত্র তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহাও দুই প্রকার; দেশী ও বিলাতী। বিদেশ হইতেও নানা রকমের ঐ সকল কাপড়, জামার কাপড়, আমদানি হইয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ জিনিসই ভেজাল। পাট, শোন, গাছের সূতা প্রভৃতি দিয়া তৈয়ারী হয়, তবে রং ভাল ও দেখিতে চটক। আছে বলিয়া এবং দাম সস্তা বলিয়া বিক্রয় বেশী হইয়া থাকে। দেশী পশমি কাপড় আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে এবং খুব আদর বাড়িয়াছে; এমন কি? অনেক ইংরাজ নরনারী আদরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। মুরশিদাবাদের শিল্ক, বেনারসের সিল্ক, কানপুরের মিলের কাপড়, ধারোয়ালের কাপড়, অমৃতসহর ও লুধিয়ানার কাপড়ও বিষ্ণুপুরে কাপড় প্রভৃতি বেশ জোরের সহিত চলিতেছে। ইহা ভারতের একটী গৌরবের কথা।

তৈয়ারী পোষাক—তৈয়ারী পোষাকের দোকান বেশ চলে, একটী লোকের বেশ পোষায়। কলিকাতার মধ্যে চেৎলার হাটে ও হাবড়ার হাটে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হয়। হাটবার দিন যাইতে হয়; তা' ছাড়া অপেক্ষাকৃত ভাল ছাঁট্ কাট্ লইতে হইলে চাঁদ্‌নির চকে পাওয়া যায়।

কম্বল—কম্বল ভেড়ার লোমে তৈয়ারী হয়। শীতকালে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে; অন্য সময়ে তত হয় না। সকল স্থানের কম্বল অপেক্ষা ভাগলপুরের জেলের কম্বল বেশ ভাল হয়—যেন জামান পালিশ করা জিনিস। তা' ছাড়া নিম্নলিখিত স্থানে কম্বল যথেষ্ঠ পাওয়া যায়:—

ভাগলপুর, ধুলিয়ানের নিকট আরংগাবাদ ও নিমৃতিতা, মুঙ্গের, গয়া, পাটনা, বেনারস, মৃজাপুর, কাণপুর, এলাহাবাদ, আগরা, দিল্লি, পঞ্জাব, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, বেলিয়া, নেপাল, গাজিপুর, ধারোয়াল প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কম্বল সাদা ও কাল দুই প্রকার রংই হইয়া থাকে, তবে বুননের সময় মধ্যে মধ্যে লাল রংএর নক্সাও থাকে।

সতরঞ্চি ও গালচে—সতরঞ্চি ও গাল্‌চে নিম্নবঙ্গে তৈয়ারী হয় না, ইহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটী স্থানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা জেলের তৈয়ারী সতরঞ্চি ও গাল্‌চে খুব মজবুত ও ভাল হয়। নিম্নলিখিত স্থানে তৈয়ারী হইয়া থাকে:—

বাঁকীপুর, বক্‌সার, বেনারস, কাণপুর, আগরা, আলীগড়, ঝাঁন্সি, মিরাট, নাগপুর, কটক, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি।

বিদেশ হইতেও নানাপ্রকার কম দামের জিনিস, তৈয়ারী হইয়া এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। এ সকল জিনিষ কিন্তু তত ভাল নয়।

পিতল কাঁসারের বাসন।

মজুরি কম পড়িবে বলিয়া, মফঃস্বল হইতে তৈয়ারী হইয়া সহরের বাজারে চালান যায়। বিশেষতঃ জোড়াসাঁকোতে সর্ব্বরকম পিতল কাঁসারের বাসন পাওয়া যায়, তবে কারখানা হইতে লইলে, পড়তা অনেক কম পড়ে। নিম্নলিখিত স্থানে তৈয়ারী হয়:—

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বেলেতোর, বাঁশবেড়িয়া, রাণীগঞ্জ, মেদিনীপুর জেলায় খড়ার ও রামজীবনপুর গ্রাম, মির্জাপুর, কটক, বেনারস, খাগড়া, গয়া, দিল্লী, ফায়জাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইহার কারখানা আছে। বিশেষ বিবরণ আমার লিখিত "মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব" এবং "বানিজ্য দ্রব্যের ঐতিহাসিক" তত্ত্ব নামক পুস্তকদ্বয়ে দেখুন ?

দেশী সুগন্ধি জিনিস।

দেশী আতর, গোপালজল, ফুলেল তৈল প্রভৃতির ন্যায় সুগন্ধি জিনিস পৃথিবীতে আর কোথাও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদেশ হইতে এল্‌কোহল ঘটিত নানা রকমেব সুগন্ধ জিনিস আমদানি হইতেছে বটে, কিন্তু ভারতজাত জিনিসের মত নহে? তবে কালমাহাত্ম্যে লোকের বিলাতি জিনিসের উপর ঝোঁক বেশী পড়িয়াছে।

এখানে কয়েক প্রকার বাজার-চলন গন্ধদ্রব্যের নাম দিলাম; যথা—গোলাপ, জুঁই, বেল, মতিয়া, কেওড়া, খস্‌খস্, চম্পক, আম্র, জাফ্রান, চন্দন, অম্বর, মস্ক্ অম্বর, নেবু, মিড়ি, ওলদাউলি, আগর, পলাদি, হেনা, ওলহেনা, চামেলি, মবসালি, মেহেদি, বকুল, সেফালিকা, প্রভৃতি। উপরোক্ত সমস্ত জিনিসের আতর ও তৈল প্রস্তুত হয়। আসল জিনিস কিনিতে হইলে আসল যায়গা হইতে আনাইতে হয়। নানাজাতীয় পুষ্পের আতর, তৈল, গোলাপ-জল নিম্নলিখিত মোকামে উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়;—গাজিপুর, জোনপুরও কনৌজ। এই সকল স্থান হইতে আনাইলে ব্যবসা বেশ চলে।

আজকাল গাজীপুরে তেমন আর ভাল মাল হয় না, কেবল নাম-ডাক আছে। জোনপুরের তৈলই ভাল হয়। কনৌজে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জিনিস পাওয়া যায়। খাস কনৌজে আর তত ফুলের চাষ হয় না, এখন বারমানি হইতে মাল তৈয়ারী হইয়া কনৌজে যায়। জলেশ্বর রোড ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল দূরে বারমানি

গ্রাম; এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুলের চাষ হইয়া থাকে। শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে কারখানার কার্য্য আরম্ভ হইয়া চৈত্রমাস পর্য্যন্ত থাকে। শেষে সমস্ত মাল কনৌজে চলিয়া যায়।

আতর তিন প্রকারের জন্মায়;—১। রু, ২। চন্দন তৈলের আতর এবং ৩। বেলু জমীনের আতর।

রু আসল জিনিস, ইহা প্রকৃত ফুলের সারভাগ। সচরাচর আতরের দোকানে বা ফেরিওয়ালার কাছে রু পাওয়া যায় না। ইহা ১০৲—১৫৲ নাং ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত তোলায় বিক্রয় হয়। খাঁটী চন্দনের তৈলের মণ ৪০৲ নাং ৬০৲। ঐ চন্দনের তৈলে যে ফুল চোয়ান হয়, সেই ফুলের আতর তাহাতে প্রস্তুত হয় এবং সেই জিনিস বাজারে আতর বলিয়া বিক্রয় হয়, ইহা।০, ।৶, ॥০ আনা তোলায় কনৌজে বিক্রয় হয়। বেলুজমীন কেরাসিন তৈল সংযোগে প্রস্তুত হয়। ইহার দর ১৮৲—২০৲ টাকা মণ। ঐ বেলুজমীনে যে আতর প্রস্তুত হয় ৪০৲ টাকা সের। বাজারে কম দরের আতর ইহাকেই বলে।

এখন দোকানদারের কারচুপির কথা খুলিয়া লিখিতেছি। যাহাদের বড় আতরের দোকান আছে, তাহারা কিছু কিছু রু আতর রাখে। আর যাহাদের কেবল শিশি বোতলের ভড়ংএ দোকান সাজান আছে ও যাহারা ফেরি করে, তাহারা কেবল চন্দনের আতর ও বেলজুমীনের আতর বিক্রয় করে। ॥০ হইতে ১৲ টাকা তোলা যাহা বিক্রয় হয়, তাহা বেলুজমীনের জিনিস, আর ২ হইতে ৪৲ টাকা দরে যাহা বিক্রয় হয় তাহা চন্দনের আতর। তবে আতর-ওয়ালার নিকট রুএর বোলচাল খুব আছে। রু জিনিস অনেকে জানে না এবং সহজে চিনিতে পারে না। কতকটা আভাস এখানে দিতেছি। বেলু আতর হ'তে মাখিয়া মুছিয়া ফেলিলে কিছুই গন্ধ থাকে না। চন্দনের আতর মুছিয়া ফেলিলে কেবল চন্দনের গন্ধ ২।১ দিবস থাকে। আর রুএর আতর একবার লাগাইলে, যত কেন মুছিয়া ফেলা হউক না—৫।৭ দিন ঠিক গন্ধ থাকিবে। যদি আসল জিনিস লইতে চান—তবে কনৌজ হইতে আনানই সুবিধা। তাহারা বড় মহাজন—সহজে ঠকায় না। বিশেষ নামধাম কনৌজে দেখুন?

সর্ব্বরকম জিনিসের মোটামুটী বিবরণ।

পাট ও শন। পাট অনেক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে যে কয় প্রকার বাজার-চলন, তাহারই নাম এখানে দিলাম.—পাহাড়ি, বিদ্যামুহুর ও ধবলমুহুর। ইহার সাইজ. বর্ণ ও আঁশ দেখিয়া লইতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা যে পাট লম্বায় বড়, তাহাই উচ্চদরে বিক্রয় হয় এবং ইহাই প্রথম নম্বরের জিনিস। এইরূপ মহাজনেরা ৪টী সাইজ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন,—১ নং, ২ নং, ৩ নং ও ৪ নং। কলওয়ালারা ও কলিকাতার ইংরাজ বণিকেরাই ইহার প্রধান খরিদ্দার, ইহারাই ঐ চার প্রকার সাইজ করিয়াছেন। সাধারণতঃ নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের পাটকে ১ নং বলে, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের পাটকে ২ নং বলে, এবং দেশওয়াল অর্থাৎ তারকেশ্বর অঞ্চলের, হুগলি জেলার, বর্দ্ধমান জেলার, হাওড়া জেলার, মেদিনীপুর জেলার, ২৪ পরগণা জেলার এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের ষ্টেসনের মাল প্রভৃতিকেও ৩ নং বলে। পচা রিজেকটেড্ পাটকে ৪ নং বলে।

পাট পশ্চিমাঞ্চলে খুব কম চাষ হয়। দেওঘর, জামতাড়া, মধুপুর, শিমুলতলা, ঝাঁঝাঁ ও ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছু পাওয়া যায়। পাট হাওড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান এবং পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে, বলিয়া বাহুল্যভয়ে আর বেশী লিখিলাম না। পাটের দ্বারা দড়ি, স্থতা, চট্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং বিলাতে সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রের সহিত ফেট্ দিয়া তৈয়ারী করিয়া থাকে, সেইজন্য বিলাতি বস্ত্র খুব সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং কম মজবুত হয়। ইহার নওয়ালি ভাদ্র মাস হইতে আরম্ভ হইয়া নাগাইদ মাঘ মাস তক্ বেশ চলে।

পাটের পরীক্ষা বড় শক্ত পরীক্ষা। বিশেষভাবে হাতে কলমে পাট না চিনিয়া পাটের ব্যবসা করা উচিত নহে। গাঁটের মধ্যে কৃষকেরা অনেক প্রকার জুয়াচুরি করে। ইহার বাজারও বোঝা খুব শক্ত। হয়, ও বেশ মোটা

টাকা লাভ হয়?—নয় একেবারে বসাইয়া দিয়া যায়। এ জিনিস ইংরেজ বণিকদের হাতে বিক্রয় করিতে হয়, তাহারা কখন কি চালে বাজার রাখে—বোঝা ভার? নূতন ব্যবসায়ী যেন পাটের কারবার প্রথমে না করেন। তবে পাইকারী করিলে ক্ষতি নাই? যেমন কিনিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করা চাই। হাতে কলমের কাজ বলিয়া, পাটের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লেখা আবশ্যক মনে করিলাম না।

শোন্ নিম্নবঙ্গের অনেক স্থলেই চাষ হইয়া থাকে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঝাঁঝাঁ, ভাগলপুর, ওয়ারসালিগঞ্জ; সেখ্পুর, নওয়াদা ও বেহারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাগলপুরের জিনিসই ভাল, বেহারে প্রচুর পরিমাণে শোন্ পাওয়া যায় বটে? কিন্তু জিনিস ভাল নহে।

লবণ। লবণ অনেক প্রকার আছে, যথা:—কলের লবণ অর্থাৎ বিলাতি লবণ যাহা জাহাজে আসে, সৈন্ধব-লবণ, খাঁড়ি-লবণ, বিট্-লবণ, সামুদ্র ও সৌবর্চ্চল, প্রভৃতি। শেষোক্ত তিনটী লবণ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার খরচ বেশী নাই, কাজেই বিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিলাম।

বিলাতি লবণ নানাপ্রকার আছে, যথা—পোসাই, পাঙ্গা, হ্যামবার্গ, কর্কচ, বোম্বাই প্রভৃতি। ইহা কলিকাতার শাল্কিয়াতে ও হাটখোলাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সৈন্ধব-লবণ মধ্য-প্রদেশের সম্বর হ্রদে প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে চালান হয়,—পাটনা, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। খাঁড়ি লবণ জমীতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারভাঙ্গা জেলাতে উৎপন্ন হয় এবং সমস্তিপুর, দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে আমদানি হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

কয়লা। কয়লা দুই প্রকার, যথা:—পাথুরে কয়লা ও জ্বালানি কাটের কয়লা। পাথুরে কয়লা এখন সকল স্থানে চলন হইয়াছে, কাজেই উহার বিক্রিও বেশী হইয়াছে। ইহা রাণীগঞ্জ, আসানসোল, মানভূম, সিংভূম, হাজারিবাগ, গিরিডি এবং গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের দুইধারে, আসামে, পঞ্জাবে, মধ্য-প্রদেশের কএকস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়লার ব্যবসা করিতে হইলে, অগ্রে ঐ সকল স্থানে একবার ঘুরিয়া না আসিলে, অভিজ্ঞতা

হয় না, অর্থাৎ কোন্ কোন্ জিনিস কি কি কাজের উপযোগী, কোন্ কলিয়ারীতে কোন্ খাদের কয়লা ভাল, কে কি রকম লোক, প্রভৃতি বেশ করিয়া জানিয়া আসিতে হয়। কাজেই এস্থলে বিশদভাবে লিখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়।

নারিকেল। নারিকেলের ব্যবসা মন্দ নহে। ভাদ্র মাস হইতে নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়, তাহার পর জমা করিয়া অন্যত্রে চালান দিয়া বিক্রয় কবিতে হয়। বর্দ্ধমানের পশ্চিমে নারিকেল ভাল হয় না। ইহা হুগলি, চন্দননগর, সেওড়াফুলি, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, জাজ্পুর, কটক, বালেশ্বর, কোলাঘাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ সকল মাল লইয়া পশ্চিমের দিকে চালান দিলে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। পশ্চিমে কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীব দিন একটী পর্ব্ব হইয়া থাকে, যাহাকে ঐ অঞ্চলের লোক ছট্-পবব বলে। ঐ ছট্-পববে খুব নারিকেল বিক্রি হয়। নারিকেল সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইজন্য জাহাজে করিয়া অনেক দ্বীপ হইতে নারিকেল আমদানি হয়।

নারিকেলের খোলে হুকা প্রস্তুত হয়। এই হুকার খোল উলুবেড়িয়া, জাজ্পুব, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

নারিকেল হইতে নারিকেল দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের দেশে হয় না। ইহা দ্বীপপুঞ্জ এবং ঐ সকল স্থান হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে।

মৎস্য। মৎস্য আজকাল একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে মৎস্যের ব্যবসা নীচজাতি ধীবর, দুলে, বাগ্দি প্রভৃতি করিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন যাহাতে দু'পয়সা রোজগার হইবে, সেই ব্যবসা সকল জাতিতে করিবে। কাজেই অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান এই কার্য্য করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজকার করিতেছেন। ইহা কম পুঁজিতে কাজ চলে—এবং লাভ বেশী হয়। মণকরা ১৲, ২৲, ৩৲ এমন কি ৪৲ পর্য্যন্ত লাভ হয়? কাজেই অনেক ইংরাজী শিক্ষিত (সোণার চশমাধারী) বাবুরাও এ কার্য্য করিতেছেন। কাজটা বাস্তবিক নীচ লোকেরই পোষায়? ছ্যাঁচড়া কাজ ভদ্রলোকের পোষায় না, তাই অনেকে লোকসান দিয়া থাকেন। তবে হাতে

হেতেরে করিতে পারিলে অর্থাৎ একজন খরিদ করিয়া পাঠাইবে এবং একজন বিক্রি করিবে—এরূপভাবে কাজ চালাইলে বেশ লাভ হয়। আর যাঁহারা আড়তে তুলিয়া বিক্রি করেন, তাহাদের মাল নক্ড়া-ছক্ড়াতে বিক্রি হয়। এখন মৎস্য কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহার পরিচয় দিতেছি ঃ—

ডায়মণ্ড-হারবারে, বাদাবনে বারাসাতের দিকে, যশোহর জেলায়, গোয়ালন্দে, ঢাকায়, কাটোয়া, শান্তিপুরে ও নদীয়া জেলায়; পশ্চিমাঞ্চলে—সুলতানগঞ্জ, রাজমহল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, খাগাড়িয়া, মজফঃরপুর, সমস্তিপুর, লক্ষ্মীসরাইএর নিকট মনকথা ষ্টেসনে, মোকামা, বাড়, বক্‌সার দিঘাঘাট প্রভৃতি স্থানে।

রীতিমত মৎস্যের ব্যবসা করিতে হইলে, ঐ সকল স্থানে নদী, গঙ্গা বা বড়দিঘি বা বাঁধের জলকর বন্দবস্ত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বেশ লাভ হয়। মৎস্য শীতকালে চালান দেওয়াই সুবিধাজনক, কারণ দেশান্তর হইতে আনিতে হইলে সহজে পচিয়া যায়। সাধারণতঃ ঐ সমস্ত স্থান হইতে কলিকাতায় চালান যায়, তবে সেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুঁড়া, হুগলি, মেমারি, বৈঁচি, দেবীপুর, বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর, ধনবাদ, ঝরিয়া, কাতরাসগড়, সীতারামপুর, মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা, জামতাড়া প্রভৃতি স্থানেও বেশ উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেক ব্যক্তি ঐ সকল স্থানে মৎস্যের কার্য্য করিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়া থাকেন।

গালা। গালা দুই প্রকার, কাঁচা ও পাকা। পাকা গালা ঐ কাঁচা গালা হইতে তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। যেখানে কাঁচা গালার কাজ আছে, সেইখানেই পাকা গালা তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। পাকা গালা নানা রকমের আছে। ইহা বীরভূম বাঁকুড়া, মানভূম, নাগপুর, হাজারিবাগ, চক্রধরপুর, মুরশিদাবাদ, ভাগলপুর, প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ও অনেক ইংরাজ কোম্পানীর কারখানা আছে। গালার কার্য্য করিতে হইলে কোন কারখানায় এক বৎসর শিক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। হটাৎ কেহ যেন কার্য্য না করেন, কারণ ইহা বুঝাইবার নহে?

খৈল। তৈলাক্ত বীজ মাত্রই পেষাই করিলে খৈল হইয়া থাকে। বাজারে সচরাচর যে সকল খৈলের চলন আছে তাহাই এখানে লিখিতেছি।

সরিষার খৈল।—সরিষার খৈল গরুতে খাবার জন্য এবং জমীতে সার দিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে রাইসরিষা, শ্বেতিসরিষা, লুটনি, কাজুলি, তোড়া, মান, তিল, শোরগোঁজা, মহুয়াবীজ, হুড়হুড়বীজ, পোস্তদানা, তিসি, চীনাবাদাম প্রভৃতি দিয়া পিষিয়া থাকে। বিশুদ্ধ সরিষার খৈল আজকাল পাওয়া যায় না বলিলেই হয়।

সরিষার খৈল দুই প্রকার, যথা ঃ—ঘানির ও কলের। ঘানির খৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, কলের খৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের এখন সর্ব্বত্রই কল হইয়াছে, যাহাদের সেখানে কর্ম্মস্থল, তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কল হইতে খরিদ করাই সুবিধা। এই খৈল একমাস হইয়া গেলে রং লাল হইয়া মাল খারাপ হইয়া যাইবে, অতএব দোকানে কাট্‌তি অনুসারে খরিদ করা কর্ত্তব্য।

রেড়ির খৈল।— রেড়ির খৈল কেবল জমীতে দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা আলুর জমীতে দেওয়া হয়, কাজেই ভাদ্র মাস হইতে ইহার বিক্রী আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বেশ বিক্রী চলে। এ কাজেও বেশ মোটা লাভ হয়। নওয়ালির সময় কিনিয়া বাঁধী রাখিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। ইহার কাট্‌তি কলিকাতা, সেওড়াফুলির হাট, তারকেশ্বর, মল্লিককাসিমের হাট, মগরা, বৈঁচি, মেমারি, দেবীপুর, নৈহাটী, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, শিবনিবাস, নাদনঘাটা, শান্তিপুর, শ্রীপুর, কাটোয়া, কালনা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, প্রভৃতি স্থানে। রেড়ির খৈল কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া বেনারস, পাটনা, ঝাঁঝাঁ, কাণপুর, পচাম্বা, এলাহাবাদ, মনোয়ারী, দ্বারভাঙ্গা, সাক্‌রি, ছাপরা, মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আলু—আলু নানা প্রকার আছে, যথা ঃ—গোল আলু বা বিলাতি আলু, রাঙ্গা আলু, সকরকন্দ আলু, খামআলু, চুবড়ি আলু, সাঁকআলু, প্রভৃতি। তন্মধ্যে গোল আলুই আমাদের নিত্য খাবারের জিনিস, কাজেই ইহার ব্যবসাও বেশ চলে। গোল আলুর চাষ এখন সর্ব্বত্রই কমবেশ হইয়া থাকে, তথাচ পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেক পরিমাণে আমাদের দেশে চালান আসিয়া থাকে। আমাদের দেশে আলু কিছু দেরীতে ওঠে, সেইজন্য নওয়ালির

প্রথম হইতে পাটনা, দানাপুর, দিঘাঘাট, বাঁকীপুর, গয়া, ওয়ারসালিগঞ্জ, বাড়, মোকামা, জৌনপুব, জামালপুব, ফরক্কাবাদ, মুসৌরি, কাল্কা, নৈনিতাল, ডেরাডুন, কাটগুদাম, দ্বারজিলিং, ঘুম প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে, ঐ সময় অনেক মহাজন ঐ সকল স্থানে গিয়া আলুর চালান দিয়া থাকে।

আলুব কার্য্য কাঁচা কার্য্য। যেমন লাভ হয়—তেমনি লোকসান দিতে হয়—ইহা কম পুঁজিতে চলে। কলিকাতা ও সেওড়াফুলীর হাটে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। নাওয়ালি কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চলে। তাহার পর নৈনিতাল আলুর আমদানি হয়। নৈনিতাল বা পাহাড়ি আলু আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত চলে। ইহা নৈনিতাল, কাল্কা, শিমলা, জোনপুর, দেবাডুন প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

পিঁয়াজ। পিয়াজ দুই প্রকার:—ছোট ও বড়, এবং রংও দুই প্রকাব—সাদা ও লাল। তন্মধ্যে ছোট লাল রংএব পিঁয়াজ খাইতে সুস্বাদু ও দাম বেশী। আমাদের দেশে ছোট পিঁয়াজের সর্ব্বত্রই চাষ বেশী হইয়া থাকে, বড় পিঁয়াজের চাষ বড় বেশী হয় না। পশ্চিমাঞ্চলে বড় লাল ও সাদা রংএর পিঁয়াজের চাষ বেশী হইয়া থাকে, দামও খুব সস্তা—টাকায় ১৷৷০ মণ পর্য্যন্ত হয়। আমাদের দেশে পশ্চিমে খোট্টালোক অনেক থাকাতে পশ্চিমের বড় পিঁয়াজ এ দেশে যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। ইহা লক্ষ্মীসরাই, মুঙ্গের, মোকামা বাড়, বিহাব, দানাপুর, পাটনা, দিঘাঘাট, বাঁকীপুর, গয়া, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং নিম্নবঙ্গে অধিকাংশ স্থানে বিক্রয় হয়। ইহা ফাল্গুন মাস হইতে আমদানি হইয়া ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত চলে।

রসুন। রসুন নিম্নবঙ্গের সকল স্থানে কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে খরচ চলে না, কাজেই পশ্চিমাঞ্চল হইতে, আমদানী হইয়া থাকে। রসুনের বাজারের তেজি মন্দা সহজে বোঝা যায় না, হয়'ত খুব চড়িয়া গেল, না হয় খুব মন্দা হইয়া গেল। সাধারণতঃ দ্বারভাঙ্গা, ছাপরা, সমস্তিপুর, প্রভৃতি জেলায় ইহার বেশী পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল স্থানের বড় বড় হাঁটে এবং লক্ষ্মীসরাই, মোকামা, বাড়, পাটনা ও দানাপুর অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। রসুন বৈশাখ মাস হইতে আমদানি আরম্ভ হইয়া বারমাস আমদানি হয়।

কাষ্ঠ। কাঠের ব্যবসা বেশ লাভজনক। কাঠ নানাপ্রকার আছে, তন্মধ্যে শাল ও সেগুন বাজার চলন জিনিস। শাল কাট নেপালেরই ভাল হইয়া থাকে,—পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে চালান আসিত, এখন নেপাল গবর্ণমেণ্ট আর ছাড় দেন না। এখন শাল কাঠ নাগপুর, কটক, মানভূম, সিংভুম, চক্রধরপুর প্রভৃতি জেলা হইতেই আমদানি হইয়া থাকে। সেগুন কাঠ একমাত্র বর্ম্মাতে পাওয়া যায়। তথা হইতে চেরাই হইয়া কড়ি, বরগা, তক্তা প্রভৃতি নানা প্রকার সাইজের বাণ্ডিল বাঁধিয়া ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় নিমতলার ঘাটে চালান আইসে, তথা হইতে মহাজন খরিদ করিয়া লইয়া যায়। সুঁদরি কাঠ সুন্দরবন হইতে নৌকা যোগে আসিয়া থাকে। আবলুস, শিশু, সৎসার, চন্দন প্রভৃতি সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য নানাপ্রকার কাঠ আছে।

চূণ। চুণ অনেক প্রকার আছে, যথা—ঘুটিং, গোঁড়া, পাথর, কলি। ঘুটিং নামক কাঁকর পোড়াইয়া যে চুণ প্রস্তুত হয় তাহাকে "ঘুটিং চুণ" বলে। ইহা বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সকল স্থানে পাওয়া যায়। সুন্দরবনে বড় বড় শামুক পোড়াইয়া যে চুণ তৈয়ারী হয় তাহাকে "হাঁড়া চুণ" বলে। ইহা ঐ অঞ্চলেই বেশী পাওয়া যায়। পাথরে চুণ সিলেট, কাট্‌নি, সাৎনা, ভরতপুর, মৈহারপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ঝিনুক, গুগলি ও ছোট ছোট শামুক পোড়াইয়া যে চুণ হয়, তাহাকে কলিচুণ বলে, ইহা সকল দেশে তৈয়ারী হইয়া থাকে।

মাদুর। মাদুর তিন প্রকার আছে যথা :—মছলন্দ, সপ্‌ ও ম্যাট। তন্মধ্যে মছলন্দই উৎকৃষ্ট জিনিস, সপ্‌ মধ্যম এবং কাটীতে ম্যাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাদুর মেদিনীপুর, নারাণয়গড়, কাঁথি ময়না, কেদার প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার বালিচক, বুড়াল, রাখ্যাখেলা, কসরা সরঙ্গ, পরশুরামপুর, বিষ্ণুপুর, সাঁওতা, সিন্দুরমুড়ী, তালদা, সিংপুর, চকলহরী, চাকাই, কৃষ্ণপলাশী, খেলনা, রামভদ্রপুর ও লাড়মা প্রভৃতি স্থানে চাষাদের প্রতিঘরে চাষ হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের কৃষক ও গৃহস্থেরা হাটে আসিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল স্থানের মধ্যে শ্রীরামপুর, দশগ্রাম, লাড়মা ও বেল্‌কি প্রভৃতির হাটে হাটবার দিনে ৬।৭ হাজার টাকার মাদুর আমদানি হইয়া থাকে। পাশকুড়ার নিকটবর্ত্তী রঘুনাথবাড়ী গ্রামের

মছলন্দ মাদুর খুব উৎকৃষ্ট তৈয়ারী হইয়া থাকে, এমন কি অর্ডার দিলে ৪০৲ হইতে ৪৫৲ টাকার একখানি মাদুর প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। নানাদেশীয় মাদুর ব্যবসায়ীগণ ঐ সকল হাটে গিয়া মাদুর খরিদ করিয়া আনিয়া থাকে। এখানে আড়তদারী প্রণালীতে কার্য্য হয় না।

তুলা। তুলা সাধারণতঃ তিন প্রকার—আকন্দ, কার্পাস ও সিমুল। তন্মধ্যে আকন্দ তুলা সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না এবং দামও খুব বেশী ইহা বিদেশে যথেষ্ট চালান যায়। বাকী দুই প্রকার তুলা আমাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। সকল রকম তুলা শীতকালেই আমদানি বেশী হইয়া থাকে এবং বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। নিম্নলিখিত স্থানে তুলা পাওয়া যায়—বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, গুজরাট, বেরার, মধ্য-প্রদেশ, কাটীবার, সিন্দু, অযোধ্যা, জব্বলপুর, মিরাট, জোনপুর, চান্‌দাউসি, কান পুর প্রভৃতি।

সিমুলতুলা নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়ঃ—মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, নৈহাটী, হালীসহর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

পান—পান অনেক প্রকার আছে তন্মধ্যে দেশী ছাঁচি, মগাই, মিঠা প্রভৃতি আছে। পান সাধারণতঃ শ্রীরামপুর বেগমপুর ঘুঘুডাঙ্গার নিকট বিড়, সেওড়াফুলীর হাট, রিষড়া, তারকেশ্বর লাইনে গোবিন্দপুর নিকটে পৈলমপুর, মেদিনীপুর দাঁতন প্রভৃতি স্থান দেশী পান যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ছাঁচি পান—কলিকাতার সন্নিকটে সুন্দেপাটুলে ও বারুইপুরে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া এদেশে পানের বাজার টান হইলে মান্দ্রাজ ও পণ্ডিচারী হইতে ও আমদানী হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাটনা, বেনারস, ওয়ারসালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মগাই পান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। লুপ লাইনে—রামপুরহাট ও সিউড়িতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পানের ব্যবসা বেশ লাভজনক ব্যবসা। সচরাচর টাকায় ।০ আনা লাভ হইয়া থাকে—এ ব্যবসায় ধার নাই বলিলেই হয়—তবে ভদ্রলোকে সহজে এ ব্যবসা করিতে লজ্জা বোধ করে।

বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পান সস্তা থাকে এ সময়

টাকায়। ।৵০, ।• পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে পান পাওয়া যায় ঐ সকল স্থানে আড়তদার নাই, একবার নিজে গিয়া দালালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া খরিদ করিলে বেশ চলে। পান বাণ্ডিল দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক পাই = ১৬০০ পান। এইরূপ এক বাণ্ডিলে ৬।৮।৯ পাই পান থাকে। যাহারা পানের ব্যবসা করেন, তাঁহারা—বাণ্ডিলের একটী কোন খুলিয়া সহজে গণিয়া লইতে পারেন। বোঝার ভিতর কিরূপ মাল আছে তাহা বিশ্বাসের উপর লইতে হয়।

পাথরের জিনিষ। পাথরের জিনিস সাদা ও কাল দুই প্রকারের আছে। কাল পাথরের জিনিসপত্র মুঙ্গের, গয়া, বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ, চাণ্ডিল, বাহুগ্রাম নামক স্থানে অনেক কারখানা আছে। সাদা পাথরের জিনিস পশ্চিমে আগ্রা ও জয়পুরের প্রসিদ্ধ? মির্জ্জাপুরে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহাতে শীল, নোড়া, জাঁতা, ইমাবতের থাম, দরজা, কড়ি, বরগা, জানালা, টালি প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

পাঠকের প্রতি সানুনয় নিবেদন।

মোটামুটী জিনিষের বিবরণ যাহা সংগ্রহ করিলাম তাহাই এখানে দিলাম ব্যবসায়ের সমস্ত জিনিস বিষদভাবে লিখিতে হইলে, এই ক্ষুদ্রপুস্তকে স্থান সংকুলান হয় না—অথচ দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপধরণের পুস্তকের একটী বিশেষ অভাব রহিয়াছে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য আমি স্বতন্ত্র ভাবে **"বাণিজ্য দ্রব্যের ঐতিহাসিক তত্ত্ব"** নামক একখানি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত সুবৃহৎ পুস্তক লিখিতেছি। যাহারা উপরোক্ত পুস্তকের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাহারা পূর্ব্বাহ্লে আমাকে সংবাদ দিয়া রাখিলে আমি, তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখিব এবং পুস্তক প্রকাশ হইলে জানাইব।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

(Glossary.)

আ
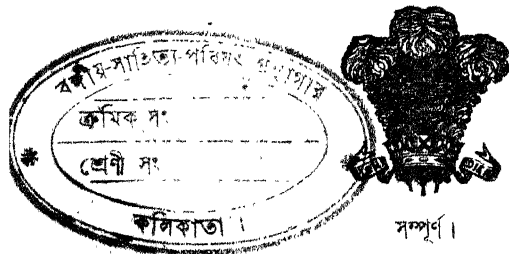
আখেরী—শেষ—চৈত্রমাসের শেষ।

আঞ্জাম—সম্পন্ন করা।

আমল—অধিকার।

আমানত—জমা রাখা।

আসামী—খরিদ্দার বা গ্রাহক।

আমদানি—যে মাল আইসে।

আড়তদার—যাহারা কমিশন লইয়া মাল বিক্রয় করে।

আড়ং—যে স্থান হইতে পণ্য দ্রব্য অন্যত্র নীত হয়।

আড়ত—পাঁচজনের মাল যেথানে কমিশনে বিক্রয় হয়।

আসামীয়ান—যাহারা অগ্রিম টাকা লইয়া আড়তে মাল আনয়ন করে।

ই

ইজের—ইজা ও বলে শেষের ঠিক অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া।

একজাই—মোট, একত্র করণ।

একরার—প্রতিজ্ঞা।

একুন—মোট।

এজেন্ট—প্রতিনিধি।

ও

ওয়াদা—সময়।

ওয়াকিভ—জ্ঞাত।

ওরফে—অন্যনাম।

ক

কড়াড়—নির্দ্দিষ্ট সময় মত।

কিস্তি—দফা।

কৈফিয়ৎ—মন্তব্য।

কয়াল—যাহারা মাল ওজন করে।

কাট্‌বা মাল—ভুষিমাল।

কলম—দফা

কাত—ধার্য্য।

কুত—অনুমান

কুপা—চামড়াব পাত্র

কুটীয়াল—যাহাদেব কুটী আছে।

খ

খস্‌ড়া—কাঁচা খাতা।

খাতক্—যে ব্যক্তি মহাজনেব নিকট টাকা কর্জ্জ করে।

খটী—যেখানে মাল জমা হয়।

খতম্—শেষ।

গ

গুজবৃত্ত—হস্তে।

গস্ত—মাল খরিদ।

গদী—কাববারেব স্থান।

গস্তদার—যে মাল খরিদ করে।

ঘ

ঘাট্‌তি—কম।

চ

চাপাদাব—যাহারা পাল্লায় মাল চাপাইয়া দেয়।

চোতা—খস্‌ড়া।

ছ

ছিট্—সামান্য বাকী।

জ

জাব্‌দা—কাঁচা খাতা।

জায়—বিববণ।

জেব—ইজের দেখ?

জাঁকড়—আবশ্যক না হইলে ফেরত হইবে।

ত

তছ্‌রূপ—ক্ষতি।

তম্বি—ভৎসনা।

দ

দঃ—দরুণ

দফা—বাব।২

দরমাহা—বেতন।

দরুণ—জন্য।

দস্তুব—নিয়ম

দিগব—প্রভৃতি।

দস্তুবি—কমিশন।

দেশওযাল—সেই দেশেব।

প

পাইকাব—ব্যাপাবী

ফ

ফাঁস—সে জিনিস দবকাবী নহে।

ফলাট—অঙ্ক।

ফডিয়া—যাহাবা চাষীদিগেব নিকট তবি তবকাবি খবিদ করে।

ফট্‌কা—Speculation.

ব

বঃ—কাহাব বদলে।

বলন—বেশী।

বাবদে—দরুণ।

বিঃ—অমুক কাবণ, বিমর্জ্জিত।

ব্যাপাবী—যাহাবা মাল আড়তে আমদানি কবে।

বাটা—খবচ।

বখেয়া—অবশিষ্ট।

ববাত—অপবেব জন্য

ব্যাজ্‌—সুদ।

ম

মব্‌লগে—সর্ব্বশুদ্ধ।

মাবযৎ—হস্তে।

মুদ্দত—নির্দ্দিষ্ট সময়।

মেবৃদাব—মত।

মুন্‌ফা—লাভ।

মিতি—সময

মহবুৎ—শুভদিন।

মোতাবেক্—অনুযাযী।

মটকী—মাটীব জালা।

র

বপ্তানি—যে জিনিস চালান যায়।

রুজু—মিল কবা।

বাহা খবচ—গাড়িভাড়া প্রভৃতি।

বেওযা—বাৎসবিক আয ব্যয়েব হিসাব।

বেট—হাব।

রোকা—ক্ষুদ্র পত্র।

রোক্—নগদ।

ল

লহনা—ক্রেতার নিকট যে টাকা বাকী পড়ে।

স

সর্ত্ত—কড়াড়।

সওদা—খরিদ করা।

সাক্‌রাই—সহি করা।

সওদাগর—বণিক।

হ

হাল—বর্ত্তমান।

হেপাজৎ—অধীনে রাখা।

হাওলাত—অল্প সময়ের জন্য টাকা দেওয়া।

হুণ্ডি—ররাতি চিঠি।

হালখাতা—নূতন খাতা।

হিঃ—হিসাব।

হার—দর।

হাট—বাজার।

অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায়

বা

নানাপ্রকার ব্যবসায়ের কুটতত্ত্ব।

"মহাজন সখা" পুস্তক প্রকাশের পর আমার অনেক পাঠকবর্গ আমাকে একজন শিক্ষিত ব্যবসারী মনে করিয়া ব্যবসা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ লইবার জন্য আমাকে এত অধিকসংখ্যা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, সে সকল পত্রের সমস্ত বিশদভাবে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা বিবেচনায়, এই পুস্তকখানি লিখিয়াছি। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ব্যবসার এত ঘাঁত-ঘোঁত কোন ব্যবসাদার খুলিয়া লেখেন নাই।

স্বদেশী হুজুগের পর হইতে ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক অর্থোলোলুপ ব্যবসায়ী লেখক পাঁচখানা পুস্তক ও পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া অনেক পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ পুস্তকে নানাপ্রকার সুগন্ধি জিনিস তৈয়ারি করিবার প্রণালী, জুতার কালী তৈয়ারীর প্রণালী, সাবান, বার্ণিশ, বাজী, মার্কিং ইঙ্ক, পেটেণ্ট ঔষধ, লিখিবার কালী ও শিরিস-কাগজ প্রভৃতি তৈয়ারী কবিবার প্রণালী যথেষ্ট দেওয়া আছে, যাহা আজকাল অনেক পঞ্জিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক! মনে করিবেন না যে, আমার পুস্তকখানিও ঐ ধরণের? কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে ও কিরূপ পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছি, তাহা একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে কতকগুলি ব্যবসায়ের কুটতত্ব, অর্থাৎ কি করিয়া অল্প মূলধনে একটু সামান্য পরিশ্রম করিয়া ও ধৈর্য্য ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারা যায়, কি করিয়া প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়, কোথায় কিরূপ ব্যবসা করিলে

সুবিধা হইতে পারে, কিরূপ ভাবে ব্যবসা চালাইতে হয়, কি উপায়ে চলিলে ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়, প্রত্যেক ব্যবসার প্রতিবন্ধক কি, কত মূলধন লইয়া কোন ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে, প্রভৃতি বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূরে খুলিয়া লেখা হইয়াছে। যাঁহার যেমন পুঁজি, তিনি সেইরূপ পুঁজির দ্বারা কিরূপে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সেই পন্থাই ইহাতে আছে। ইহার প্রত্যেক বিষয় যে কতমুল্যবান, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা কমিবেন।

পুস্তকখানি ভাল কাগজে ডবল ক্রাউনের ১৬ পেজী আকারে ছাপা হইয়াছে মূল্য ১৷৷০ টাকা।

মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী।

(বাঙ্গালা খাতা পত্র লিখিবাব চুড়ান্ত পুস্তক)

"মহাজন সখা" প্রণেতা শ্রীসন্তোষ নাথ শেঠ।

কর্ত্তৃত

চন্দননগব হইতে লিখিত ও প্রকাশিত।

যাহারা আমার লিখিত "মহাজন সখা" পাঠ করিয়াছেন। তাহাবা আমার পুস্তকেব কদর বুঝিয়াছেন। ব্যবসা করিতে হইলে বাঙ্গালা খাতা পত্র কি করিয়া লিখিতে হয়; কিরূপ ভাবে রাখিতে হয় তাহা নিজে না জানিলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। কারণ ব্যবসায়ে দেনা পাওনা, কোন্ জিনিসে কিরূপ পড়তা বা লাভ হইতেছে, কত মাল মজুত আছে প্রভৃতি নিজে বোঝা দবকার। মহুরীদিগেব উপব

সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে, তাহারা আপনাকে বোকা বোঝাইবে, তাহা ছাড়া মুহুরী-দীগকে খাটান যায় না। কথায় বলে "কলমের চুরি বিষম চুরি"। যাহাদের হাতেখাতা থাকে তাহারা আপনাকে ফাঁকি দিয়া মোটা টাকা চুরি করিতে পারে। সেই জন্য আমরা এই পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ে বিষদভাবে আদর্শ দেখাইয়া লিখিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। কি নূতন, কি পুরাতন, কি পাকা ব্যবসাদার, কি পাকা মুহুরী প্রতি দোকানে। ২ একখানি করিয়া পঞ্জিকার ন্যায় রাখা কর্ত্তব্য। পস্তকখানি দোকানে থাকিলে সর্ব্বদা কাজে লাগিবে এবং দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ও শিক্ষা লাভ করিবে। ইহার ভাষা খুব সরল ও সহজ, সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়ায় যাহাদের জ্ঞান আছে, তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে কি কি বিষয় আছে, তাহার মোটামুটী সূচিপত্র দেওয়া হইল।

প্রথম বিভাগ— জমা খরচ কি করিয়া লিখিতে হয়, কি কি খাতা রাখা দরকার প্রভৃতি ২০ খানি খাতার বিষয় আদর্শ সমেত লেখা আছে।

দ্বিতীয় বিভাগ—দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক খাতা পত্র কি করিয়া রাখিতে হয়, কিরূপে রুজু দিতে হয়, রুজু দিবার নুতন প্রণালী, সহজ হিসাব প্রণালী, মোকামি জনাখরচ লেখা, বাৎসরিক লাভালাভ ও পাকা রেওয়া তৈয়ারী—, কর্ম্মচারীদীগের নিয়মাবলী প্রভৃতি আছে।

পরিশিষ্ট— নানা প্রকার জিনিষের পরিমানের নিয়মাবলী, সীক্কার, কুটীর ও বাজার ওজন কসা, মহাজনী গঙ্গাযমুনা কাটৃতি সুদকসা ; দরকসার ও মাস মাহিনা, বাৎসরিক সুদকসা ও এক্সচেঞ্জ টেবিল প্রভৃতি আছে।

প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে এবার অনেক নূতন বিষয় লিখিত হইয়াছে। কাগজের মূল্য অত্যন্ত তেজ হইলে ও ভাল কাগজে ছাপা হইল। মূল্য ১॥০ টাকা।

মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব।

"মহাজন সখা" যাহারা পাঠ করিয়াছেন, নূতন ব্যবসা ক্ষেত্রে যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অনেক দিন ধরিয়া যাহারা ব্যবসা করিতেছেন, তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ উপকার হইবে। এই পুস্তকে ভারতের প্রসিদ্ধ হাট, বাজার বা মোকামের সঠিক বিবরণ অর্থাৎ কোন মোকামে কোন পথ দিয়া যাইতে হয়, তথায় কোন কোন জিনিসের কোন সময় আমদানি হয়, কিরূপ ভাবে খরিদ ও চালান হয়, আমদানির পরিমাণ কত, কত স্বীকার ওজন, কিরূপ ভাবে খরিদ করিতে হয়--জিনিস কিরূপ হয় ও আড়তদারের নাম ধাম সহ বিষদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। ভারতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকখানি ব্যবসাদার মাত্রেই প্রতি দোকানে পঞ্জিকার ন্যায় রাখা কর্ত্তব্য। অর্থের কৃপণতা না করিয়া অদ্যই এই পুস্তক পাঠাইবার জন্য পত্র লিখুন। কাগজের দুর্ম্মূল্য হইলেও ভাল কাগজে পরিষ্কার করিয়া ছাপা হইয়াছে মূল্য ২৷৷০ টাকা।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

পোঃ চন্দননগর,

বোড় পঞ্চাননতলা;

জেলা হুগলী।